

সূরা আল্লারাফ-৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

শিরোনাম এবং অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ

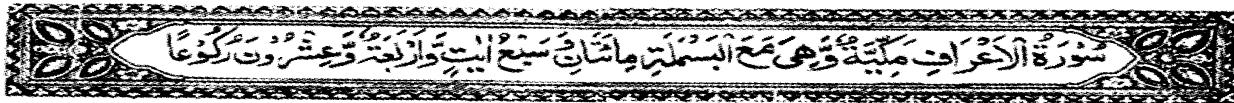
হয়রত ইবনে আবাস, ইবনে যুবায়ের, হামান, মুজাহিদ, ইকারমা, আতা এবং জাবির বিন্যায়েদের মতে সূরাটি মঙ্গী সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং ১৬৫ থেকে ১৭২ আয়াত ছাড়া সম্পূর্ণ সূরাটি হিজরতের পূর্বেই অবতীর্ণ। কাতাদা অবশ্য এ অভিমত পোষণ করেন, এ সূরার ১৬৫ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। সূরাটির শিরোনাম অর্থাৎ আল্লারাফ এরই ৪৭ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরকার এই সূরাটির বিষয়বস্তু এবং শিরোনাম আল্লারাফ এর মধ্যে সত্যিকারের কী সম্পর্ক তা নির্ণয় করতে পারেননি। কারণ তাঁরা আল্লারাফ শব্দটিতে একটি ভুল অর্থ আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, আল্লারাফ হলো বেহেশত্ এবং দোয়খের মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থানস্থল এবং আল্লারাফের অধিবাসীরা দোয়খবাসী থেকে স্বতন্ত্র প্রতীয়মান হলেও তখন পর্যন্ত বেহেশত্ প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। পবিত্র কুরআন আল্লারাফের এ ধরনের অর্থ সমর্থন করে না। কেননা এতে শধুমাত্র দু'দল লোক, বেহেশত্বাসী ও দোয়খবাসীর কথাই বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন তৃতীয় দল বা শ্রেণীর কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া আল্লারাফ শব্দের সার্বিক ব্যাখ্যাও মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের কথা সমর্থন করে না। আবার কোন অভ্যন্তরীণ যুক্তি এর সমর্থনে উদ্ভৃত করা যায় না। কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, আল্লারাফবাসীরা এক সময় বেহেশ্ত্বাসীদের সম্মোধন করে কথা বলছে, অন্য সময় আবার দোয়খবাসীদের সাথে কথা বলছে। শুধু তাই নয়, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এমন সুদূর-প্রসারী যে তারা বেহেশ্ত্বাসীদের বিশেষ চিহ্ন দেখে শনাক্ত করতে সক্ষম এবং দোয়খবাসীদেরও বিশেষ নির্দর্শন দেখে চিহ্নিত করতে পারে। তারা বেহেশ্ত্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে (৭৪৯) এবং দোয়খবাসীদের তিরক্ষার করে (৭৪৯,৫০)। এটা কি আশ্চর্যজনক নয়, যাদের নিজেদের অবস্থাই এখন পর্যন্ত দোদুল্যমান, অর্থাৎ বেহেশত্ না দোয়খে যাবে তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি, তারা কি করে এ ধরনের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত লোকের অনুরূপ সাহস ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে? আসল কথা, আল্লারাফবাসীরা আল্লাহ তাআলার নবী-রসূল, যারা শেষ বিচারের দিন ঐশ্বী অনুগ্রহে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে, যার বদৌলতে তাঁরা বেহেশ্ত্বাসীদের স্বাগতম জানিয়ে দোয়া করবেন এবং দোয়খবাসীদের তিরক্ষার ও ভর্ত্যনা করবেন। আর যেহেতু কুরআন মজাদের সূরাসমূহের মাঝে প্রথমে এ সূরাতেই কতিপয় নবী-রসূলের জীবনী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে, সেহেতু সংগত কারণেই এর নাম আল্লারাফ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লারাফ শব্দটির গঠনও এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আল্লারাফ শব্দটি 'উরফ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি সুউচ্চ উন্নত স্থান, যেখানে উন্নীত হতে আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তির পূর্ণ সম্বুদ্ধ হাতে আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তির উপলক্ষ্মি প্রয়োজন। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে আল্লারাফ দ্বারা সেইসব শিক্ষাকেই বুঝায় যেগুলোর সত্যতা বিচার-বুদ্ধি বা মানবীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু নবী-রসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক বিদ্যমান, তাই সংগত কারণে তাঁরাই এ উচ্চ আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁদেরকেই সম্পত্তভাবে আল্লারাফের অধিবাসী বা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগৰ্গ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে সূরা আল্লারাফে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যাঁদের জীবন ছিল অত্যন্ত মহান ও সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং যাঁরা অতীতে মানব-প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শাশ্বত সত্যের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বলা বাহ্যিক, সমস্ত নবী-রসূলের সমসাময়িক লোকজন তাঁদের সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁদেরকে হেয় ও অপদস্থ করার জন্য কোন চেষ্টারই ক্রিটি করেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার পরিণামে তাঁদেরকেই বিজয়ী করেছেন এবং অত্যন্ত সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

বিষয়বস্তু এবং প্রসংগ

আধ্যাত্মিক অর্থে বলতে গেলে এ সূরাটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরাসমূহের মধ্যে এক ধরনের 'বরযথ' বা মধ্যবর্তী যোগসূত্র। স্বাভাবিকভাবে পূর্ববর্তী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু এক মূল আঙ্গিকে এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাসমূহের মূলভাব ছিল ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মমত যেগুলো দার্শনিক তত্ত্ব ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা হয় যেগুলোর দাবী খন্ডন করা। তেমনি এ সূরাতে যেমন সেইসব ভাস্ত ধর্মতের ভুল বিশ্বাস একদিকে প্রদর্শন করা হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে ইসলামের সত্যতা ও সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, যেহেতু কুরআন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত বাণী, সেহেতু এর ধ্বনি বা সংক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কোন আশংকা নেই। অতঃপর মুলসলমানদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, সাময়িকভাবে কোন হতাশা বা নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখে তাঁরা যেন অবিবেচকের মত অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে কোন আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাবে প্রদর্শন না করে। কেননা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধশক্তি যত প্রবল ও শক্তিধরই হোক না কেন, পরিণামে তাঁরা অপদস্থ হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার মানুষকে

এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যদিও অধিকাংশ মানুষ জীবনের এ উচ্চ লক্ষ্যকে প্রায়শই ভুলে যায়। এ বিষয়টির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবীর বুকে হ্যরত আদমের (আঃ) জান্নাতের জীবন এবং সেখান থেকে তাঁর নির্বাসনের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির আদি লগ্নেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ ঐশ্বী-পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে শয়তানের অনুসরণ করে। অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসগুলো ছিল মূলত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং তা ব্যক্তির উৎকর্ষের প্রতিই দৃষ্টি দিত। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সার্বজনীন এবং তাই ইসলাম সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষার ও সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ যথানে ব্যক্তিকে বেহেশ্তের আস্থাদ গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেছে, সেখানে ইসলামের প্রচেষ্টা হচ্ছে সকল সম্প্রদায় ও জাতি যাতে বেহেশ্ত লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সংক্ষারধর্মী প্রতিটি প্রচেষ্টাই লক্ষ্যে পৌছাবার পথে নানারূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। তাই মুসলিম সম্প্রদায় যখন সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা ও নীতি থেকে দূরে সরে পড়ে তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ) এর উমত থেকে প্রত্যাদিষ্ট কোন সংক্ষারকের আবির্ভাব ঘটান যাতে মানুষ জামাতী জীবন থেকে বিচ্ছুত না হয় এবং জাতীয় উন্নতি ও প্রগতি থেকে বস্থিত না হয়। অতঃপর সূরাটিতে এ ধরনের প্রতিশ্রুত সংক্ষারকগণের স্থীরূপি ও সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড এবং বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদী শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষিত হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, সমস্ত ঐশ্বী পরিকল্পনাই ক্রমে ক্রমে কার্যকরী হয়ে থাকে। পার্থিব জগতের অনুরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও সর্ব প্রকার উন্নতি ক্রমবিকাশের সত্ত্বে গাঁথা এবং এ বিবর্তনের ধারা অনুসারেই হ্যরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রদর্শিত শিক্ষা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতিশীল ও সংগঠিত করণের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মুসলমানদেরকে তাই সব সময় এ সত্যকে মনে রাখতে হবে, একটি মহা মহীরুহ অতি ছোট বীজ থেকে যেরূপে জন্মালাভ করে থাকে, তেমনি অনেক বড় ঘটনা বা বিষয় এর উষালঘুমে অনেকটা অজ্ঞাত পরিচয় থেকে যেতে পারে, যা হ্যরত তেমন কোন উল্লেখের দাবীই রাখে না। তাই মুসলমানদের জন্য এটাই সঙ্গত তারা যেন সর্বাবস্থায় তাদের চোখ কান খোলা রাখে এবং তাদের সৃষ্টির মূখ্য উদ্দেশ্য যেন কোন অবস্থাতেই তাদের অগোচর না থেকে যায়, অন্যথায় চিরদিনের জন্য তা হ্যয়ত হারানোই থেকে যাবে।

অতঃপর ৬০ নং আয়াত থেকে পূর্বের কয়েকজন নবী-রসূলের জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পৃথিবীর বুকে মানুষের পরম সুখকর যে অবস্থান থেকে তারা একদিন নির্বাসিত হয়েছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসন করাই ছিল এসব নবী-রসূলের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতঃপর বলা হয়েছে, ঈমানবিল্লাহ্ (আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস) মানুষের স্বভাবজাত, মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্ত্বার গভীরে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিহিত। পক্ষান্তরে মানুষের জীবনে পরবর্তীতে অশুভের সৃষ্টি হয় এবং তা মূলত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে জন্মালাভ করে। অবশ্য এ কথা সত্য, শুভগুণ মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বী-বাণীর সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বরং ঐশ্বী-নির্দেশ অমান্য করার ফলে মানুষ তার স্বভাবজাত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলোকে হারিয়ে ফেলে এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনকে উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা এ প্রকাশ্য সত্যকে যেন উপেক্ষা না করে। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর বুদ্ধি, বিচার শক্তি ঐশ্বী-নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ার কারণে এটা ভ্রম থেকে মুক্ত এবং তাঁর শিক্ষা প্রাক্তিক আইন ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুগের সাক্ষ্য-প্রমাণণ ও তাঁর অনুকূলে। অতঃপর অবিশাসীদের কিছু সংশয় ও আশংকার অপনোদন করে বলা হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও আল্লা তাআলা তাঁকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মুসলমানদেরকে শ্রদ্ধ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের নির্যাতন দ্বৰ্যের সাথে শুধু মোকাবিলাই না করে, বরং তাদের জন্য যেন দোয়াও করে। অতঃপর এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের বিরুদ্ধবাদীরা যেরূপ তাঁদের নিকট নির্দেশন দেখতে চাইতো, তদুপ হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা ও তাঁর নিকট নির্দেশন চাইতে থাকবে, যদিও নির্দেশন প্রদর্শন করা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই আওতাভুক্ত। তাঁর অনন্ত জ্ঞানে যখন তিনি প্রয়োজন মনে করেন তখনই নির্দেশন দেখিয়ে থাকেন। কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তারা কি ঐশ্বী-নির্দেশন হিসাবে কুরআনেকে দেখে না? বস্তুত কুরআন নবুওয়তের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার দরজন স্বয়ং এক জীবন্ত ও পর্যাপ্ত নির্দেশন। মুসলমানদেরকে তাই এ জীবন্ত নির্দেশনের আলোকিকতার যথোচিত মূল্য, যা সত্যিকার ভাবেই এর প্রাপ্য, তা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য, যত বেশি ঐশ্বী-আলো মানুষকে দান করা হবে তত বেশি কুরআনের যথোচিত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।



সূরা আল আ'রাফ-৭

মঙ্গলি সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রূপ্তু

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্ণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।
- ২। *আনাল্লাহু আ'লামু সাদেকুল কৃত্ত্বে অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানি (ও) সত্যভাষী^{১৪১} ।
- ৩। (এ কুরআন) *এক মহা গ্রন্থ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকোচ না থাকে। (অবতরণের উদ্দেশ্য হলো যাতে করে) তুমি এর মাধ্যমে (মানবজাতিকে) সতর্ক করতে পার। আর মু'মিনদের জন্য এ এক মহান উপদেশ^{১৪২} ।
- ৪। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে *তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য (কল্পিত) অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (কিন্তু) তোমরা মোটেও উপদেশ গ্রহণ কর না ।
- ★ ৫। *আর আমরা বহু জনপদ ধর্ষণ করে দিয়েছি। সেগুলোতে রাতের বেলায় (তাদের ঘুমন্ত অবস্থায়) অথবা দুপুরে তাদের বিশ্রামরত^{১৪৩} অবস্থায় আমাদের শাস্তি নেমে এসেছিল ।
- ৬। অতএব তাদের ওপর যখন আমাদের শাস্তি নেমে এল তখন তাদের^{১৪৪} (মুখে) এ ছাড়া আর কোন কথা ছিল না, *‘আমরাই যালেম ছিলাম’ ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

الْمَصْ ①

كَتَبْ أُنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي
صَدَرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِشَذَّارِهِ وَذَكْرِي
لِلْمُؤْمِنِينَ ①

إِنَّمَا تَشْبِعُونَا مَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ
لَا تَشْبِعُونَا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَهُ قِلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ ①

وَكَمْ مِنْ قَرِيْةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا
بِأَسْنَا بَيَانًاً أَوْ هُمْ قَارِئُونَ ①

فَمَا كَانَ دَعْوَهُمْ رَاجِيَهُمْ بِأَسْنَا
لِلْآَنِ قَالُوا رَبَّنَا كُنَّا ظَلِيمِينَ ①

দেখুন : ক. ২৪২; ৩৪২; ২৯৪২; ৩০৪২; ৩১৪২; ৩২৪২; খ. ৬৪৫২; ১৯৪১৮; ২৫৪২; গ. ৩৩৪৩; ৩১৪৫৬; ঘ. ৭৪১৮; ২১৪১২; ২৮৪৫৯; ঙ. ২১৪১৫।

১৪২। হয়রত ইবনে আবস (রাঃ) এর মতে সংযুক্ত চারটি বর্ণ- ‘আলিফ লাম মীম সোয়াদ’ এর মর্মার্থ ‘আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জ্ঞানি ও সত্যভাষী’। প্রথম তিন-আয়াতের জন্য ১৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য এবং ‘সোয়াদ’ বর্ণ ‘উফাস্সিলু’ এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ- ‘আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি’। এ সূরায় বর্ণিত বিষয়াদি উক্ত ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। কারণ এ সূরা শুধু পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ঐশী-জ্ঞান সম্বলিতই নয়, বরং এর বিষদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ-সমূহও বটে। ‘সোয়াদ’ ‘সাদেকুল কৃত্ত্ব’ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪৩। এ আয়াতে শুধু নবী করীম (সাঃ) কেই সঙ্গে করা হয়নি, বরং প্রত্যেক মু'মিনকেই সঙ্গে করা হয়েছে।

১৪৪। কোন শহরে বা জনপদে জাতির ওপরে ঐশী-শাস্তি আসার সাধারণত দু'টি সময় রয়েছে বলে এখানে উল্লেখিত হয়েছে-রাতে এবং দুপুরে। এ সময়ই তারা হয় ঘুমে থাকে, নয়তো বিশ্রামের জন্য অসর্তক অবস্থায় থাকে।

১৪৫। যখন আল্লাহর শাস্তি পরিবেষ্টন করে ফেলে তখন নাত্তিকদেরকেও কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলার সাহায্যের জন্য আকুল চিংকার করতে দেখা যায়। কারণ একপ ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের কাছে কেবল তার নিজের সম্পূর্ণ অসহায়ত্বই নয়, উপরন্তু এক উচ্চতর সত্ত্বার অসীম শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধেও উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

৭। অতএব যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছিল [‘]আমরা অবশ্যই তাদের জিজেস করবো। আর [‘]আমরা অবশ্যই রসূলদেরও জিজেস করবো^{১৪৬}।

৮। এরপর আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের কাছে (প্রকৃত ঘটনাবলী) বর্ণনা করবো। (কেননা তাদের কাছ থেকে) আমরা কখনো অনুপস্থিত ছিলাম না।

৯। আর [‘]সেদিন (আমলের) ওজন^{১৪৭} যে করা হবে তা সত্যি। অতএব যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে।

১০। আর [‘]যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমাদের নির্দেশনাবলীর সাথে অন্যায় আচরণ^{১৪৮} করতো।

১১। [‘]আমরা নিশ্চয় পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এতে জীবিকার (বিভিন্ন) উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছি। (কিন্তু) তোমরা আদৌ কৃতজ্ঞতা
১ [১১]
৮ প্রকাশ কর না।

১২। নিশ্চয় [‘]আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদেরকে (যথাযথ) আকৃতি দান করেছি^{১৪৯}, এরপর আমরা ফিরিশ্তাদের বলেছি, [‘]তোমরা আদমের আনুগত্য কর^{১৫০}। এতে ইবলীস^{১৫১} ছাড়া তারা (সবাই) আনুগত্য করলো। সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

দেখুন ৪ ক. ২৮:৬৬; খ. ৫:১১০; গ. ২১:৪৮; ২৩:১০৩; ১০১:৭-১০; ঘ. ২৩:১০৪; ১০১:৯-১০; ঙ. ১৫:২১; ৪৬:২৭; চ. ২৩:১৫; ৩৯:৭; ৪০:৬৫; ছ. ২৩:৫; ১৫:৩০-৩১; ১৭:৬২; ১৮:৫১; ২০:১১৭; ৩৮:৭৩-৭৫।

১৪৬। সকলেই কোন না কোন প্রকারে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দায়ী, এ আয়াতে এ গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। সকল মানুষকেই প্রশ্ন করা হবে, তারা আল্লাহর প্রেরিত রসূলকে কীরূপে গ্রহণ করেছিল এবং নবীগণকে জিজেস করা হবে কীভাবে তাঁরা ঐশী-সংবাদ পৌছে দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদের প্রতি কীরূপ সাড়া দিয়েছিল।

১৪৭। ‘ওজন’ কথাটি এখানে আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জড় বস্তুর ওজন করার জন্য ধাতব বা কাঠের নির্মিত তুলা-দড় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যা জড় বা পর্যবেক্ষণ নয় এমন বিষয় বা বস্তুর ওজন বা পরিমাপ করার অর্থ তার অকৃত মূল্য, মান বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

১৪৮। ‘যুল্ম’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ-কোন বিষয় বা বস্তুকে ভুল স্থানে স্থাপন করা (লেইন)। এখানে এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশনাবলীকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল অবিশ্বাসীরা সেভাবে গ্রহণ করেন। ঐশী-নির্দেশনসমূহের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনে ভয় ও বিনয় সঞ্চারিত করা, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা অধিকতর ঝুঁত ও উদ্বৃত্ত হয়েছিল এবং উপহাস ও ব্যাঙ্গোভির দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৪৯। মানুষ তার নৈতিক সত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ছাঁচে গঠন করতে পারে, যেরূপ কাদা-মাটিকে ইচ্ছামত ছাঁচে বা আকৃতিতে গঠিত করা যায়।

১৫০। ফিরিশ্তাদেরকে আদম (আঃ) এর প্রতি অনুগত হওয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছিল সেই আদেশ কার্যত সমগ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ফিরিশ্তারা ঐশী-প্রতিনিবিত্তকারীরূপে আল্লাহ্ তাআলার হুকুমকে কার্যে রূপ দান করেণ।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُذْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ
لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا
عَارِئِينَ

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ فَمَنْ
ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

وَ مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا
كَانُوا بِإِيمَانِنَا يَظْلِمُونَ

وَ لَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَاكُمْ
فِيهَا مَعَايِشَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
لِلْمَلِئَةِ اسْجُدُوا لِلَّادِمَ فَسَاجَدُوا
لِلْأَرَبَلِيَّسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّاجِرَيْنَ

১৩। ক্ষতিনি বললেন, ^{১৫২} ‘আমি আদেশ দেয়া সত্ত্বেও আনুগত্য করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?’ সে বললো, ‘আমি তার চাইতে উভয়। তুমি আমাকে অগ্নি (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটির (স্বভাব) ^{১৫৩} দিয়ে।’

১৪। তিনি বললেন, ^১‘তাহলে এখান থেকে চলে যাও’^{১৫৪}। এখানে তোমার অহংকার করার সুযোগই নেই। অতএব বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের একজন।’

১৫। ^১সে বললো, ‘তুমি আমাকে তাদের পুনরুত্থিত হবার দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও’^{১৫৪-ক}।

১৬। তিনি বললেন, ‘অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে তুমি একজন।’

১৭। ^১সে বললো, ‘যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ, সেহেতু আমি অবশ্যই তোমার সরলসুদৃঢ় পথে তাদের জন্য (ওঁত পেতে) বসে থাকবো।’^১

১৮। এরপর তাদের সামনে দিয়েও, তাদের পেছন দিয়েও, তাদের ডানদিক দিয়েও এবং তাদের বামদিক দিয়েও^{১৫৫} ‘আমি অবশ্যই তাদের কাছে (ধেয়ে) আসবো। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ দেখতে পাবে না।

দেখুন : ক. ১৫৪:৩৩-৩৪; ৩৮:৭৬-৭৭; খ. ১৫৪:৩৫; ৩৮:৭৮; গ. ১৫৪:৩৭; ৩৮:৮০; ঘ. ১৫৪:৪০; ৩৮:৮৩।

১৫১। ইব্লীস ফিরিষ্টা ছিল না (১৮:৫১)। সে অগুত সত্ত্বাসমূহের প্রধান, যেমন জিব্রাইল ফিরিষ্টাকুলের প্রধান। যে ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তা কোনভাবেই মানবজাতির প্রথম আদি পিতা বলে কথিত প্রথম ‘আদম’ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ঘটনা পরিবর্তী সেই আদম এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যে আদম এ প্রথিবীতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বসবাস করতেন, যাঁর বংশোদ্ধৃত হয়েরত নূহ, ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাদের পরবর্তী বংশধরগণ।

১৫২। এ আয়াতে আল্লাহ এবং ইব্লীসের মধ্যে কথোপকথনের আকারে যা উপস্থিতি হয়েছে তাতে অবশ্যই এটা বুঝায় না যে আসলেই একপে বাক্য বিনিময় হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এ ছিল ইব্লীস কর্তৃক হয়েরত আদম (আঃ) এর আনুগত্য অঙ্গীকার করার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটা চিত্র। বিস্তারিত জানার জন্য ৬১ টীকা দেখুন।

১৫৩। ‘ত্রীন’ অর্থ-কাদামাটি। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ৪২০-ক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। ‘ফাহ্বিতমিন্হা’ অর্থ-‘তাহলে এখান থেকে চলে যাও’। এ আয়াতে কোন নামবাচক বিশেষ পদ না থাকায়, যার পরিবর্তে ‘এখান’ সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে যা, ‘মিনহা’ শব্দের মধ্যে নিহিত; যার অর্থ-এখান থেকে। এর দ্বারা ইব্লীস হয়েরত আদম (আঃ) এর আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল যেন তাকেই বুঝাচ্ছে।

১৫৪-ক। এ আয়াতে উল্লেখিত পুনরুত্থানের (অর্থাৎ পুনর্জীবনের), পরলোকে উঠানো অর্থাৎ মানবের জন্য স্থিরীকৃত শেষ বিচার দিবসের পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন নয় বরং এতে মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম অথবা তার আধ্যাত্মিক চেতনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ণতার কথাই বলা হয়েছে। ইব্লীস তাকে (অর্থাৎ মানুষকে) কেবল ততক্ষণ পথদ্রষ্ট করতে পারে যতক্ষণ তার আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন লাভ না হয়। কিন্তু একবার যখন সে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে উল্লীল হয়ে যায়, যাকে ‘বাকা’ (অমরত্ব) নামে অভিহিত করা হয়, তখন ইব্লীস তার আর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না (১৭:৬৬)।

★ [যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে রক্ষা না করবেন ততক্ষণ সরলসুদৃঢ় পথে যারা চলে তারাও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পায় না। কুরআন করীমে যাদেরকে ‘মাগ্যুবি আলায়হিম’ এবং ‘যাল্লান’ বলা হয়েছে তারাও ‘সিরাতে মুস্তাক্ষীমে’-ই চলতো। কিন্তু তারা প্রতারিত হয়ে বিপথগামী হয়েছে। (হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ রাবে: কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

টীকা ১৫৫ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذَا مَرْتَكَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - حَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ
حَلَقْتَهُ مِنْ طَيْبٍ ^{১৫}

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ
تَشْكِبَرْ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنْكَ مِنَ
الصَّغِيرَيْنَ ^{১৬}

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ^{১৭}

قَالَ إِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ
صَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ ^{১৮}

ثُمَّ لَأَرْتِهِمْ مِّنْ بَيْنِ آيَيْهِمْ
مِّنْ حَلَفِهِمْ وَ عَنِ ائْمَانِهِمْ وَ عَنْ
شَمَائِيلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ أَلْثَرَهُمْ شَكِيرِيْنَ ^{১৯}

১৯। তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে ধিক্ত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও।' তাদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করবে (তাদেরকে বলছি) আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব।'

২০। 'আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে^{১৫৫}-ক বসবাস কর এবং তোমরা যেখান থেকে চাও^{১৫৬} খাও। কিন্তু তোমরা কেউ এ (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের কাছে যেয়োনা না^{১৫৭}। নতুন তোমরা যালিমদের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে।'

★ ২১। কিন্তু তাদের এমন কিছু দুর্বলতা যা তাদের কাছে গোপন করা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে^{১৫৭}-ক শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো। আর সে বললো, 'তোমরা উভয়ে যাতে ফিরিশ্তা না হয়ে যাও অথবা অমর না হয়ে যাও কেবল এজন্যই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের এ বৃক্ষ হতে বারণ করেছেন।'

২২। আর সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বললো, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।'

২৩। এরপর সে এক বড় ধোঁকা দিয়ে উভয়কে পদস্থালিত করলো। এরপর তারা যখন সেই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করলো (তখন) তাদের দুর্বলতা^{১৫৮} তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

দেখুন : ক. ১৫৪৩-৪৪; ৩২৪১৪; ৩৮৪৮৬; খ. ২৪৩৮; ২০৪১১৮; গ. ২৪৩৭; ২০৪১২১; ঘ. ২৪৩৭; ২০৪১২২।

১৫৫। মানবকে প্রলুক্ত করে বিপথে পরিচালিত করার জন্য শয়তানের ভিত্তিপ্রদ ফাঁদের বিষয়টির প্রতি খেয়াল করুন।

১৫৫-ক। টীকা ৬৮ দ্রষ্টব্য।

১৫৬। এর দ্বারা বুঝা যায়, কেবল দৈহিক বা আঘিক জীবনের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া সকল বস্তু বিধিসম্মত।

১৫৭। 'নিষিদ্ধ বৃক্ষ' দ্বারা এও বুঝানো হতে পরে যে আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীকে যে আদেশ দ্বারা আল্লাহ তাআলা কোন কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বারণ করেছিলেন তা-ই ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষ। কুরআনে (১৪:২৫) ভাল কথাকে 'ভাল বৃক্ষের' সাথে এবং মন্দ কথাকে 'মন্দ বৃক্ষের' সাথে তুলনা করা হয়েছে (১৪:২৭)।

১৫৭-ক। যখন অসৎ চিন্তা মানুষকে চূড়ান্ত ধৰ্মসের দিকে পরিচালিত করে তখন তা তার দুর্বলতাগুলোকেও তার কাছে প্রকাশিত করে থাকে।

যে স্থানে হ্যরত আদম (আঃ)কে বাস করতে বলা হয়েছিল 'কুরআন করীমে' তাকে রূপকভাবে 'জান্নাত' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব পরবর্তী বর্ণনাতেও উক্ত 'রূপক অর্থ' ব্যবহৃত হয়েছে এবং হ্যরত আদম (আঃ) কেও যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছিল, উক্ত বৃক্ষ ছিল কোন বংশ বা গোত্র যার লোকদের নিকট থেকে তাঁকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছিল। কারণ সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর শক্তি ছিল এবং তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতো।

১৫৮। 'সাওয়াতুন' অর্থ যে কোন মন্দ, অশুভ, অসাধু, অনুচিত বা জঘন্য কথা বা অভ্যাস বা কর্ম যা লোকে গোপন রাখতে পছন্দ করে অথবা লজ্জা, নগ্নতা (লেইন)। সাওয়াতুন শব্দ এখানে 'দুর্বলতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কোন মানুষের নগ্নতা তার নিজের কাছে গোপন নয়। বস্তুত হ্যরত আদম (আঃ) এর বিশেষ কোন দুর্বলতা তাঁর কাছে অজানা ছিল এবং তাঁর শক্তিরা যখন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিরাপদ অবস্থা থেকে বিচ্ছুত করে বসলো তখনই তিনি তাঁর দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা তখনই তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন সে চাপে পড়ে অথবা যখন সে প্রোচনায় পড়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এমনটিই ঘটেছিল। যখন হ্যরত আদম (আঃ)কে শয়তান প্রতারিত করেছিল তখনই তিনি তাঁর কিছু স্বাভাবিক

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ أخْرُجْ هِنَّا مَذْءُونًا مَذْحُورًا لَمَنْ
تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ^(১)

وَبِآدَمْ أَشْكَنَ آتَتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ^(২)

فَوَسَوَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِيُبَهِّيَ لَهُمَا مَا
وَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْا تِهِمَّا وَقَالَ مَا
نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَلِيلِينَ^(৩)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحَّيْنَ^(৪)

فَدَلَّتْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا دَأَقَ الشَّجَرَةَ
بَدَّتْ لَهُمَا سَوَا تِهِمَّا طِيقًا يَخْصِفِينَ

আর তারা উভয়ে জানাতের কিছু পাতা^{৯৫} দিয়ে নিজেদের ঢাকতে লাগলো । আর তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ডেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছ সম্পর্কে বারণ করিনি এবং বলিনি, ‘কনিষ্ঠয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শক্ত?’

২৪। তারা উভয়ে বললো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিষ্ঠয় আমরা নিজেদের^{৯৬} ওপর অবিচার করেছি । আর তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে এবং আমাদের ওপর কৃপা না করলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’

২৫। তিনি বললেন, ‘তোমরা সবাই (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও^{৯৭}। (এখন থেকে) তোমাদের একদল আরেক দলের শক্ত হবে । আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে এক সাময়িক আবাসস্থল এবং কিছুকালের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপকরণ।’

দেখুন ৪: ক. ২১১৬৯; ২০১; ৬১১৪৩; ১২৪৬; ২০১১১৮; ২৮১১৬; ৩৫৪৭; ৩৬৪৬১; খ. ২৪৩৮; গ. ২৪৩৭; ২০১২৪।

দুর্বলতা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন । কুরআন করীম এ কথা বলে না যে হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীর দুর্বলতা অন্যান্য লোকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, বরং তাঁরা নিজেরাই কেবল সেগুলো সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিলেন ।

৯৫। ‘ওয়ারাক’ এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুর উৎকষ্ট ও তাজা অবস্থা, কোন সম্প্রদায়ের কিশোর, তরংগদল (লিসান) । এর মর্মার্থ হলো, যখন শয়তান হযরত আদম (আঃ) এর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতভেদে ও বিভেদে সৃষ্টি করাতে কৃতকার্য হলো এবং তার কিছু সংখ্যক সদস্য দল ত্যাগ করে গেল, তিনি জানাত (বাগান) এর ‘আওরাক’ (পত্র বা পাতা)কে অর্থাৎ তরংগদেরকে সংঘবদ্ধ করলেন এবং তাদের সহায়তায় তাঁর লোকদেরকে পুনঃ একত্বাবন্ধ এবং পুনর্গঠিত করতে আরম্ভ করলেন । সাধারণত তরংগ সম্প্রদায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকে । ফলে তারা আল্লাহ তাআলার নবীকে মান্য করে এবং সাহায্য করে থাকে (১০৪৮) । কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি আদম (আঃ) এর অনুগত হতে অঙ্গীকার করেছিল তাকে ‘ইব্লীস’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । অর্থ যে ব্যক্তি তাঁকে প্রলুক্ত করেছিল তাকে ‘শয়তান’ বলা হয়েছে । এ পার্থক্য কেবল ব্যাখ্যাধীন আয়াতেই দেখা যায় না, বরং এটা কুরআনের সংশ্লিষ্ট সকল আয়াতে দেখা যায় । এতে প্রতিপন্থ হয় যে উক্ত বিবরণে উল্লেখিত ‘ইব্লীস’ এবং ‘শয়তান’ দুটি ভিন্ন ব্যক্তিসম্মত । প্রকৃতপক্ষে ‘শয়তান’ শব্দ কেবল অসৎ আঞ্চাকেই বুঝায় না, অধিকত্ত্ব সেইসব মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যারা তাদের অসৎকর্ম এবং প্রকৃতির কারণে রক্তমাংসের গঠিত দেহযুক্ত শয়তানরূপে যেন মৃত হয়ে উঠে । হযরত আদম (আঃ)কে যে শয়তান প্রলুক্ত করেছিল এবং তাঁর পদস্থানের কারণ ঘটিয়েছিল সে কোন অদৃশ্য অসৎ আঞ্চা ছিল না, বরং মানুষের মধ্য থেকেই রক্ত-মাংসের এক কুটিল অসৎ ব্যক্তি ছিল । এক পাপিত্ত শয়তানের বিহিত্প্রকাশও ইব্লীসের প্রতিনিধি । সে সেই গোত্রের একজন ছিল, যার নিকট থেকে দূরে থাকার জন্য আদম (আঃ) কে আদশে দেয়া হয়েছিল । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তির নাম ছিল ‘হারিস’ (তিরমিয়ী, কিতাবুত্ত তফসীর) । এথেকে আরো প্রতিপন্থ হয়, সে জড়দেহী মানুষ ছিল, কোন অশুভ শক্তি ছিল না ।

৯৬০। আদম (আঃ) শীঘ্ৰই তাঁর অনবধানজনিত ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুত্ত হয়ে অতি দ্রুত আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলেন । প্রকৃত ঘটনা-হযরত আদম (আঃ) এর ভুলটি এ ছিল যে তিনি মানুষরূপী শয়তানকে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও আল্লাহ তাআলা এ লোকের সম্পর্কে তাঁকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ।

৯৬১। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়, আদম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি থেকে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন । কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের মধ্যে শক্ততা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল । আরো বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)কে যে ‘উদ্যান’ ত্যাগ করতে হকুম দিয়েছিলেন তা বেহেশ্ত ছিল না । সম্ভবত হযরত আদম (আঃ) তাঁর মাতুভূমি মেসোপটেমিয়া থেকে হিজরত করে কোন পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়েছিলেন । এ দেশাস্তর সম্ভবত অস্থায়ী ছিল এবং তিনি কিছু সময় পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । অবশ্য ‘সাময়িক’

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَأَقْلَلْتُكُمَا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِكُمَا عَدُوٌّ
مُّبِينٌ^(১)

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ^(২)

قَالَ اهْبِطُوا بِعَصْكُهُ لِبَعْضِ عَدُوٍّ وَ
لِكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرٌ وَمَنَاءٌ إِلَى
جِئْنِ^(৩)

২৬। তিনি (আরো) বললেন, ‘এখানেই তোমরা জীবনযাপন
করবে, এখানেই তোমরা মারা যাবে এবং এখান থেকেই
[১৫] তোমাদের বের করে আনা হবে’^{১৬২}।

২৭। হে আদমসত্তান! আমরা তোমাদের জন্য নিশ্চয় এমন
পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের দুর্বলতা ঢাকে এবং যা
(তোমাদের) সৌন্দর্যের কারণও হয়। আর তাকওয়ার
পোশাক^{১৬৩}! এ-ই হলো সর্বোত্তম (পোশাক)। এ হলো
আল্লাহর আয়াতসমূহের একটি যেন তারা (এ থেকে) উপদেশ
গ্রহণ করে।

২৮। হে আদমসত্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে পরীক্ষায় না
ফেলে দেয় যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে
বের করে দিয়েছিল। সে তাদের দুর্বলতা দেখিয়ে দেয়ার
উদ্দেশ্যে তাদের পোশাক কেড়ে নিয়েছিল। নিশ্চয় সে ও তার
দলবল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে যেখান থেকে
তোমরা তাদের দেখ না^{১৬৪}। যারা সুমান আনে না নিশ্চয়
‘আমরা শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি।

২৯। আর তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তারা
বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ (কাজ করতেই)
দেখতে পেয়েছি। আর আল্লাহই আমাদেরকে এর আদেশ
দিয়েছেন।’ তুমি বল, “‘আল্লাহ কখনো অশ্লীল (কাজের)
আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ
যা তোমরা জান না?’

দেখুন ৪ ক. ২০৪৫৬; ৭১৪১৮-১৯; খ. ২৪২৫৮; ৩৪১৭৬; ১৬৪১০১ গ. ১৬৪৯১।

শৰ্টটি অস্থায়ী দেশান্তরের একটা অস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। ভবিষ্যতে সাবধান থাকার জন্য এ আয়াতে আদম (আঃ) কে সতর্ক করে
দেয়া হয়। কারণ এটাই তাঁর জন্মভূমি ছিল যেখানে তাঁকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়েছিল।

৯৬২। সাধারণ অর্থে এ আয়াতের ইংগিত হচ্ছে, কোন মানুষ এ জড়দেহে আকাশে উঠতে পারে না। মানবকে অবশ্যই এ পৃথিবীতে
বাঁচতে হবে আর এ পৃথিবীতেই তাকে মরতে হবে।

৯৬৩। এটা ধার্মিকতার অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক ছিল যা দিয়ে হ্যরত আদম (আঃ) ‘জান্নাতে’ তাঁর ‘নগ্নতা’ বা দুর্বলতা ঢেকেছিলেন।

৯৬৪। মন্দ বা অসৎ আল্লা যা শয়তানকুপে আখ্যায়িত এবং তার মত যারা তারা সাধারণত দৃষ্টির আড়ালে থাকে। তারা অদৃশ্যভাবে
তাদের প্রভাব খাটায় এবং মানুষের গুপ্ত দুর্বলতাসমূহ খুঁজে বেড়ায় যাতে তাকে কৃপথে দৃঢ়কৃপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আল্লাহ
তাআলা শয়তানকে মানবের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগ্রামে নিয়োজিত তাতে
অস্তরায় সৃষ্টি করাই শয়তানের কাজ। এ বাধার অর্থ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া নয়, বরং এর উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিযোগিতায় অধিকতর
সতর্কতার সঙ্গে প্রতিযোগীকে তাদের প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ তেজোদীপ্ত করে তোলা। এসব প্রতিবন্ধকতায় যে সব অসাবধান ও অমনোযোগী
ব্যক্তি হোঁচট খায় এবং হেরে যায় তারা নিজেরাই দোষী। কিন্তু যে বা যারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের পথে বিঘ্ন
সৃষ্টি করে তারা দোষী নয়।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ
مِنْهَا يُخْرَجُونَ^{১৬৫}

يَبْرَئِي أَدَمَ قَذَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا يُبَوِّأ رِيْسُوا تِكْمَهْ رِيْسَادَه
لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ
مِنْ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ^{১৬৬}

يَبْرَئِي أَدَمَ لَا يَقْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا
أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ
عَنْهُمْ كَلِبَاسَهُمْ كَلِبِرِيْهِمَا سَوْأَتِهِمَا
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيَّتِ
لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَنَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ^{১৬৭}

وَإِذَا فَعَلُوا فَاجْشَهَهُ قَاتِلُوا وَجَدَنَا
عَلَيْهِمَا أَبْيَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهِمَاءْ قُلْ رَانَ
اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{১৬৮}

৩০। তুমি বল, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক ক্ষণ্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়েছেন’। আর (এ আদেশও দিয়েছেন) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহর দিকে) নিবন্ধ^{৯৬৫} কর এবং আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) ফিরে যাবে^{৯৬৬}।

قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِإِلْقَسِطِ تَ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لِهِ الرِّئَنَ هَكَمَّا بَدَأَ كُمْ
تَعْوِدُ دُونَ^⑤

৩১। ^খএকদলকে তিনি হেদায়াত দিয়েছেন এবং আরেকটি দলের জন্য পথভূষিত অবধারিত করেছেন। নিচয় এরাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদের বন্ধুরাপে গ্রহণ করেছে এবং এরা নিজেদের হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করে।

فَرِيقًا هَذِي وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ
الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَنَ
آذِيَاءً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ^⑥

৩২। হে আদমসত্তান! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজ সৌন্দর্য^{৯৬৭} (অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক) সাথে নিও এবং আহার করো ও পান করো, তবে তোমরা ^গবাড়াবাড়ি করো না। নিচয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

يَا بَنِي آدَمَ حُذِّرُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَ كُلُّوَا وَ اشْرَبُوَا لَا تُشْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^⑦

৩৩। তুমি জিজেস কর, ‘আল্লাহর (সৃষ্টি) সৌন্দর্য ও রিয়কের মাঝ থেকে ^খপবিত্র বস্তুগুলো কে হারাম করেছে যা তিনি তাঁর বাসাদের জন্য সৃষ্টি^{৯৬৮} করেছেন?’ তুমি বল, ‘যারা ঈমান এনেছে ইহকালেও এসব তাদের জন্য (এবং) কিয়ামত দিবসেও (এ সব কিছু) বিশেষভাবে (তাদের) জন্য হবে। এভাবেই আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নির্দশনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ وَالَّتِيْ أَخْرَجَ
لِعِبَادَةِ وَالْطَّيَبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فَلْ هِيَ
لِلَّذِينَ أَمْنَوْا فِي الْحَيَاةِ وَالْدُّنْيَا خَالِصَةٌ
بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^⑧

দেখুন : ক.৪:৫৯; ১৬:৯১; ৫৭:২৬; খ. ১৬:৩৭; ২২:১৯; গ. ১৭:২৮; ২৫:৬৮; ঘ. ২১:৬৯,১৭৩; ২৩:৫২।

৯৬৫। যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমানেরা মসজিদে যেতে থাকে তখন সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে নিবন্ধ করা উচিত। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে যে ওয়ু করা হয় তা মুম্বিনের সকল ধ্যান আল্লাহর দিকে মনোনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রার্থনা করার জন্য তাকে সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে।

৯৬৬। ‘তিনি যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে তোমরা (মৃত্যুর পর তাঁর দিকেই) ফিরে যাবে—’ এর মর্মার্থ হচ্ছে, ঠিক যেভাবে আমাদের দেহ মাত্রগতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেরূপেই আমাদের আত্মা মৃত্যুর পরে ক্রমোন্তির প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবে।

৯৬৭। ভূষণ বা সুন্দর পোশাক দৈহিক অথবা আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারই হ'তে পারে। দৈহিক অর্থে মুম্বিনগণকে মসজিদে বা ইবাদতগৃহে যাওয়ার সময় যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং যথোপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছন্ন পরিধান করবার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

৯৬৮। খোদা-প্রদত্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ প্রকৃতই বিশ্বাসীদের জন্য, যদিও অবিশ্বাসী বা কাফিরেরাও ইহজীবনের সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু পারলোকিক জীবনে এসব কেবল মুম্বিনরাই উপভোগ করবে এবং কাফিররা এথেকে বঞ্চিত থাকবে।

৩৪। তুমি বলে দাও, “আমার প্রভু-প্রতিপালক কেবল অশ্লীল কাজকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনৈ হোক। আর পাপ ও অন্যায় বিদ্রোহকে এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের এমন কিছু শরীক করাকে যার অনুকূলে তিনি কোন যুক্তিপ্রমাণ অবর্তীণ করেননি (তাও তিনি হারাম করেছেন)। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের এমন কথা আরোপ করাকেও (হারাম করেছেন) যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

৩৫। আর “প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। অতএব তাদের নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারে না বা এগুতেও পারে না”^{১৩৩}।

৩৬। হে আদমসন্তান!^{১৩০} তোমাদের কাছে যখনই তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রসূল আসবে যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদেরকে) শুধুরে নিবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুষ্ক্ষিণাগ্রস্তও হবে না।

৩৭। কিন্তু “যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারবশত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তারাই আগনের অধিবাসী। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

★ ৩৮। অতএব যে মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করে তাঁর চেয়ে বড় যালেম আর কে? এরাই কিতাবে^{১১} (বর্ণিত শাস্তি) থেকে এদের নির্ধারিত অংশ পেতে থাকবে। পরিশেষে আমাদের ফিরিশ্তারা যখন এদের মৃত্যু দেয়ার জন্য এদের কাছে উপস্থিত হবে তখন তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্তারা) বলবে, “আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকতে তারা (খুন)

فُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيْ الْفَوَّاجِشَ مَا كَأَظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثْمَ وَالْبَغْيَ يَعْذِيرُ
الْحَقَّ وَأَنْ شُرِكُوا بِإِلَهٍ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ^{১৩৪}

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^{১৩৫}

يَبْيَنِيَّ أَدَمَ رَأَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
يَقْصُدُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِيَ، فَمَنْ اتَّقَى وَ
آصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَخْرَجُونَ^{১৩৬}

وَ الْزَّيْنَ كَذَّبُوا بِإِيمَنَنَا وَ اشْتَكَبُرُوا
عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ^{১৩৭}

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِإِيمَنِهِ، أُولَئِكَ بَيْنَ أَهْمَمِ
نَصِيبِهِمْ مَنْ الْكِتَبِ، حَتَّىْ إِذَا
جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّنُهُمْ، قَالُوا
آيَنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

দেখুন : ক. ৬৪১৫২; খ. ৩৪১৫২; ৭৪৭২; ২২৪৭২; গ. ১০৪৫০; ১৫৪৬; ১৬৪৬; ৩৪৪৬; ঘ. ২৪৩৯; ২০৪১২৪; ঙ. ২৪৪০; ৫৪১১,৮৭; ৬৪৫০; ৭৪৪১; ২২৪৫৮; চ. ৬৪২২; ১০৪১৮; ১১৪১৯; ৬১৪৮; ছ. ৬৪২৩; ৪০৪৭৪-৭৫।

৯৬৯। কোন জাতির শাস্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তা প্রতিহত, বিলম্বিত বা স্থগিত করা যায় না।

৯৭০। এটা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতের (যথা-৭:২৭-২৮ ও ৩২) ন্যায় এ আয়াতেও ‘হে আদম সন্তান’ সঙ্গে অঁ হ্যারত (সাঃ) এর যুগের লোকদের প্রতি এবং পরবর্তী বংশধরদের প্রতি প্রযোজ্য যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি। এ সঙ্গে সেই লোকদের প্রতি নয়, যারা দূর অতীতে বাস করতো এবং আদম (আঃ) এর অব্যবহিত পরে ছিল।

৯৭১। এ বাক্যের মর্মার্থ হলো আল্লাহ তাআলার নবীর প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পরাজয়ের এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখতে পাবে এবং আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করার ফলে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।

কোথায়?' তারা বলবে, 'আমাদের কাছ থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে'। আর এরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে 'সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় এরা ছিল অস্তীকারকারী।

৩৯। তিনি (তখন এদের) বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব জিন ও সাধারণ মানুষের দল গত হয়েছে তোমরাও তাদের সাথে আগুনে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল (এতে) প্রবেশ করবে তখনই তারা তাদের সমশ্রেণীভুক্ত দলকে অভিশাপ দিবে। অবশ্যে এরা সবাই এতে একত্র হবে। তখন এদের পরবর্তীরা^{১৭২} তাদের পূর্ববর্তীদের সমন্বে বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিপথগামী করেছিল। সুতরাং তুমি এদেরকে 'আগুনের দিগ্নণ আয়াব দাও'। তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দিগ্নণ (আয়াব)^{১৭৩} রয়েছে। কিন্তু তোমরা (তা) জান না।'

৪০। আর এদের পূর্ববর্তী দলটি তাদের পরবর্তী দলকে বলবে, 'আমাদের ওপর যেহেতু তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না, তাই তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আয়াব ভোগ কর।'

৪
[৮]
১১

★ ৪১। নিশ্চয় ^গযারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর প্রতি অহংকারসূলভ আচরণ করেছে, সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত^{১৭৪} তাদের জন্য আকাশের দুয়ারগুলো খোলা হবে না। আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৪২। ^ঘতাদের জন্য জাহানামে প্রস্তুতকৃত একটি স্থান (নির্ধারিত) হবে। আর তাদের ওপর স্তরে স্তরে (অন্ধকারের) আবরণ থাকবে। আর এভাবেই আমরা যালিমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

দেখুন ৪ ক. ১৩১; খ ৩৮৪৬২; গ. ৭৪৩৭; ঘ. ৩৯৪১৭।

৯৭২। নেতৃবন্দ ও তাদের অনুসারীরা।

৯৭৩। ব্যথা ও যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হলে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ তাআলার শাস্তি বা যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন অসহ্য হয়ে থাকে।

৯৭৪। 'জামাল এর অর্থ-উট। এর অন্য অর্থ রজু। রজুই সুতার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সূতাই সুঁচের ছিদ্রের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাআলার নির্দর্শনসমূহের প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য বেহেশ্তে প্রবেশ করা সম্ভব নয় (মথিঃ ১৯৪২৪)।

اللَّهُ هُوَ الْمَالُو صَلَوَا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارِينَ^{১৩}

قَالَ اذْخُلُوا فِيْ أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ فِي الْتَّارِيْخِ
كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتُهَا حَتَّىٰ إِذَا
ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَاتَلَتْ أُخْرَاهُمْ
لَا وَلِهُمْ رَبَّنَا هُوَ لَاءُ آضَلُّنَا فَأَتَاهُمْ
عَذَابًا ضَعِيفًا مِنْ النَّارِ هُوَ قَالَ لِكُلِّ
ضَعِيفٍ وَلِكُنْ لَا تَعْلَمُونَ^{১৪}

وَقَاتَلَتْ أُولُهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ^{১৫}

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَنْهَا لَا تُفْتَنُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْجُوَ الْجَمَلُ فِي سَرَّ
الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ^{১৬}

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَّاثٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ^{১৭}

৪৩। আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমরা (তাদের) কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বার অর্পণ করি না^{৭৫}। এরাই জানাতী। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।

৪৪। আর আমরা^{৭৬} তাদের অন্তরের সব বিদ্বেষ^{৭৭} বের করে ফেলবো। তাদের নিয়ন্ত্রণে^{৭৮} নদনদী বয়ে যাবে। আর তারা বলবে, ‘সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এখানে পৌছানোর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন আমরা কখনো হেদায়াত পেতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলরা সত্য নিয়ে এসেছিল।’ আর তাদের ডেকে বলা হবে, ‘এ হলো সেই জানাত, তোমাদের কৃতকর্মের দরুণ যার উত্তরাধিকারী তোমাদের করা^{৭৯} হলো।’

৪৫। আর জানাতীরা জাহানামীদের ডেকে বলবে, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্যে পরিণত হতে দেখেছ?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ।’ তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে উচ্চস্থরে ঘোষণা করবে, ‘আল্লাহর অভিসম্পাত যালেমদের ওপর,

৪৬। ^১যারা (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে নিযুক্ত রাখতো, এ (পথকে) বক্ররূপে (দেখতে) চাইতে^{৭১} এবং পরকালকেও অস্বীকার করতো।’

৪৭। আর এ উভয় (দলের) মাঝে একটি প্রতিবন্ধক থাকবে এবং ‘আ'রাফে’^{৭২} (অর্থাৎ উচ্ছ্বাসে) এমন কিছু লোক থাকবে, যারা সবাইকে তাদের লক্ষণাবলী দেখে চিনতে

দেখুন : ক. ২৪২৩৪, ২৮৭; ৬১৫৩; ৭৪৪৩; ২৩৪৬৩ ; খ. ১৫৪৪৮ ; গ. ২৪২৬ ; ঘ. ১০৪১১; ৩৯৪৭৫ ; ঙ. ৭৪৮৭; ১১৪২০; ১৪৪৪; ১৬৪৮৯।

৯৭৫। ‘আমরা (তাদের) কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বার অর্পণ করি না’ বাক্যাংশটিতে খৃষ্টান ধর্মের যে মতবাদ -পাপ মানুষের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল তা থেকে বেঁচে থাকা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত- তা খড়ন করা হয়েছে।

৯৭৬। অকৃতপক্ষে জানাতী জীবন হইজগতেই আরঙ্গ হয় (৫৫৪৪) এবং যার অন্তর শক্রতা, হিংসা, দৰ্যা, বিদ্বেষ এবং মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত সে তা উপভোগ করে থাকে।

৯৭৭। এ উক্তির মর্যাদা, দৃষ্টতকারীরা সত্য ধর্মকে কল্পিত করতে ইচ্ছা করে। তারা নিজেরাই শুধু অসাধু বা বক্র নয়, অন্যদেরকেও তাদের মত দুষ্ট বানাতে চায়, এমনকি ধর্মের শিক্ষাকে অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা পরিবর্তন করে বিকৃত করতে পথ খুঁজে বেড়ায়।

৯৭৮। ‘আ'রাফ’ বহুবচন, একবচনে ‘উরফ’ অর্থ-উন্নত বা ‘মর্যাদা-পূর্ণ স্থান’। “আ'রাফা আলাল কাওম” অর্থাৎ সে তাদের পরিচিত বিধায় সে তাদের ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাধায়ক ছিল বা হলো। বিশিষ্ট সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا لَا وَسْعَهَا إِذَا لَيْلَكَ أَصْحَبُ
الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^{৭০}

وَتَرَغَّبَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِيلٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَلَّا تَهْرُهُ وَقَالُوا
الْحَمْدُ يَلِهِ الَّذِي هَذِهِ سَنَا لِهِذَا شَوَّ
مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَذِهِ سَنَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتِ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ
نُؤْدُ وَأَنَّ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُولَئِكُمْ هَا
بِمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ^{৭১}

وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
آنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدَنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَنَّ مُؤْذِنَنْ بَيْنَهُمْ أَنَّ
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ^{৭২}

الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
يَبْغُونَهَا عَوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
كُفَرُونَ^{৭৩}

وَبَيْنَهُمْ مَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَغْرَافِ
رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ بِسِيمْهُمْ وَنَادَوْا

পারবে। আর তারা জান্নাতীদের ডেকে বলবে, ‘তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক’, তারা যদিও তখনো এ (জান্নাতে) প্রবেশ করেন^{১৭৯} কিন্তু তারা এ (জান্নাতে প্রবেশের) প্রত্যাশা করবে।

৪৮। আর তাদের দৃষ্টি যখন জাহানামীদের দিকে ফিরানো হবে তখন তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! ^{১৮০} তুমি আমাদেরকে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।’

৪৯। আর আ'রাফে অবস্থানকারীরা (জাহানামী) কিছু লোককে, যাদেরকে তারা তাদের লক্ষণাবলী দেখে চিনবে,^{১৮১} ডেকে বলবে, ‘তোমাদের দল এবং যা নিয়ে তোমরা অহংকার করতে তা তোমাদের কোন কাজে এল না’।

৫০। (আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের প্রতি ইঙ্গিত করে জাহানামীদেরকে আরো বলবে) “তোমরা কি এদেরই^{১৮২} সম্বন্ধে কসম খেয়ে বলতে, ‘আল্লাহ্ কখনো এদের প্রতি দয়া করবেন না’? (আল্লাহ্ জান্নাত প্রত্যাশীদের বলবেন) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।’

দেখুন : ক. ২৩ঃ৯৫ ;

সাধারণত উচ্চ এবং উন্নত স্থানে উপবিষ্ট করানো হয়ে থাকে। হযরত হাসান এবং মুজাহিদ (রঃ) এর মতানুসারে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই মুমিনদের মধ্যে সেরা, বাছাই-করা এবং উচ্চ মার্গের জ্ঞানী বুয়ুর্গ। কিরমানীর মতে তাঁরা শাহাদত বরণকারী। অন্যান্য অনেকে মনে করেন, তারা হবেন নবী এবং এটাই সর্বতোভাবে সঠিক বলে মনে হয়। উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কেবল উৎকৃষ্টতর ধারণাই রাখবেন না, অধিকস্তু সশান্তিত এবং উচ্চ মর্যাদপূর্ণ অবস্থানে থাকার কারণে তাঁরা অধিকতর ওয়াকিফহালও হবেন। প্রত্যেককে দেখেই তাঁরা তাঁর পদব্যাদা, স্তর বা অবস্থান বুবাতে পারবেন। এটা একটি ভূল ধারণা যে আ'রাফে আসীন বা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মাঝারি বা মধ্যম শ্রেণী ও মর্যাদার লোক হবেন যাদের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি, যেন তাদের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এরূপ অর্থাৎ মধ্যবর্তী লোকদেরকে উচ্চ স্থানে আসীন করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। কেননা সেক্ষেত্রে শহীদ এবং নবীগণ নিম্নস্তরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৯৭৯। এ শব্দগুলো ভাবী জান্নাতবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করছে যারা তখনো তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেননি, কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন বলে আশা করতে থাকবেন। উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে চিনতে পারবেন, যদিও সেইসব লোক তখনো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেননি।

৯৮০। ‘আ'রাফে অবস্থানকারীরা’ অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কোন কোন লোককে বিশেষ চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং তাদেরকে ডেকে বলবেন, এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই তাঁদের বিরুদ্ধাচারণের দুঃখময় পরিণতি উপলক্ষ করতে পেরেছে।

৯৮১। ‘এদেরই’ দ্বারা শব্দটি জান্নাতের ভাবী অধিবাসীবন্দকে বুঝাচ্ছে। নবীগণ দোয়খবাসীদেরকে সম্মোধন করে বলবেন, তোমরা বেহেশ্তের ভাবী অধিবাসীদের প্রতি তাকাও যাদেরকে তোমরা দরিদ্র মুমিন বলে হাসি ঠাট্টা করতে ও ঘৃণা করতে। এরপর নবীগণ দোয়খবাসীদের বলবেন, ‘এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা কসম খেয়ে বলতে, ‘আল্লাহ্ কখনো এদের প্রতি দয়া করবেন না?’

أَصْحَبَ الْجَنَّةَ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ^(১)

وَإِذَا صِرَفْتَ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَبِ
النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَمْ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّلِيمِينَ ^(২)

وَنَادَى أَصْحَبُ الْأَغْرَافِ رِجَالًا
يَعْرُفُونَهُمْ بِسِينِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَشْتَكِيْرُونَ ^(৩)

أَهُوَ لَأَنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ
اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا إِنْتُمْ تَحْزَنُونَ ^(৪)

৫১। আর জাহানামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, ‘আমাদের দিকে কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের আরো যা দিয়েছেন তা থেকে (কিছু দাও)’। তারা বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ এ দুটোই কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

৫২। ^كযারা নিজেদের ধর্মকে আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক^{১৮২} বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিবজীবন তাদের প্রতারিত করেছিল।’ (আল্লাহ বলবেন) ‘অতএব আজ ^كআমরা তাদের ভুলে যাব যেভাবে তারা (আমার সাথে) তাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) ভুলে বসেছিল এবং তারা আমাদের আয়াতসমূহ জিদবশত অঙ্গীকার করতো (বলেও আমরা তাদের ভুলে যাব)।

৫৩। আর নিশ্চয় ^كআমরা তাদেরকে এমন এক কিতাব দিয়েছিলাম, যা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমতরূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলাম।

৫৪। ^كতারা কি কেবল এ (কিতাবে বর্ণিত বিষয়াদি) স্বরূপে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে^{১৮৩}? যারা ইতোপূর্বে এ (কিতাব)কে ভুলে বসেছিল এর স্বরূপ প্রকাশিত হবার দিন তারা বলবে, ‘নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলরা সত্য (শিক্ষা) নিয়ে এসেছিল। অতএব আমাদের জন্য সুপারিশ করার মত কি কোন সুপারিশকারী আছে? অথবা আমরা যা করতাম এর স্থলে (পুণ্য) কাজ করার জন্য আমাদের ^كফেরৎ পাঠানো যায় কি?’ নিশ্চয় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর তারা যেসব মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

[৬] ১৩

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ
أَنْ أَفْيَضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقْنَا لَهُمْ إِنَّمَا قَاتَلُوكُمُ اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا
عَلَى الْكُفَّارِينَ^{১৮১}

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَ
غَرَّ تَهْمُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِنَّمَا يَوْمَ
نَسْلُهُمْ كَمَا نَسْلُو إِلَيْهِمْ يَوْمَهُمْ
هَذَا وَمَا كَانُوا بِإِيمَانِنَا يَجْحَدُونَ^{১৮২}

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّيْنَاهُ عَلَى
عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{১৮৩}

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ
يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ
مِنْ قَبْلٍ قَدْ جَاءَ شُرُكَانُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَا إِذَا
نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَهُ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ^{১৮৪}

দেখুন : ক. ৫৪৫৮; ৬৪৭১; খ. ৪৫৪৩৫; গ. ৬৪১১৫; ১০৪৫৮; ১২৪১১২; ১৬৪৯০; ২৯৪৫২; ঘ. ২৪২১১; ৬৪১৫৯; ঙ. ২৬৪১০৩; ৩৫৪৩৮; ৩৯৪৫৯।

১৮২। কাফিরদের অন্তরে ‘ইসলাম’-এর সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় জনোহিল। কিন্তু যেহেতু তারা ধর্মকে তামাশা ও অবসর বিনোদনরূপে গণ্য করেছিল এবং তারা যুক্তির নির্দেশ এবং বিবেকের বাণীর প্রতি গুরুত্ব দেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে উপেক্ষা করবেন। কেননা তারা বিশ্বাস করতে অঙ্গীকার করেছিল যে কখনো তাদেরকে স্রষ্টার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁর সমীপে তাদের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।

১৮৩। অর্থ-সংগতির সুবিধার্থে এখানে ‘তাবিল’ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ‘স্বরূপে প্রকাশিত’। বিস্তারিত জানার জন্য ৩৭২ টাকা দ্রষ্টব্য।

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন সেই *আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী^{১৮৪} ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে^{১৮৫} সুপ্রতিষ্ঠিত^{১৮৬} হয়েছেন। *তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন যা একে দ্রুত অনুসরণ করছে। আর (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি যেগুলো তাঁরই আদেশে সেবায় নিয়োজিত। শুন, সৃষ্টি ও শাসন^{১৮৭} করা তাঁরই কাজ। (অতএব) আল্লাহই পরম কল্যাণময় সাব্যস্ত হলেন, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تَدْعِيَشِي الْأَيْلَ اللَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيقًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرًا بِإِمْرِهِ أَكَّلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ

দেখুন ৪ ক. ১০৪৪; ১১৪৮; ২৫৪৬০; ৩২৪৫; ৪১৪১০-১৩; ৫০৪৩৯; ৫৭৪৫; খ. ১৩৪৪; ৩৬৪৩৮।

৯৮৪। ‘আইয়াম’ বচ্চবচন, একবচনে ‘ইয়াওম’ অর্থ- চিরকালীন সময় (১৪৪), অথবা এর দ্বারা কোন জিনিষের পরিবর্ধন বা পরিগতির অনিদিষ্ট সময়ের পর্যায়ক্রমিক স্তর বুঝায়। এ সময়ের দৈর্ঘ্য, ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্বের পরিমাণ আন্দাজ করা বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। এটা হতে পারে ‘এক হাজার বৎসর’ (২২৪৮), অথবা ‘পঞ্চাশ হাজার বৎসর’ (৭০৪৫)। কিন্তু ‘ইয়াওম’ শব্দ এখানে অথবা কুরআনে অন্য কোন আয়াতে নিশ্চিতরাপেই পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখা বা মেরুরেখার উপর আবর্তনের হিসাবে স্থিরীকৃত ২৪ ঘন্টার সময়ের পরিধি বুঝায় না। আল্লাহ তাআলা তাঁর দিনসমূহের সীমা, আয়তন, বিস্তার, ব্যাপ্তি এবং সীমারেখা আমাদের নিকট প্রকাশ করেননি। আল্লাহ তাআলার দিনসমূহের মধ্যে কোন কোনটি যদি হাজার বছর ব্যাপী দীর্ঘ হয় এবং অন্য কোন কোনটি পঞ্চাশ হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত হয় তাহলে তাঁর অন্যান্য দিন এমনো হতে পারে যা লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লেগেছে। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী হ্যরত মুহাম্মদুন্নাই-ইবনে-আরাবী (রাঃ) এর এক কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত করে। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই ‘ছয় দিন’ এর দৈর্ঘ্য বা সীমারেখা স্থির করতে পারি না কত সময় বা কালের মধ্যে এ পৃথিবী এবং আকাশসমূহের সৃষ্টি পূর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। কোন পরিবর্তনে হাজার বছর লেগে যায়, কোনটিতে পঞ্চাশ হাজার বছর, আবার অন্য কোন কোনটিতে তা থেকেও দীর্ঘতর সময় লাগে। আমরা কেবল এটা বলতে পারি যে পৃথিবী এবং আকাশসমূহের পরিপূর্ণ ও ক্রটিহীন রূপ পরিষ্ঠিত করার জন্য ছয়টি অতি সুদীর্ঘ আর্বতনশীল কালক্রম লেগেছিল।

৯৮৫। ‘আল-আরশ’ অর্থ- সিংহাসন। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সর্বোৎকৃষ্ট ঐশী ও সর্বাতিক্রান্ত (সিফ্তে তানফিহিয়াত) এর প্রতি নির্দেশ করে, অর্থাৎ এহেন গুণ বা সিফত অন্য দ্বিতীয় কোন সত্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুরা ইখলাসের মধ্যে উল্লেখিত আল্লাহ তাআলার গুণ চারটি সর্বোত্তম অলৌকিক ও অতিক্রান্ত গুণাবলী। এ সিফ্তসমূহ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল। আল্লাহ তাআলার অন্য গুণগুলো সদৃশাত্মক (সীফ্তে তাশবিহিয়াত) অর্থাৎ এরূপ গুণসমূহের কম-বেশি বা অধিক বিশেষ অন্য সত্তার মধ্যেও দেখা যায়। পরে উল্লেখিত সীফ্তসমূহ ‘আরশ’ এর বহনকারী বলে অভিহিত হয়। এগুলো হচ্ছে ‘রবুল আলামীন’, ‘আরু রহমান’ ‘আরু রহীম’ এবং ‘মালিক-ইয়াওমিদ্দীন’। ‘আরশ’ যে আল্লাহ তাআলার সর্বাতিক্রান্ত গুণ প্রকাশক তা ২৩৪১৭ আয়াত থেকেও সুপ্রস্ত, যার মাঝে এটা প্রতিপন্থ হয়েছে যে ‘আল্লাহ তাআলার একত্ব’ এবং ‘তাঁর ‘আরশ’ ও তপ্তোত্তোভাবে সম্পৃক্ত। কারণ এটি সর্বাতিক্রান্ত গুণ বা সিফত, যা ঐশী একত্বের প্রকৃত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ তাআলার অন্যান্য সীফ্তসমূহের বিভিন্ন পরিমাণে মানুষের মধ্যেও প্রকাশ বা প্রতিফলন ঘটে থাকে। ‘আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন’ শব্দগুলির মর্মার্থ হচ্ছে, জড়জগত সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলার অতিক্রান্ত সীফ্তসমূহ এবং তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ গুণগুলো কার্যকর হলো এবং বিশেষ সকল বিষয় নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাবীন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে আরম্ভ করলো এবং সম্পূর্ণরূপে নিপুণ ও নির্ভুলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে গেল। আরও দেখুন, ‘The larger Edition of the commentary’-পৃষ্ঠা ৯৭৩-৯৭৬।

৯৮৬। ৫৪ নং টীকা দেখুন।

৯৮৭। ‘খালক’ (সৃষ্টি) এবং ‘আমর’ (আদেশ বা হস্তুম) এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাধারণত পূর্ব থেকেই অঙ্গিত্বান রয়েছে এমন বস্তু বা পদার্থকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা অথবা পরিমিত করা ও কার্যপ্রণালীভুক্ত করা বুঝায় এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা অঙ্গিত্বান অবস্থা থেকে কোন কিছুর সত্তা শুধু ‘হও’ আদেশের বলে সৃজন করা বুঝায়। ‘সৃষ্টি’ ও শাসন করা তাঁরই কাজ’ এ বাক্যাংশের অর্থ এরূপ হতে পারে, আল্লাহ তাআলা কেবল এ বিশ্ব সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনি এর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং হস্তুম ও প্রয়োগ করেন। ‘আমর’ এর অর্থ- নিয়ম বা বিধান প্রয়োগ করাও হয়।

৫৬। *তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালককে মিনতিভরে এবং গোপনে ডেকো। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

৫৭। আর পৃথিবীতে শাস্তিশূলো^{১৮৮} প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আর তোমরা *তাঁকে ভয়ভীতি ও আশা নিয়ে ডেকো। নিশ্চয় আল্লাহর কৃপা সৎকর্মপরায়ণদের^{১৮৯} সাথে রয়েছে।

৫৮। আর *তিনিই সেই সত্তা যিনি নিজ^{১৯০} রহমত (বর্ণনের) পূর্বে বায়ুকে সুসংবাদরূপে পাঠান। অবশেষে তা যখন ঘন মেঘ বহন করে তখন আমরা একে কোন মৃত অঞ্চলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। এরপর এ থেকে আমরা পানি অবর্তীণ করি এবং এ (পানি) দিয়ে সব রকম ফলফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা মৃতদের (জীবিত করে) বের করে আনি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫৯। আর উভয় ভূমি এর প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (উভয়) ফসল উৎপন্ন করে। আর যে (ভূমি) নিকৃষ্ট তা আবর্জনা^{১৯১} ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করে না। এভাবেই আমরা সেইসব লোকের জন্য নির্দশনাবলী বিভিন্ন আঙিকে বর্ণনা করি যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

১৪
[৫]

দেখুন : ক. ৬৯৬৪; ৭১২০৬; খ. ২১৯১; ৩২৯৭; গ. ১৫৯২৩; ২৪৯৪৪; ২৫৯৪৯; ২৭৯৬৪; ৩০৯৪৭; ৩৫৯১০।

১৮৮। এ উক্তির অর্থ হলো ‘কুরআন করীম’ অবর্তীণ হওয়ার পূর্বে কফিরদের অসাধু জীবন যাপনের কিছু অজুহাত ছিল। কিন্তু যখন তাদের নিকট নিখুত ও পৃষ্ঠান্ত পথ-নির্দেশ এসে গেল তখন কোনরূপ অমঙ্গল বা বিবাদ ঘটাবার এবং পাপাচার ও অন্যায়ের মধ্যে জড়িত হবার এবং কোনরূপ শাস্তি বা ঝুঁকি ছাড়া অসৎ জীবন যাপন করার অজুহাতের অবকাশ থাকলো না। ‘ইসলাহ’ (অর্থ-বিন্যাস, যথাযথ) শব্দ সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইঁগিত করে। এটা কুরআন অবর্তীণ এবং নবী করীম (সা:) এর আবর্তাবের সাথে কামেম হয়েছিল।

১৮৯। ‘মুহসীন’ (অর্থ-সৎকর্মপরায়ণ) ‘যে ব্যক্তি সৎকর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করতে থাকে। আঁ হ্যরত (সা:) এর বিখ্যাত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ‘মুহসীন’ সেই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যে প্রকৃতই আল্লাহ তাআলাকে দেখে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে জানে আল্লাহ তাকে দেখছেন (বুখারী ও মুসলিম)।

১৯০। ‘রহমত’ শব্দ এ স্থানে বৃষ্টির প্রতি ইঁগিত করছে। জড়জগতে ঠিক যেমন বৃষ্টির পূর্বে হিমেল বাতাস অগ্রগামী দূতের কাজ করে, একইভাবে আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবী আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্কালেও মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এক প্রকার ধর্মীয় জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। অত্র আয়াতে এটাই ব্যক্ত হয়েছে যে বৃষ্টির পানি যেমন মৃত বা অনুর্বর ভূমিতে উর্বরতা বা নৃতন জীবনের সংশ্লেষণ করে বলে তাতে ফল, সব্জি এবং শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেরূপ স্বর্গীয় পানিরপী ঐশ্বী-বাণী আধ্যাত্মিক জীবন বিবর্জিত মানুষের মধ্যে নৃতন জীবনের সংশ্লেষণ করে। এ আয়াত এক প্রতিশ্রূতি দিচ্ছে যে কুরআনরপী ঐশ্বী-পানি অবতরণের ফলে বিবর্ণ, শুষ্ক, বন্ধ্যা এবং অনুর্বর আরবের মরুভূমি শীত্রাই ফলে ভরপুর বৃক্ষরাজিপূর্ণ এবং সুগন্ধী যুক্ত রাশি রাশি ফুলে সুশোভিত উদ্ভিদরাজিপূর্ণ এক বাগানে রূপান্তরিত হবে। এতে বিশ্বায়ের কিছু নেই যে আরববাসীরা হঠাৎ মানবের শিক্ষাগুরু এবং নেতৃত্বাধীন উথিত হলো, যারা এ্যাবৎ মানবতার আবর্জনাস্বরূপ পক্ষিল এবং নিকৃষ্ট অংশরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল।

১৯১। বৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভূমির প্রকৃতি ও গুণানুযায়ী ভিন্ন ফল-ফসলাদি উৎপাদন করে থাকে, তদুপ ঐশ্বী-বাণী বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রভাবাবিত করে থাকে। বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সা:) বলেছেন, তিনি প্রকার ভূমি আছেং (ক) ভাল, সমতল ভূমি যখন বৃষ্টির পনিতে সিঞ্চিত হয় তা পানি শুষে নেয় এবং উভয় গাছপালা উৎপাদন করে এবং প্রচুর ফল দিয়ে থাকে, (খ) নিম্ন এবং কঠিন বা শীলাবৎ শক্ত ভূমি বৃষ্টির পানিকে সংগৃহীত করে রাখে, কিন্তু তা শোষণ করে না এবং এ কারণে গাছ-গাছড়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে না।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَدْعُوا رَبّكُمْ تَصْرِّعًا وَخُفْيَةً إِلَهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ^{১৯২}

وَكَاتْفِسْدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِذْلَاجِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا مَارَقَ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ^{১৯৩}

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ
بَدَيْنِ رَحْمَتِهِ، حَتَّى لَا أَقْلَثَ سَحَابًا
ثَقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيْتَ فَآتَزَلَنَا
بِهِ الْمَاءُ فَآخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
الشَّمَدَاتِ، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى
لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ^{১৯৪}

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ، وَالَّذِي خَبِثَ كَمَا يُخْرِجُ إِلَّا
نَكِيدًا، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتَ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ^{১৯৫}

৬০। নিশ্চয় আমরা ^{নৃহকে}^{১৯২} তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ'র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আয়াবের আশঙ্কা করছি'।

৬১। তার জাতির ^{প্রধানরা} বললো, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে থাকতে) দেখছি'।

৬২। সে বললো, 'হে আমার জাতি! ^গআমার মাঝে কোন বিপথগামিতা নেই, বরং আমি^{১৯০} বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রসূল।

৬৩। ^গআমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌছাই এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিই। আর আমি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সেই জ্ঞান পেয়ে থাকি যা তোমরা জান না।

৬৪। ^গতোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য, তোমাদের মুন্তাকী হবার লক্ষ্যে এবং তোমাদের প্রতি কৃপা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি তোমাদেরই এক ব্যক্তির কাছে উপদেশবাণী আসাতে তোমরা কি অবাক হচ্ছ?'।

দেখুন : ক. ১১৪২৬-২৭; ২৩৪২৪; খ. ১১৪২৮; ২৩৪২৫-২৬; গ. ৭৪৬৮; ঘ. ৭৪৬৯,৮০; ৪৬৪২৪; ঙ. ৭৪৭০; ১০৪৩; ৩৮৪৫; ৫০৪৩।

কিন্তু মানুষ এবং পশু-পাখীর পানীয় জলের যোগান দিয়ে থাকে, (গ) উচু শীলাভূমি, যা বৃষ্টির পানিকে সংগ্রহ করে না, শোষণ করে না এবং উত্তিদানি উৎপাদনের এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উভয় উদ্দেশ্যে সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একইভাবে মানুষও তিনি শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন- (১) সেইসব লোক, যারা ঐশীবাণী দ্বারা শুধু নিজেরাই লাভবান হয় না, অধিকন্তু অন্যের জন্যেও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের উৎসরূপে প্রমাণিত হয়, (২) যারা ঐশীবাণী থেকে নিজেরা কোন সুফল অর্জন করে না, কিন্তু তা লাভ করে এবং অন্যদের ব্যবহারের জন্যেও তা সংরক্ষিত করে রাখে না, তারাই সেই ভূমি সদৃশ যা কোন কিছু উৎপন্ন করে না, পানি সঞ্চিত করে না, যাতে মানুষ এবং পশু-পাখি পান করতে পারে।

৯৯২। আল্লাহ'র জাতির আবির্ভাবে তাঁর জাতির মধ্যে সংঘটিত নৈতিক সংক্ষার এবং তাঁর বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর এ আয়াত দ্বারা হ্যরত নৃহ (আঃ) এর জাতি থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের আরো কোন কোন জাতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

৯৯৩। ভাস্তিতে পতিত বলে হ্যরত নৃহ (আঃ) এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা তিনি খড়ন করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য কোন স্থানে যাওয়ার সময় অপরিচিত বা ভুল পথে চলছে বলা যেতে পারে, অথবা যে পথে পূর্বে কখনো ভ্রমণ করেনি বলে পথ হারিয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু এক ব্যক্তি কোন স্থান থেকে ফেরেৎ আসার সময় একথা কীরুপে বলা যেতে পারে যে সে উক্ত স্থানের পথ চিনে না এবং কেমন করে উক্ত ব্যক্তি সেই পথ হারাতে পারে? হ্যরত নৃহ (আঃ) বলেছিলেন, তিনি ভাস্ত হতে পারেন না। কারণ তিনি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে এসেছিলেন। অতএব আল্লাহ'র তাআলার নিকটে পৌছার পথে তাঁর বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভবনাই ছিল না।

لَقَدْ أَذَّى سَلَّنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقُولُونَ إِغْبُدُوا إِنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ
عَيْرَةٌ وَرَأَيْتَ آخَافُ عَلَيْكُمْ مَذَآبَ
بَوْمٍ عَظِيمٍ^১

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^২

قَالَ يَقُولُونَ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكُرْتَ
رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ^৩

أَبِلَّعُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّي وَأَنْصَحُكُمْ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^৪

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلَى رَجُلٍ مِّثْكُمْ لَيْسَ ذَكْرُمْ
لِتَتَقْوَى وَلَعَلَّكُمْ تُذَحَّمُونَ^৫

৬৫। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের উদ্ধার করলাম। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ^{১৫} জাতি।

৬৬। আর ‘আদ (জাতি)^{১৬} কাছে তাদের ভাই হৃদকে^{১৭} (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’

৬৭। তার জাতির যারা অস্বীকার করেছিল তাদের প্রধানরা বললো, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতার (শিকার) দেখতে পাচ্ছি। আর নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।’

৬৮। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! আমি মোটেও নির্বুদ্ধিতার শিকার নই, বরং আমিতো বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রসূল।

৬৯। ‘আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী পৌছাই। আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

৭০। তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই এক ব্যক্তির কাছে এক উপদেশবাণী আসাতে তোমরা কি অবাক হচ্ছ? আর স্মরণ কর (সেই সময়কে), নুহের জাতির পর তিনি যখন তোমাদেরকে স্ত্রাভিষিক্ত^{১৮} করেছিলেন এবং বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে (সংখ্যায়) তোমাদের বাড়িয়ে^{১৯}-ক

দেখুন ৪ ক. ৭৪৭৩; ২৬৪১২০-১২১; খ. ১১৪৫১; ৪৬৪২২; গ. ৪১৪১৬ ঘ. ৭৪৬২; ঙ. ৭৪৬৩,৮০; ৪৬৪২৪; চ. ৭৪৬৪; ১০৪৩; ৩৮৪৫; ৫০৪৩ ছ. ৬৪১৬৬; ৭৪৭৫, ১৩০; ১০৪১৫।

১৯৪। একবচনে ‘আমা’, এর বহুবচন ‘আমীন’ অর্থ- উভয় চক্ষে অন্ধ, মনের দিক থেকে অন্ধ, যে ভুল করে (লেইন)।

১৯৫। বহুকাল পূর্বে ‘আদ’ নামক এক জাতি আরব দেশে বাস করতো। কোন এক সময়ে তারা বৃহত্তর আরবের অত্যন্ত উর্বর এলাকাসমূহ শাসন করতো-বিশেষভাবে ইয়েমেন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার অঞ্চলগুলো। তারাই সর্বপ্রথম জাতি, যারা কার্যত প্রায় সমগ্র আরবদেশের উপর প্রভুত্ব করতো। তারা ‘আদ-আল-উলা’ বা প্রথম ‘আদ’ নামে পরিচিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৩২৩ নং টীকা।

১৯৬। হ্যরত হৃদ (আঃ) বংশপরম্পরায় হ্যরত নুহ (আঃ) থেকে সপ্তম পুরুষ ছিলেন।

১৯৭। ‘আদ’ জাতি খুবই উন্নত এন্ড ক্ষমতাশালী ছিল।

১৯৭-ক। এ শব্দের এক মর্ম, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উত্তরসূরীকে বৃদ্ধি করেছিলেন।

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوهُ
إِلَيْتِنَا مَرَاثِئُهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ⑦

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ إِنَّ قَالَ يَقُولُ
إِنَّا بُدُّوا إِنَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ رَبٍّ
عَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقْوَنَ ⑧

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
إِنَّا نَرَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَا نَنْظُنَ
مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑨

قَالَ يَقُولُ رَبِّيَسِيْنَ بِيْ سَفَاهَةٍ وَلِكِتَيِ
رَسُوْلُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ⑩

أَبْلِغِكُمْ رَسْلِتِ رَبِّيَ وَأَنَا كُمْ نَاصِحٌ
أَمِينٌ ⑪

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى
أَجْلِ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ
جَعَلْتُكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَ
رَأَدْكُمْ فِي الْخَلْقِ بِضَطَّةً ۝ فَإِذْكُرُوا

দিয়েছিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ'র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।'

৭১। তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যেন আমরা কেবল এক-অধিতীয় আল্লাহ'রই ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করতো তাদের পরিত্যাগ করিঃ? অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখাচ্ছ তা তুমি আমাদের কাছে নিয়ে আস।'

৭২। সে বললো, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য শাস্তি ও ক্রোধ নির্ধারিত হয়ে গেছে। 'তোমরা কি আমার সাথে এমন সব নাম সম্পর্কে তর্ক করছ যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা নির্ধারণ করেছ, (অথচ) আল্লাহ' এগুলোর পক্ষে কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? অতএব তোমরা অপেক্ষা কর। আর নিশ্চয় 'আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষামানদের একজন।'

৭৩। অতএব 'আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ অনুগ্রহে উদ্বার করলাম। আর যারা আমাদের নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের নির্মূল করে দিলাম। আর তারা (মোটেও) সৈমান আনার পাত্র ছিল না।

৭৪। আর 'সামুদ^{১৯৮}' (জাতির) প্রতিও তাদের ভাই সালেহকে^{১৯৯} (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ'র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। তোমাদের জন্য 'আল্লাহ'র এ উটনী^{১০০} হলো

দেখুন : ক. ১০৪৭৯; ১১৪৬৩,৬৮ ; খ. ৩৪১৫২; ৭৪৩৪; ২২৪৭২; ৫৩৪২৪ ; গ. ১০৪২১,১০৩; ১১৪১২৩ ; ঘ. ৭৪১৬৫; ২৬৪১২০-১২১ ; ঙ. ১১৪৬২; ২৭৪৮৬ চ. ৭৪৭৮; ১১৪৬৫; ১৭৪৬০; ২৬৪১৫৬; ২৪৪২৮; ৯১৪১৮।

৯১৮। আরব দেশের পশ্চিমাঞ্চলে 'সামুদ' জাতি বসবাস করতো। তারা আদন (এডেন) থেকে উত্তর দিকে সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর সময়ের কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত তারা বসবাস করতো। 'আদ' রাজ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাদের অধিকারে ছিল। কিন্তু তারা প্রধানত পাহাড়ে বসবাস করতো।

৯১৯। হ্যরত হূদ (আঃ) এর পরে হ্যরত সালেহ (আঃ) এর আবির্ভাব এবং সম্ভবত তিনি হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সমসাময়িক নবী ছিলেন।

১০০০। সেই এলাকায় উষ্ট্রই ছিল ভ্রমণ বা যাতায়াতের জন্য প্রধান বাহন এবং হ্যরত সালেহ (আঃ) তাঁর উটনীর পিঠে চড়েই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। এ উটনীর গতি-পথে চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি বা তার কোন ক্ষতি সাধন করা সেই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শামিল, যে কাজের দায়িত্ব আল্লাহ' তাআলা হ্যরত সালেহ (আঃ) এর উপর অর্পণ করেছিলেন। উটনীর মধ্যে নিজস্ব অস্বাভাবিক বা লক্ষণীয় কিছুই ছিল না। সেটি একটি সাধারণ প্রাণীই ছিল। তার প্রতি যে পবিত্রতা বা অলংঘন্যীয়তা আরোপিত হয়েছিল তা শুধু এ জন্য যে আল্লাহ' তাআলা এটিকে তাঁর প্রেরিত নবী সালেহ (আঃ) এর পবিত্র ধার্মিকতা ও তাঁর

الْأَمْرُ لِلّهِ كُلُّهُ مُنْفِذٌ حُونَ ⑦

قَاتُلُوا أَجْئَتْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَهُدَى وَنَذَرَ
مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأَتَتْنَا بِمَا
تَعْبُدُ نَارًا ثُكْثَرٌ كُثْرَةً مِنَ الصَّدِيقِينَ ⑧

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْنِكُمْ مِنْ رَزِّكُمْ رِجْسٌ
وَغَصَبٌ وَأَتْجَادٌ لُؤْنَرِبِي فِي آشْمَاءِ
سَمَيَّتْمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ فَإِنْتَظِرُوا رَبِّي
مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ⑨

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَنِّا
وَقَطَعْنَا إِذَا بِالَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَتَنَزَّلُ
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ⑩

وَلِلَّهِ شُمُودٌ أَخَاهُمْ صِلْحًا قَالَ يَقُولُمْ
أَغْبَدُوا إِنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَنَهُ مِنْ رَزِّكُمْ هَذِهِ
نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ

এক নির্দশন। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহর যমীনে^{১০১} সে চরে খায় এবং একে কোন কষ্ট দিও না। অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক আয়ার তোমাদের জর্জরিত করবে।'

৭৫। আর (সেই সময়কে) স্মরণ কর তিনি ^كযখন আ'দ (জাতির) পরে তোমাদেরকে স্তলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন তোমরা এর সমতল ভূমিতে ^كদুর্গ তৈরী করতে এবং পাহাড় কেটে^{১০২} ঘরবাড়ী বানাতে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়িও না।

৭৬। তার জাতির যেসব নেতা^{১০৩} অহংকার করেছিল তারা দুর্বল বলে গণ্য লোকদের অর্থাৎ তাদের মাঝ থেকে ঈমান আনায়নকারীদেরকে বললো, 'তোমরা কি জান, সালেহ তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বললো, 'যে (ঐশীবাণী) দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয় এতে আমরা ঈমান আনি'।

৭৭। যারা অহংকার করেছিল তারা বললো, 'তোমরা যে (শিক্ষার) প্রতি ঈমান এনেছ আমরা নিশ্চয় (তা) অঙ্গীকার করি।'

৭৮। এরপর ^كতারা সেই উটনীর পয়ের রগ কেটে দিল, তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো এবং বললো, 'হে সালেহ! তুমি আসলেই (আল্লাহর) প্রেরিতদের

দেখুন : ক. ৬:১৬৬; ৭:৭০,১৩০; ১০:১৫; খ. ১৫:৮৩; ২৬:১৫০; গ. ৭:৭৪।

অলংঘনীয়তার প্রতীক এবং নির্দশনরূপে ঘোষণা করেছিলেন। অতএব এ উষ্ট্রীর কোন অনিষ্ট সাধন করা হ্যরত সালেহ (আঃ) এর নিজের ক্ষতি সাধন করা এবং তাঁর মিশনের বিরুদ্ধাচরণ করারই শামিল ছিল।

১০০১। এর অর্থ এটা নয় যে তাকে (উষ্ট্রীকে) যে কোন জমিতে চরে খেতে দেয়া হোক। এর মর্মার্থ হলো উষ্ট্রীর যাতায়াতে কোন বাধা সৃষ্টি না করা এবং হ্যরত সালেহ (আঃ) যেখানেই যেতে চাইবেন সেই স্থানে যাওয়ার জন্য উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া বুরায়। আল্লাহর নবী সালেহ (আঃ) কর্তৃক তাঁর উষ্ট্রীর অবাধ গতিবিধি সম্পর্কে ঘোষণা আরবের প্রাচীন সম্মানিত প্রথার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০০২। এ কথাগুলো উক্ত জাতির শীতকালীন আবাস-স্থলের প্রতি ইঙ্গিত করছে। একই সময়ে 'ঘর-বাড়ী বানাতে' বজ্জ্ব্যটি পর্বতাঞ্চলে তাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ। 'সামুদ' খুব অধ্যবসায়ী, দক্ষ ও তৎপর, সম্পদশালী এবং কৃষিবান সভ্য জাতি ছিল। তাদের সময়ে তারা বিলাসবহুল ও আরাম-আয়াশ পূর্ণ জীবন যাপন করতো, গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে এবং শীতকালে সমতল ভূমিতে বসবাস করতো।

১০০৩। 'মালা আহ' অর্থ-সে এটা পূর্ণ করেছিল। 'মালা আল্ কওম' অর্থ জাতির প্রধানগণ, তাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (আকরাব)। তারা এরপ আখ্যায়িত হওয়ার কারণ তাদের উপস্থিতি দ্বারা সভা-সমাবেশ পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হতো।

فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
فَيَا حُنَّدَ كُمْ عَذَابَ الْيَمِّ^{১০৩}

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَهُمْ خَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَّبَوَّأَ كُمْ فِي الْأَرْضِ شَتَّى ذُونَ
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
بُيُوتًا ۚ فَإِذْ كُرُوا أَلَّا يَهُوَ دَّ
شَتَّوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{১০৪}

قَالَ الْمَلَكُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ أَمْنَى
مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلٌ
مِنْ رَبِّهِ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ
مُؤْمِنُونَ^{১০৫}

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي
أَمْنَتْنَاهُمْ بِكُفْرُونَ^{১০৬}

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَنَّوا عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِمْ وَ قَالُوا يُضْلِعُ أَئْتَنَا بِمَا تَعْدُنَا^{১০৭}

একজন হয়ে থাকলে তুমি আমাদের যে ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছ
আমাদের তা এনে দেখাও।'

★ ৭৯। এরপর ^১এক প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের আঘাত করলো
এবং তারা তাদের ঘরবাড়িতে মুখ খুবড়ে লাশ হয়ে পড়ে
রইলো।

৮০। তখন সে (অর্থাৎ সালেহ) তাদের কাছ থেকে মুখ
ফিরিয়ে চলে গেল এবং বললো, ^২'হে আমার জাতি! আমি
আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী অবশ্যই তোমাদের কাছে
পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি। কিন্তু
তোমরা হিতোপদেশ দানকারীদের পছন্দ কর না'^{১০০৪}।'

৮১। আর ^৩লৃতকেও^{১০০৫} (আমরা পাঠিয়েছিলাম)। সে যখন
তার জাতিকে বললো, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল (কাজে)
লিঙ্গ^{১০০৬} হচ্ছ, যেমনটি তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে আর কেউ
করেনি?

৮২। নিশ্চয় ^৪তোমরা কাম চরিতার্থে নারীদের পরিবর্তে
পুরুষদের কাছে গমন করে থাক। সত্যিই তোমরা এক
সীমালংঘনকারী জাতি।'

৮৩। ^৫আর এ কথা বলা ছাড়া তার জাতির আর কিছু বলার
ছিল না, 'তোমরা এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে
দাও। নিশ্চয় এ লোকগুলো তো অতি পবিত্র সাজতে চায়'^{১০০৭}।

৮৪। সুতরাং ^৬আমরা তার স্ত্রীকে ছাড়া তাকে ও তার
পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করলাম। সে (অর্থাৎ লৃতের স্ত্রী)
পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অস্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হলো।

দেখুন : ক. ৭৪৯২; ১১৪৬৮; ১৫৪৮; ২৬৪১৫৯; খ. ৭৪৬৩,৬৯; ৪৬৪২৪; গ. ২৭৪৫৫; ২৯৪২৯; ঘ. ২৬৪১৬৬; ২৭৪৫৬; ২৯৪৩০; ঙ. ২৭৪৫৭;
চ. ২৬৪১৭১-১৭২; ২৭৪৫৮; ২৯৪৩৪; ৩৭৪১৩৫-১৩৬।

১০০৮। হ্যরত সালেহ (আঃ) কর্ণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে উপদ্রুত শহরটিকে পরিত্যাগ করলেন। এ আঘাত থেকে জানা যায়,
তিনি উল্লেখিত বিশাদময় শব্দগুলো বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করছিলেন, যেভাবে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) বদর প্রাঞ্চরে
করছিলেন।

১০০৯। হ্যরত লৃত (আঃ) হ্যরত ইব্রহীম (আঃ) এর ভাতুস্পুত্র এবং তাঁর সমসাময়িক ছিলেন (আদি পুস্তক-১১৪২৭,৩১)।

১০০৬। উক্তিটির অভ্যন্তরিত তৎপর্য হচ্ছে, তা এক প্রকার নৃতন ধরনের কুপ্রবৃত্তি বা পাপাচার ছিল যা পূর্বে অজানা ছিল। অথবা এর
অধিকাংশই সেই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল যার কোন উপয়া অতীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১০০৭। লৃত (আঃ) এর বিরোধী লোকেরা তাঁর অনুসারী লোকদের উপহাস করে বলতো, তারা এমন ভাব দেখায় যে তারা খুবই সাধু
ও পবিত্র লোক!

لَمْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ^(১)

فَأَخَذَتِهِمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جِثَمِينَ^(২)

فَتَوَلَّتِ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومٌ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَّخْتُ
لَكُمْ وَلِكُنْ لَا تُحِبُّونَ التَّصْحِيفَ^(৩)

وَلُؤْطًا لِذِلِّ قَالَ لِقَوْمَهِ أَتَا تُؤْنَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَلَمِينَ^(৪)

إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوَنِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشَرِّفُونَ^(৫)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
آخِرِ جُوْهُمْ مِنْ قَرِيْتِكُمْ إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ^(৬)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ لَا إِمْرَأَةَ كَانَتْ
مِنَ الْغَيْرِينَ^(৭)

১০ [১২] ৮৫। ^كআমরা তাদের ওপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি^{১০০৮} বর্ষণ করলাম। অতএব চেয়ে দেখ, অপরাধীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে^{১০০৯}!

★ ৮৬। ^خআর মিদিয়ান (জাতির)^{১০১০} প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে (আমরা পাঠিয়েছিলাম)^{১০১১}। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নির্দর্শন এসেছে। সুতরাং ^غতোমরা মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও এবং লোকদেরকে তাদের ন্যায় পাওনার কম দিও না। আর দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে এটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

৮৭। আর যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাতে এবং ^شআল্লাহর পথ থেকে বাধা দিতে তোমরা পথে পথে বসে থেকো না। আর তোমরা (আল্লাহর) এ (পথকে) বক্র দেখতে চাও। আর ^شস্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় অল্প ছিলে তিনি সংখ্যায় তোমাদের বাড়িয়ে দিয়েছিলেন^{১০১২}। আর চেয়ে দেখ, বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিল!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

وَإِنِّي مَذَيَّنَ أَخَاهُمْ شُعْبِيًّا قَالَ يَقُولُ
أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ
قَدْ جَاءَكُمْ بِكُمْ بَيْتَنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
آشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

وَلَا تَقْعُدُوا إِلَيْكُلٍ صَرَاطٍ ثُوِيدُونَ وَ
تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِهِ
وَتَبْغُونَهَا عَوْجَاءَ وَادِكُرْمَوْا إِذْ كُنْتُمْ
قَلِيلًا فَكَثُرَ كُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

দেখুন : ক. ২৬৪১৭৪; ২৭৪৫৯; খ. ১১৪৮৫; ২৯৪৩৭; গ. ৬৪১৫৩; ১১৪৮৬; ঘ. ৭৪৪৬; ১১৪২০; ১৪৪৪; ১৬৪৮৯; ঙ. ৩৪১২৪; ৮৪২৭।

১০০৮। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রায়শ এক্স ঘটে যে পাথর কুচি ও শীলাখণ্ডের বিস্ফোরণ ঘটে উপরে উথিত হয়ে আবার ভূমিতে পতিত হয়। এরপে পম্পেইতে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং ভারতের কাঞ্চাতেও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এটি ঘটেছিল।

১০০৯। কারো কারো মতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীসমূহের স্থান মৃত-সাগরের (Dead Sea) চার পাশে অবস্থিত ছিল। কুরআন করীম একে মদীনা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত বলে প্রকাশ করেছে (১৫৪৮০) বলে মনে হয়।

১০১০। মিদিয়ান হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র, কতুরার গর্ভজাত (আদি পুস্তক-২৫৪১-২)। তাঁর বৎশধররা হেজায় এর উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। আরবের উপকুলবর্তী সিনাই এর অপরদিকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক শহরের নামও ছিল মিদিয়ান। শহরটি এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিল, তার অধিবাসীরা মিদিয়ানের পরবর্তী বৎশধর ছিল। সাগর কূলের নিকটতম হওয়ার কারণে অনেকে একে সমুদ্র বন্দর বলে উল্লেখ করেছে। আকাবা উপসাগর থেকে এর দূরত্ব মাত্র আট মাইল। অনেকে একে অভ্যন্তরস্থ শহর বলেছে। হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর বৎশধরের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিদিয়ানের অধিবাসী ছিল। হ্যরত শোআয়ব (আঃ) এবং আঁ হ্যরত (সাঃ) এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, যেমন উভয়েই নিজ জন্মস্থান ছেড়ে অন্য শহরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হ্যরত শোআয়ব গিয়েছিলেন মিদিয়ানে এবং নবী করীম (সাঃ) মদীনায়।

১০১১। হ্যরত শোআয়ব নামে এক অ-ইসরাইলী নবী হ্যরত মূসা (আঃ) এর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি হ্যরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন বলে মনে করা হয়, যদিও বাইবেলে তার নাম উল্লেখ নেই। বাইবেলের মতে হ্যরত মূসা (আঃ) এর শ্বশুরের নাম ছিল যিথো, তাকে নবী বলা হয়নি। কুরআন বলে হ্যরত শোআয়ব (আঃ) এর পরে হ্যরত মূসা (আঃ) এর আবির্ভাব। অতএব তিনি তাঁর সমসাময়িক নন (৭৪১০৪)। এই আয়াতে হ্যরত শোআয়বকে যেহেতু মিদিয়ানের "ভাই" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু নিশ্চিত ভাবেই অনুমান করা যায়, তিনি (শোআয়ব) হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বৎশধরগণের মধ্যে ছিলেন। কেননা মিদিয়ান ছিল হ্যরত ইব্রাহীমের কৃতদাসী ও স্ত্রী কতুরার গর্ভজাত পুত্র।

১০১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৮। আর আমাকে যে (শিক্ষা) দিয়ে পাঠানো হয়েছে এতে তোমাদের এক দল যদি ঈমান এনে থাকে এবং আরেক দল যদি ঈমান না আনে সেক্ষেত্রে আমাদের মাঝে আল্লাহ মীমাংসা না করে দেয়া পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধর। আর মীমাংসাকারীদের মাঝে তিনিই সর্বোত্তম।'

কুন্ন

৮৯। 'তার জাতির যেসব নেতা অহংকার করেছিল তারা বললো, 'হে শোআয়ুব! আমরা তোমাকে এবং তাদেরকে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিব। অথবা আমাদের ধর্মে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে।' সে বললো, 'আমরা (এ কাজ) অপছন্দ করলেও কি (আমাদেরকে বের করে দিবে)'^{১০১}?

★ ৯০। আল্লাহ আমাদের এ থেকে উদ্ধার করার পরও আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী হব। আর এতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। তবে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ চাইলে তা ভিন্ন কথা। 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক সবকিছুকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। আমরা আল্লাহতেই ভরসা করি। 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সঠিক মীমাংসা করে দাও। কেননা মীমাংসাকারীদের মাঝে তুমই সর্বোত্তম।'

৯১। আর তার জাতির যেসব নেতা অস্তীকার করেছিল তারা বললো, 'তোমরা শোআয়ুবকে অনুসরণ করলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

৯২। এরপর ^পএক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের আঘাত করলো এবং তারা তাদের ঘরবাড়িতে মুখ খুবড়ে লাশ হয়ে পড়ে রইলো।

দেখুন : ক. ১৪৪১৪; খ. ২৪২৫৬; ৪০৪৮; গ. ৭৪৭৯; ১১৪৬৮; ১৫৪৮; ২৬৪১৫৯।

১০১২। কৃতদাসী পত্নী ছিল বলে কহুরার গর্ভজাত হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তানদেরকে ইসরাইলীরা এবং ইসমাইলীরা উভয়েই অবজ্ঞার চক্ষে দেখতো। দুর্বল এবং ঘৃণ্যরূপে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন এবং তাদেরকে সম্পদ ও শক্তি দান করলেন।

১০১৩। এ উক্তি দ্বারা বুবা যায়, যুগ যুগ ধরে সমাজের ভাল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিবেক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ অনুচিত বলে বিশ্বাস করেছেন।

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةً مِنْكُمْ أَمْنُوا
بِالَّذِي أُزِيلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَمْ
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ
بِيَقْنَاهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ^④

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَاكَ لِشَعِيبٍ وَ
الَّذِينَ أَمْنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَّتَنَا أَوْ
لَتَحْوُدُنَّ فِي مَلَيْتَنَا قَالَ أَدَلَّ كُنَّا
عَلَيْهِمْ^④

قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا رَبْنَا
فِي مَلَيْتَكُمْ بَعْدًا ذَرْجِنَا اللَّهُ مِنْهَا وَ
مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعْوُدْ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَخَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ^④

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لَئِنْ أَتَبَعْتُمْ شَعِيبًا إِنَّكُمْ إِذَا
لَخِسِرُونَ^④

فَآخِذُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوهَا فِي
دَارِهِمْ جِثِيمِينَ^④

৯৩। যারা শোআয়্যবকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা (এভাবে ধৰ্ষণ হলো) যেন (তারা) কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোআয়্যবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

[৯]

৯৪। তখন সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বললো, ‘হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম এবং [১] তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছিলাম। অতএব এখন আমি ১ কিভাবে কাফির জাতির জন্য আক্ষেপ^{১০১৪} করতে পারি!’

৯৫। আর আমরা যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি এর অধিবাসীদেরকে আমরা অবশ্যই অভাবঅন্টন ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত করেছি যাতে করে তারা আকুতিমিনতি করে^{১০১৫}।

৯৬। আবার আমরা (তাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলে দিলাম। অবশ্যে তারা (যখন) প্রাচুর্য লাভ করলো এবং বলতে লাগলো, ‘আমাদের পূর্বপুরুষদের বেলায়ও দুঃখ ও সুখ (পালাক্রমে) আসতো’ তখন আমরা হঠাত তাদের ধরে ফেললাম এবং তারা (তা) বুঝতেও পারেনি।

৯৭। আর এসব জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমরা নিশ্চয় তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের দরজন তাদেরকে আমরা ধরে ফেললাম।

৯৮। এসব জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছে যে রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না?

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيبًا كَمَا نَهْمَيْغَنَوْا
فِيهَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيبًا كَمَا نَهْمَ
هُمُ الْغَرِيرُونَ ⑭

فَتَوَلَّتِ عَنْهُمْ وَ قَاتَ يَقْوِمَ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّيِّ وَ نَصَّخْتُ
لَكُمْ فَكَيْفَ أُسِّى عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ يَنْ ⑮

وَمَا آذَنَنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَجِيٍّ إِلَّا
آخَذْنَا آهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
لَعَلَّهُمْ يَصْرَعُونَ ⑯

شَمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْجَسَدَةَ
حَتَّى عَفَوْا وَ قَاتَلُوا قَدْ مَسَّ أَبَاءَنَا
الضَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَآخَذْنَاهُمْ بِغَنَّةٍ وَ
هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑭

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ الْقُرْزَى أَمْنُوا وَ اتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَأَلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَآخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑯

أَفَامَنَّ أَهْلُ الْقُرْزَى أَنْ يَتَيَّمِّمُ
بِأَسْنَابِيَّاتِهِنَّ وَ هُمْ كَايِمُونَ ⑮

দেখুন : ক. ৭১৬৯; ৮০৪২৪,৪৬; খ. ৬৪৪৩; গ. ২৪১০৪; ৫৪৬৬; ঘ. ৭৪৫।

১০১৪। এ কথাগলো অত্যন্ত মর্মবিদারক। প্রত্যেক সত্য-নবীর মতই হ্যরত শোআয়্যব (আঃ) ও তাঁর জাতির জন্য তীব্র শোক ও নিদারণ মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন।

১০১৫। এটা আল্লাহ তাআলার সুন্নত অর্থাৎ অমোgh নিয়ম। আল্লাহ তাআলার কোন নবী আবির্ভূত হলে এ বিধান অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈবদুর্যোগ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে নেমে আসতে থাকে।

১৯। আর এসব জনপদের^{১০১৬} অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে দুপুর বেলায় খেলাধূলায় মন্ত থাকা অবস্থায় তাদের ওপর আমাদের শাস্তি নেমে আসবে না?

১০০। তবে কি তারা আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে (নিজেদের) নিরাপদ মনে করে না।

১০১। এ (ভূখণ্ডের পূর্ববর্তী) বাসিন্দাদের পর যারা এ (ভূখণ্ডের) উত্তরাধিকারী হয়েছে এ বিষয়টি তাদের কি এ শিক্ষা দেয়ানি যে তাদের পাপের দরজন আমরা চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে এবং তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারি যাতে করে তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতে (এবং বুঝতে) পারবে না?

১০২। এসব জনপদেরই কিছু বৃত্তান্ত আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি^{১০১৭} এবং এদের কাছে এদের রসূলরা অবশ্যই সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলীসহ এসেছিল। কিন্তু এরা (তাদের প্রতি) সমান আনলো না, কেননা এরা এর আগেও (রসূলদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল। আল্লাহ এভাবেই কাফিরদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন^{১০১৮}।

★ ১০৩। আর আমরা এদের অধিকাংশকে কোন অঙ্গীকার (রক্ষা করতে) দেখিনি এবং এদের অধিকাংশকেই আমরা দুর্কর্মপরায়ণ দেখতে পেয়েছি।

দেখুন ৪ ক. ৭৪৫ ; খ. ২০৪১২৯; ৩২৪২৭ ; গ. ১০৪৭৫; ১৬৪১০৯; ৪৫৪২৪ ; ঘ. ৩৪১৮৫; ৫৪৩৩।

১০১৬। 'এসব জনপদ' শব্দ দ্বারা মুক্তানগরী এবং হৈয়াজের পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোকে বুঝাচ্ছে। এর তাৎপর্য হলো, মুক্তা প্রভৃতি জনপদের লোকেরা কি আদ, সামুদ, লৃত এর জাতি এবং শোআয়বের জাতির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

১০১৭। কুরআন করীম অতীত জাতিগুলোর শুধু সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ ছাড়া সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করেনি। এতদ্সত্ত্বেও ইতিহাসের কোন পুস্তক 'আদ' ও 'সামুদ' জাতি সম্বন্ধে কুরআন অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে না। ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করেছে যে প্রাচীন জাতিগুলো সম্পর্কে কুরআন শরীফ যে সকল তথ্য প্রকাশ করেছে তা একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণিত এবং যেসব প্রাচীন জাতি সম্পর্কে নানা কেছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সবই পৌরাণিক উপকথা।

১০১৮। যখন অবিশ্বাসীরা আল্লাহ-প্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে অঙ্গীকার করে তখন তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়।

أَوَأَمْنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ يَأْتِيَهُمْ بِآسْنَا
ضَحْقٌ وَّهُمْ يُلْعَبُونَ^{১০}

أَفَامْنُوا مَكْرَهًا فَلَا يَأْمُنْ مَكْرَهًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْسِرُ^{১১}

أَوَلَمْ يَهْدِ اللَّهُ بَيْنَ يَرِثْوَنَ اَلْأَرْضَ
بَعْدَ أَهْلِهَا أَنَّ تَؤْشَأَ أَصْبَنْهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَشْمَعُونَ^{১২}

تِلْكَ الْقُرْآنِ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِهِمْ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسْلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُبَيِّنُونَ
كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِ الْكُفَّارِ^{১৩}

وَمَا وَجَدْنَا لِكُثْرَاهُمْ مِنْ عَهْدٍ
وَجَدْنَا تَآكِثْرَاهُمْ لَفَسِيقِينَ^{১৪}

১০৪। আবার ক্ষমারা তাদের পরে^{১০১} মূসাকে আমাদের নির্দশনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এগলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করলো^{১০২}। অতএব চেয়ে দেখ, বিশ্বখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল!

১০৫। আর মুসা বললো, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক রসূল।

১০৬। আমার পক্ষে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কেবল সত্য বলাই^{১০৩} আবশ্যিকীয়। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নির্দশনসহ তোমাদের কাছে এসেছি। 'তুমি বনী ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও^{১০৪}।

১০৭। সে বললো, 'তুমি যদি একটি নির্দশনও এনে থাক এবং সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা উপস্থাপন কর।'

১০৮। তখন সে (অর্থাৎ মুসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাত তা (দেখতে) এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল^{১০৫}।

দেখুন : ক. ১৭৪১০২; ২৮৪৩৭; ৪৩৪৪৭; খ. ২৬৪১৭; ২০৪৪৮; ৪৩৪৪৭; গ. ২০৪৪৮; ২৬৪১৮; ঘ. ২৬৪৩২; ঙ. ২০৪২১; ২৬৪৩৩; ২৭৪১১; ২৮৪৩২।

১০১৯। 'তাদের পরে' শব্দ দুটি জনসাধারণে প্রচলিত যে ধারণা, হ্যরত শোআয়াব (আঃ) হ্যরত মুসা (আঃ) এর সমসাময়িক এবং তাঁর শঙ্কুর ছিলেন, তা খড়ন করেছে।

১০২০। 'যুলম' অর্থ অন্যায় আচরণ করা, কোন বস্তুর ভুল ব্যবহার করা বা তৎপ্রতি অন্যায় করা বা তাকে সঠিক স্থানে না রাখা(লেইন)। এ উক্তির র্যার্থ হলো, ফেরাউন ও তার প্রধানগণ ঈশ্বী নির্দশনগুলোর প্রতি উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছিল।

১০২১। 'হাকীক' অর্থ-উপযোগী, বিন্যস্ত, সঙ্গ, মিলন বা সমাবেশ, ন্যায়সঙ্গত, উপযুক্ত, মানানসই(লেইন)।

১০২২। হ্যরত মুসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট গেলেন তখন তার নিকটে মুসা (আঃ) এর মিশন প্রচারের উদ্দেশ্য ততবেশি ছিল না যত বেশি ছিল ইসরাইলীদেরকে তাঁর অনুগমন করতে দেয়ার জন্য তার নিকট আবেদন করা, যদিও সাধারণভাবে তাঁকে তিনি তবলীগাং করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসা(আঃ) এর বার্তা বা বাণীর লক্ষ্য মুলত ছিল ইসরাইলী। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা মিশরের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল ততদিন পর্যন্ত হ্যরত মুসা(আঃ)কে উভয় শ্রেণীর অধিবাসীদের মাঝেই প্রচার করতে হতো। যখন বনী ইসলাইল সে দেশ ত্যাগ করলো অর্থাৎ মিশর থেকে হিজরত করে গেল তখন থেকে মিশরীদের সঙ্গে তাঁর(মুসা আঃ)আর কোন সম্পর্ক রইলো না এবং তিনি নিজ জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অর্থাৎ যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলেন।

১০২৩। পবিত্র কুরআন করীম মুসা(আঃ) এর লাঠিকে সাপে পরিবর্তিত করার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেছে, যথা: - ২০৪২১ আয়তে 'হাইয়াতুন', ২৭৪১১ ও ২৮৪৩২ আয়তদ্বয়ে 'জা-ন্ন' এবং ২৬৪৩৩ ও তফসীরাধীন আয়তসমূহে "সু'বান"। প্রথমোক্ত শব্দ সবরকমের সাপের জন্য সাধারণতাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শব্দটি ছোট সাপ বুঝায়। তৃতীয় 'সু'বান' শব্দে মোটা ও দীর্ঘ (অজগর) সাপ বুঝায়। একপে কুরআনের পৃথক পৃথক স্থানে ভিন্ন শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষরূপে বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাপের দ্রুতগতি বুৰাবার জন্য 'জা-ন্ন', শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর বিরাটকায় হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সু'বান' ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে লাঠির কেবল সাপের রূপ নেয়ার ঘটনাটি উল্লেখ হয়েছে সেখানে 'হাইয়াতুন' ব্যবহৃত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

شُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّؤْسِىٰ يَا يَتَّبِعُ
رَأْيَ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةَ فَظَلَمُوا إِلَيْهَا
فَإِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ^{১০৬}

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرَغُونُ رَأْيِي رَسُولِي مَنْ
رَأَيْتِ الْعَلَمِينَ^{১০৭}

حَقِيقَ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى إِنْتِرِيَّ
الْحَقَّ مَقْدِحْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ
فَأَذِّلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِشْرَاعِيَّ^{১০৮}

فَإِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيِّهِ فَأَتِ بِهَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ^{১০৯}

فَالْقَيْعَصَاهُ فَإِذَا هِيَ شُبَانٌ مُّبِينٌ^{১১০}

১৩
[৯]
৩

১০৯। এরপর ক্ষে (যখন) তার হাত বের করলো তখন
সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে ধ্বনিবে সাদা দেখাতে
লাগলো^{১০২৪}।

وَ تَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ
لِّلْتَنْظِيرِ يَنْ

দেখুন : ক. ২৬৪৩৪; ২৭১১৩; ২৮৪৩৩।

হয়েছে। কিন্তু হয়রত মূসা (আঃ) এর এক উপস্থিতিতে কেবল যখন লাঠি সাপে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে 'জা-ন্ন' শব্দ এসেছে যার অর্থ ছোট সাপ। কিন্তু যেস্থানে ফেরাউন, যাদুকর এবং জনসাধারণের সম্মুখে লাঠির সাপে রূপ নেয়ার বিশ্বয়কর ব্যাপার দেখানো হয়েছে সেস্থানে 'সু'বান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে এ সকল পৃথক শব্দের মর্মার্থ বিভিন্ন। 'হাইয়াতুন' শব্দের মর্মার্থ হলো, কার্যত ইসরাইলীয়া একটি মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছিল, ('আসা' শব্দের দ্বারা সম্প্রদায় বুঝায়) যারা হয়রত মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে এক তেজোদীপ্ত নতুন জীবন লাভ করবে (একই মূল- 'হাইয়া' শব্দের ব্যাখ্যা)। 'জা-ন্ন' (ছোট, দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপ) শব্দের মর্মার্থ হলো, নগণ্য এবং অধঃপতিত এক সম্প্রদায় থেকে তারা (ইসরাইলীগণ) অতি দ্রুত উন্নতি করবে এবং ফেরাউন ও তার জাতির জন্য এক 'সু'বান' (বিরাট ও বিশালায়তন সাপ) অর্থাৎ অজগরে পরিণত হবে, অর্থাৎ তারা (ইসরাইলীয়া) তাদের (ফেরাউনের) ধৰ্মসের উপায় ও কারণ হবে। এখানে উল্লেখ্য, অন্যান্য বিশ্বয়কর বিষয়ের মতই আল্লাহ তাআলার নবী কর্তৃক প্রদর্শিত এ অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। কোন ব্যাপার যদি বাস্তবে ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম সংবলে আমদের জ্ঞান অনুযায়ী তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বেশি হোক না কেন তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব আমাদের সীমাবদ্ধ এবং অপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তবে সংঘটিত কোন ঘটনাকে আমরা কেনাক্রমেই অঙ্গীকার করতে পারি না। এছাড়া হয়রত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিয়া জনসাধারণে প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঘটেনি। আল্লাহ তাআলার নবীগণের বিশ্বয়কর নির্দর্শন প্রকাশ ভোজবাজীর হস্ত-কৌশল বা ম্যাজিক নয়। এরপ নির্দর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, এক মহান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে আল্লাহ তাআলার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ধর্মানুরাগের চেতনা এবং আল্লাহ-ভূতি তাদের অন্তরে জন্ম নেয়। যদি লাঠি প্রকৃতই সাপের আকার ধারণ করে থাকতো তাহলে তা একজন নবীর অলৌকিক নির্দর্শন অপেক্ষা যাদুকরের ম্যাজিক বা ভোজবাজী মনে হতো। এ বিশ্বয়কর ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল যা-ই বলুক, কুরআন করীম এ ধারণা বা মতের সমর্থন করে না যে লাঠি বাস্তবে সত্য সত্যই জীবন্ত সাপের আকার ধারণ করেছিল। এরপ কোন ব্যাপার ঘটেছিল বলেও প্রতীয়মান হয় না। লাঠিটি দেখতে কেবল দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপের মতই মনে হয়েছিল। অলৌকিক ঘটনা এক প্রকার কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) যার মধ্যে দর্শকের দ্রষ্টিকে আল্লাহ হয়তো বিশেষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন করেছিলেন। এ কাশ্ফে ফেরাউন তার পারিমদবর্গ এবং যাদুকররা হয়রত মূসা (আঃ) এর সাথে সহদর্শকের স্থান পেয়েছিল। লাঠি লাঠিই রয়েছিল, মূসা (আঃ) এবং অন্যান্যদের নিকট তা কেবল সাপের মত দেখাচ্ছিল। এটা সার্বজনীন বিশ্বয়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে কাশ্ফে মানুষ যখন জড়দেহের উর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আধ্যাত্মিক আকাশে পরিভ্রমণ করে বেড়ায় তখন সে এমন ব্যাপার ঘটতে দেখে যা তার জ্ঞানের সীমার বাইরে এবং তা জড়কক্ষে সম্পূর্ণ অদ্শ্য। হয়রত মূসা (আঃ) এর লাঠি সাপকলে দেখতে পাওয়ার ঘটনা এরপ এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। একইভাবে এরপ বিশ্বয়কর আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটেছিল আঁ হয়রত (সাঃ) এর সময়ে যখন চন্দ্রকে দিখান্তি দেখা গিয়েছিল, তা না কেবল নবী করীম (সাঃ) দেখেছিলেন বরং তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও কয়েকজন এবং বিরংবাদীরাও তা (চন্দ্র) বিভক্ত বা দ্঵িখন্তি হওয়া দেখতে পেয়েছিলেন (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)। রসূলে করীম (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে একদিন তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) যাঁরা তাঁর সঙ্গে বসা ছিলেন সে সময়ে তাঁরা জিব্রাইলকে (আঃ) দেখতে পেয়েছিলেন যাকে নবী করীম (সাঃ) পুনঃ পুনঃ কাশ্ফে দেখতে পেতেন (বুখারী, কিতাবুল সৈমান)। একইভাবে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মধ্যেও অনেকে ফিরিশ্তা দেখতে পেয়েছিলেন (জরীর, ৬ষ্ঠ. ৪৭ পৃঃ)। এরপ এক কাশ্ফী ঘটনা ঘটেছিল যখন মুসলিম সেনাবাহিনী খ্যাতনামা সেনাপতি সারিয়াহ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ইরাকে শক্রসেনার বিরংদে যুদ্ধ করেছিল। সে সময় দ্বিতীয় খলীফা হয়রত উমর (রাঃ) মদীনায় শুক্রবারে জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি দিব্য-দর্শনে অর্থাৎ কাশ্ফে দেখতে পেলেন, মুসলমান সৈন্যরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্রসেনার নিকট কারু হয়ে যাচ্ছিল এবং এক সর্বনাশ পরাজয় আসন্ন। অবিলম্বে তিনি (হয়রত উমর-রাঃ) আকস্মিকভাবে খুতবা দেয়া বন্ধ রেখে মেহরাবের ওপর হতে উচ্চঘন্টের বলে উঠলেনঃ “ওহে সারিয়াহ, পাহাড়ের দিকে যাও, পাহাড়ের দিকে যাও” অর্থাৎ নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। শত শত মাইল দূরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কানফাটা শব্দের মধ্যেও সেনাপতি সারিয়াহ হয়রত উমর (রাঃ) এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং খলীফার নির্দেশ পালন করেছিলেন এবং মুসলমান সৈন্যরা নিশ্চিত ধৰ্মসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন (খামিস, ২য়, ৩৭০ পৃঃ)।

হয়রত মূসা (আঃ) এর অলৌকিক নির্দর্শন এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো। একে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা

টাকার অবশিষ্টাংশ ও ১০২৪ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১০। 'ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, 'নিশ্চয়ই এ এক সুদক্ষ যাদুকর' ১০২৫।

১১১। (এতে ফেরাউন বললো,) 'সে তোমাদের দেশ' ১০২৬ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়। অতএব তোমাদের পরামর্শ কী?

১১২। 'তারা বললো, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা অবকাশ দাও এবং শহরে বন্দরে লোক জড়কারীদেরকে পাঠাও,

১১৩। যেন 'তারা প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসে।'

১১৪। আর 'যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বললো, 'আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্যে কোন বিশেষ পুরস্কার থাকবে তো'?

১১৫। 'সে বললো, 'হ্যা, অবশ্যই! এছাড়াও তোমরা নিশ্চয় আমার প্রিয়ভাজনদের একজন বলে গণ্য হবে।'

দেখুন : ক. ২০৯৬৪; ২৬৯৩৫; খ. ২০৯৬৪; ২৬৯৩৬; গ. ২৬৯৩৭; ঘ. ২৬৯৩৮; ঙ. ২৬৯৪২; চ. ২৬৯৪৩।

হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে নিষেপ করতে বললেন। তা তখন তাঁর নিকট সাপের মত মনে হয়েছিল এবং যখন আল্লাহ তাআলার আদেশে তিনি তা হাতে তুলে নিলেন তখন তা এক টুকরো কাঠ ছাড়া অন্য কিছুই রইলো না। এখন কাশ্ফ বা স্বপ্নের ভাষ্য সাপ হলো শক্র প্রতীক, লাঠি হলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা দলের প্রতীক (তাঁতীর্ণল আনআম)। এরপে উক্ত কাশ্ফের সাহায্যে আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)কে জানিয়েছিলেন, তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ছেড়ে দেন বা ত্যাগ করেন তাহলে তারা সাপের ন্যায় অধিঃপতিত হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যদি তাদেরকে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করেন তাহলে তারা সৎ ও আল্লাহ-ভীরু লোকের এক শক্তিশালী এবং সৃষ্টির জাতিতে পরিণত হবে।

১০২৪। উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃতি বা স্তর (মাকাম) অনুযায়ী তাদের দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের নয়নাভিরাম রশ্মিরেখা বিকীর্ণ হয়ে থাকে এটা সুবিদিত। আল্লাহ তাআলার নবীগণের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-রেখা বা জ্যোতি উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। একইভাবে হযরত মূসা (আঃ) এর হাত যে রশ্মি বা জ্যোতি বিকীর্ণ করেছিল তা অবশ্যই সেই বর্ণের (অর্থাৎ উজ্জ্বল সাদা) হয়ে থাকবে এবং যখন তা দৃশ্যমান করা হলো তখন স্বত্বাবত অবলোকনকারীদের চোখে তাঁর হাত দুটো সম্পূর্ণ সাদাবর্ণের দেখাচ্ছিল। অন্যান্য নবীগণের সময়েও এরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বুরুগ ছিলেন বলে জানা যায়।

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে বলেছিলেনঃ তোমার হাত তোমার নিজ বগলে প্রবেশ করাও, তা সাদা নির্মল হয়ে বের হবে (২৮৯৩৩)। সাংকেতিক ভাষায় মূসা (আঃ) এর প্রতি এটা এ স্পষ্ট ইংগিত বহন করেছিল যে তিনি যদি তাঁর অনুগামীদেরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত রাখেন তবে তারা নিজেরাই কেবল আলোকিত হবে না, অধিকন্তু অন্যদের জন্যেও তাঁরা আলো বিকীরণ করবে। নচেও তারা শুধু অঙ্ককারাচ্ছন্নই হবে না, বরং নেতৃত্বাবলোকনে ব্যাধিগ্রাস্তও হবে। অতএব সে বিষয়কর ঘটনাটি যাদুকরের যাদুমন্ত্র ছিল না, বরং গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এক নির্দশন ছিল।

১০২৫। 'সাহিরুন' কেবল মাত্র ভেল্কীবাজকেই বুবায় না। এর আরো অর্থ হয় মায়াবী, বুদ্ধিমান, এমন কৌশলের অধিকারী ব্যক্তি, যে কোন বিষয়কে এর প্রকৃত অবস্থার বিপরীত দেখাতে পারে, প্রতারক, ভাস্তপথে চলনাকারী অথবা ভুলবার জন্য বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকর্ষণকারী ইত্যাদি (লেইন)। ১২৮ আয়াতও দেখুন।

১০২৬। এ কথার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে মিশরীয়দের মনোভাবকে ত্রমে ত্রমে উত্পন্ন করে তোলা। অথচ সত্য এটাই ছিল, তাদেরকে বহিক্ষণ করে দেয়ার কোন ইচ্ছাই মূসা (আঃ) এর ছিল না। নিজ অনুসারীদেরকে মিশর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

قَالَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ رَأَيْتَ هَذَا
لَسْجَرُ عَلِيِّمٌ^{১১}

يُبَرِّيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَذْضَكْمَرْ
فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ^{১২}

قَالُوا آزِجَةٌ وَآخَاهُ وَآزِسْلِ فِ
الْمَدَّاهِينِ حَشِيرِينَ^{১৩}
بَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجَرٍ عَلِيِّمٍ^{১৪}

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا
لَأَجْرَإِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيِّينَ^{১৫}

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمَنِ الْمُقَرَّبِينَ^{১৬}

১১৬। ^كতারা বললো, ‘হে মুসা! তুমি কি (প্রথমে) নিষ্কেপ করবে, না আমরাই নিষ্কেপ করবো?’^{১০২৭}

১১৭। সে বললো, ‘তোমরাই নিষ্কেপ^{১০২৮} কর’। অতএব ^كতারা যখন নিষ্কেপ করলো তখন তারা লোকদের চোখে যাদু করলো এবং তাদেরকে ভীষণ ভীত করে দিল। আর তারা বিরাট এক ভেঙ্গী উপস্থাপন করলো।

১১৮। আর আমরা মূসার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, ^ك‘তুমি তোমার লাঠি নিষ্কেপ কর’। সুতরাং তারা যে ভেঙ্গীবাজী^{১০২৯} দেখাচ্ছিল সহসা সেটি (যেন) তা গিলে ফেলতে লাগলো।

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্থ হলো।

১২০। তখন সেখানে তাদেরকে পরাজিত করে দেয়া হলো এবং হেয় প্রতিপন্থ করা হলো^{১০৩০}।

১২১। আর ^كযাদুকরদের সিজদাবনত^{১০৩১} হতে বাধ্য করা হলো।

১২২। ^كতারা বললো, ‘আমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।’

দেখুন ৪ ক. ২০৪৬; খ. ২০৪৭; ২৬৪৫; গ. ২০৪৭০; ২৬৪৬; ঘ. ২০৪৭১; ২৬৪৭; ঙ. ২০৪৭১; ২৬৪৮।

১০২৭। দৃশ্যের তীব্রতা লক্ষণীয়। উভয় পক্ষ চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষম দ্বন্দ্বে রত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সজ্জিত করলো।

১০২৮। আল্লাহু তাআলার নবীগণ কখনো প্রথম আক্রমণ করেন না। তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের অপেক্ষা করেন। কারণ তাঁরা আক্রমণকে প্রতিহত করাই পছন্দ করেন এবং এশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকেন।

১০২৯। যষ্টি ‘সাপ’ হয়নি, কিন্তু লাঠি নিজেই ঐন্দ্রজালিকের ধোঁকাবাজী বা ভেল্কী নস্যাং করেছিল। হয়রত মুসা (আঃ) এর লাঠি এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহু তাআলার নির্দেশে নিষ্কেপিত হয়ে দর্শকদের উপরে যাদুকরদের কুহকী ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করে দিল এবং যাদুর প্রভাবের ফলে দর্শকরা যা সহসা প্রকৃতই সর্প বলে ভেবেছিলো তা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। “সেটি (যেন) তা গিলে ফেলতে লাগলো” উক্তির মর্মার্থ- যাদুকরদের ধোঁকাবাজী বা প্রতারণাকে লাঠি ফাঁস করে দিল। ‘গিলে ফেলতে লাগলো’, কথার মর্ম, তাদের ভেঙ্গির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ধ্রংস করে দিল।

১০৩০। এ আয়াত ফেরাউনের দলের প্রতি ইঙ্গিতে করছে বলে মনে হয়, যাদুকরদের প্রতি নয়। কেননা যাদুকরদের কথা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। “হেয়” এ শব্দটি সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি ব্যবহৃত হতে পারেনা, যারা সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল এমন কি তারা সত্য গ্রহণের পূর্বে ফেরাউন কি বলে তা জানবার বা বুঝবার জন্য একটুও অপেক্ষা করেনি। এর প্রকৃত অর্থ হলো, যারা (অর্থাৎ ফেরাউন এবং সমর্থক দল) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে গবিত ও উদ্বিত মনোভাব নিয়ে নিশ্চিত বিজয়ের আশা করে এসেছিল, তারা এক্ষণে অপদস্থ ও মন-মরা হয়ে (মাথা নত করে) ফিরে গেল।

১০৩১। ঐন্দ্রজালিকদের বিহুলতা এতই চরম রূপে ছিল যে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছিল। অদৃশ্য শক্তি তাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিয়ে গেল। তারা যেন মাটির উপর আল্লাহু তাআলার উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে প্রার্থনার জন্য সিজদায় পড়ে গেল।

قَالُوا يَمْوَسَى إِنَّا أَنْتَ لِئَلَّقِي وَرَأَمَّا نَ
نَّكُونَ تَحْنُ الْمُلْقِينَ^{১০}

قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحْرَهُ أَعْيَنَ
النَّاسُ وَ اشْتَرَهُبُوهُمْ وَ جَاءُو
بِسُخْرٍ عَظِيمٍ^{১১}

وَأَوْحَيْنَا لِمُوسَى أَنَّ الْقِعَدَاتِ
فِي ذَاهِيَ شَنَقْفُ مَائِيَا فِكُونَ^{১২}

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{১৩}

فَغُلِبُوا هُنَّا لِكَ وَ انْكَلِبُوا صَغِيرِينَ^{১৪}
وَ أَلْقَيَ السَّحَرَةُ سِجِيدِينَ^{১৫}

قَالُوا أَمَّا بَرِّ الْعَلَمِينَ^{১৬}

১২৩। ^৪যিনি মূসা ও হারুনের প্রভু-প্রতিপালক।'

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ

১২৪। ^৫ফেরাউন বললো, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এ এক চক্রান্ত। এখানকার অধিবাসীদেরকে তোমরা এখান থেকে বের করে^{১০৩১} দিতে এ শহরে (বসেই) তোমরা এ চক্রান্ত করেছ। সুতরাং তোমরা অচিরেই (এর পরিণাম) টের পাবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْتَنْهُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذْكُرْ
لَكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا لَكُنْكَرْ مَكْرَثُمُهُ فِي
الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوهُ مِنْهَا أَهْلَهَا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

১২৫। ^৬আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ এক দিকের হাত এবং অন্য দিকের পা) কেটে ফেলবো। এরপর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই ত্রুশে চড়িয়ে হত্যা করবো^{১০৩০}।

كُ قَطِعَنَّ أَيْدِيهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
خَلَافِ شَمَاءِ صَلِيبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ

১২৬। ^৭তারা বললো, '(তাতে কি!) আমরা (তো) নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাব।

فَالْأَوَّلُ إِنَّا لَرَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

১২৭। আর ^৮আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলীর প্রতি ঈমান এনেছি বলেই কি তুমি আমাদের ওপর ক্ষেপে আছ? হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পরম ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দাও।'

وَمَا تَنْقُمْ مِنَّا لَا أَنَّا مَنَّا بِإِيمَانِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَنَا دَرَبَنَا فِرْغَ عَلَيْنَا صَبَرَّا
وَتَوَفَّنَا مُشْلِمِينَ

১২৮। আর ফেরাউনের জাতির নেতারা বললো, 'তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে দেশে^{১০৩৪} বিশ্বালো সৃষ্টি করে বেড়াতে এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে^{১০৩৫} বর্জন করতে (বঞ্চাইনভাবে) ছেড়ে দিবে?' সে বললো, 'নিশ্চয় ^৯আমরা নৃসংশ্ভাবে তাদের পুত্রদের হত্যা করবো^{১০৩৬} এবং তাদের

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرْ
مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَإِنِّي أَذْضِ
وَيَذَرَكَ وَإِلَيْكَ ۖ قَالَ سُنْقَاتِلْ
آبِنَاءِهِمْ وَنَسَاءِهِمْ ۖ وَإِنَّا

দেখুন ৪ ক. ২০৪৭১; ২৬৪৯; খ. ২০৪৭২, ২৬৪৫০; গ. ২০৪৭২, ২৬৪৫০; ঘ. ২০৪৭৩; ২৬৪৫১; ঙ. ২০৪৭৪;; চ. ২৪৫০; ৭৪১৪২; ১৪৪৭; ২৮৪৫।

১০৩২। 'এখানকার অধিবাসী' শব্দবিদ্য এখানে ফেরাউনের নিজ গোত্রকে বুঝাচ্ছে, যারা প্রকৃতপক্ষে মিশরের অধিবাসী ছিল না। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের দেশ জবর-দখল করেছিল।

১০৩৩। ত্রুশবিদ্ব অর্থ- ত্রুশে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড। এক্ষেত্রে হাত ও পা কাটার কথা যুক্ত করে নির্যাতকে অধিক দৃষ্টান্তমূলক এবং মৃত্যুকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়করণে প্রকাশ করছে। হ্যরত মূসা (আঃ) এর যুগেও যে ত্রুশবিদ্ব করে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল প্রসঙ্গক্রমে এ আয়ত তা প্রতিপন্থ করে।

১০৩৪। হ্যরত মূসা (আঃ) এবং তার ভাইকে (৭৪১১২) অবকাশ দেয়ার জন্য সর্দাররা নিজেরাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেই প্রধানরাই মূসা ও হারুন (আঃ)কে সময় দেয়ায় তাকে দোষাবোপ করেছিল। এরপে যারা নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয় তারা মর্যাদাহীন এবং অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

১০৩৫। ফেরাউনের জাতির লোকেরা তাকেই খোদাইরপে পূজা করতো(২৮৪৩৯) এবং সে পালাক্রমে অন্যান্য প্রতিমা পূজা করতো। এ কারণে সর্দাররা ফেরাউন এবং তার খোদাগুলোকে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার ও বর্জনের দোষে হ্যরত মূসা ও হারুন (আঃ)কে অভিযুক্ত করেছিল।

১০৩৬। 'নুকাতিল' (অর্থ-নির্মতভাবে বধ করবো)শব্দ তীব্রতা বা প্রচন্ডতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দিয়ে ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা বুঝায়।

নারীদের জীবিত রাখবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।'

১২৯। ^كমুসা তার জাতিকে বললো, 'তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং দৈর্ঘ্য ধর। নিশ্চয় (এ) দেশ আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে থেকে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে (উত্তম) পরিণাম।'

১৫
[৩]
৫

১৩০। তারা বললো, 'তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতিত করা হয়েছিল এবং তোমার আগমনের পরেও (আমরা নির্যাতিত হচ্ছি)।' সে বললো, ^ك''আচিরেই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের শক্তকে ধ্বংস করে দিবেন। আর তিনি তোমাদেকে (এ) দেশের উত্তরাধিকারী করে দিবেন। তখন তিনি দেখবেন, তোমরা কী কর' ^{১০৭}।'

১৩১। ^كআর নিশ্চয় আমরা খরা, দুর্ভিক্ষ ^{১০৮} এবং ফলফলাদির ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে ফেরাউনের অনুসারীদের জর্জরিত করেছিলাম যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৩২। কিন্তু তাদের যখন সুন্দিন আসতো তারা বলতো, 'এ তো আমাদের (পাওনা)'। কিন্তু ^كতাদের যখন দুর্দিন আসতো তারা এ (দুর্দিনকে) মুসা ও তার সঙ্গীদের (কারণে সৃষ্টি) অঙ্গল বলে মনে করতো। সাবধান! তাদের অঙ্গল ^{১০৯} আল্লাহর হাতেই রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

فَوَقْهُمْ قَاهِرُونَ

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعْجِلُنَا بِإِلَهٍ وَ
اَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ يَلْوُشُ مُؤْرِثُهَا مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
^{۱۷۴} لِلْمُتَّقِينَ

قَالُوا اُولُو ذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ
مِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا مَعَنِي رَبِّكُمْ
أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ^{۱۷۵}

وَلَقَدْ أَخْذَنَا أَلَّا فَرَعَوْنَ بِالشَّيْنِينَ وَ نَقْصِ مِنَ التَّمَرِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ

فَإِذَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ مَحَسَّنٌ قَالُوا لَنَا
هُذِهِ وَإِنْ تُصْبِحُمْ سَيِّئَةً يَطْبَرُوا
بِمُؤْسِى وَمَنْ مَعَهُمْ لَا إِنَّمَا طَيْرُهُمْ
عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ^{۱۷۶}

দেখুন : ক. ২৪৪৬, ১৫৪; খ. ১০৪১৪, ১৫ ; গ. ১৭৪১০২; ঘ. ২৭৪৪৮; ৪৩৪৯।

১০৩৭। ফেরাউনের পতনের পরে ইস্রাইল জাতিকে মিশরের উত্তরাধিকারী করা হবে, আয়াতের একপ অর্থ অপরিহার্য নয়। সরাসরি অর্থ কেবল একপ দাঁড়ায় যে ফেরাউনের শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং তার রাজ্য অন্য লোকেরা দখল করবে। আমরা জানি, ফেরাউনের ধরংসের পর এবং তার রাজত্বের অবসানে ইহুদীদের মিত্র আরেক গোত্র মিশর দখল করেছিল। এ আয়াতে উল্লেখিত 'দেশ' শব্দটি মিশরকে বুঝায় না, বরং 'পবিত্র ভূমি' বুঝায়, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বাঙ্কে ইস্রাইল জাতিকে দেয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সেই ভূমির অর্থাৎ ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিল।

১০৩৮। 'সানাহ' একবচন, বহুবচনে 'সিনীন' অর্থ-সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সাধারণ আবর্তন। এটি 'আম' এর সমার্থবোধক। তবে প্রত্যেক 'সানাহ'-ই 'আম' কিন্তু প্রত্যেক 'আম' 'সানাহ', নয়। 'সানাহ', 'আম' (যা আরবী বার মাসের সমষ্টিক্রপে প্রয়োগ হয়ে থাকে), হতে দীর্ঘতর কিন্তু 'সানাহ' চন্দের দ্বাদশ আবর্তন এর জন্যও প্রযোজ্য। ইমাম রাগেব এর মতে 'সানাহ' শব্দের ব্যবহারে এমন বছর বুঝায় যে সময়ে মুশকিল বা প্রতিবন্ধক, বা খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং 'আম' ব্যবহার দ্বারা একপ বছরকে বুঝায়, যা উপায়- উপকরণে প্রাচুর্য আনয়ন করে এবং লতা-পাতাসমূহ ও গবাদি খাদ্যের ত্বকাদিতে প্রতুলতা নিয়ে আসে। 'সানাহ' শব্দের অর্থ খরা বা উষরও হয়। এক কথায় এ আয়াত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা করেছে।

১০৩৯। 'তায়ের' শব্দের অর্থ, শুভ বা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস, মঙ্গল অথবা অঙ্গলের পূর্বলক্ষণ, দুর্ভাগ্য বা দূরদৃষ্ট (লেইন)।

১৩৩। আর তারা বললো, 'আমাদেরকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে তুমি যত নির্দেশনই নিয়ে আস না কেন' আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না।'

১৩৪। আমরা তখন তাদের ওপর ^৩বড়তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত (ক্ষরণজনিত বিপর্যয়) ^{১০৪০} পাঠালাম। (এসব ছিল) ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশন। তবুও তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।

১৩৫। আর তাদের ওপর ^৪যখনই শাস্তি নেমে আসতো তারা বলতো, 'হে মুসা! তোমার সাথে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃত অঙ্গীকারের দোহাই দিয়ে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। তুমি আমাদের ওপর থেকে এ শাস্তি দূর করে দিলে আমরা নিশ্চয় তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে অবশ্যই তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।'

১৩৬। কিন্তু তাদের (নির্ধারিত মেয়াদকাল পর্যন্ত) ^{১০৪১} [৫] পৌছানোর পূর্বে আমরা ^৫যখন এক সময় পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে শাস্তি দূর করে দিলাম তখন তারা তৎক্ষণাত্ম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলো।

১৩৭। অতএব ^৬আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমাদের নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেগুলোর প্রতি ছিল উদাসীন।

১৩৮। আর যেসব লোককে দুর্বল মনে করা হয়েছিল আমরা তাদেরকে (সেই) দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের উত্তরাধিকারী ^{১০৪২} করে দিলাম যাকে আমরা বরকতমণ্ডিত ^{১০৪৩} করেছিলাম এবং বনী ইসরাইলের অনুকূলে তাদের ধৈর্য ধরার

দেখুন : ক. ১০৪৭৯; খ. ১৭৪১০২; ৮৩৪৯; গ. ৮৩৪৫০; ঘ. ৮৩৪৫; ঙ. ৮৩৪৫৬; চ. ২৮৪৬।

১০৪০। বাইবেল লাঠি এবং সাদা হাত ছাড়া দশটি নির্দেশনের কথা উল্লেখ করেছে (যাত্রা পুস্তক-৭৪১১)। নির্দেশন সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা অত্যধিক অতিরিক্ত।

১০৪১। 'আজল' শব্দের অর্থ, 'নির্দিষ্ট কাল' এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা(২৪২৩২)। অনুতাপ করার জন্য এবং মুসা (আঃ) এর দাবী মেনে নিতে ফেরাউনকে সুযোগ দেয়ার জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি দূরীভূত করা হয়েছিল।

১০৪২। 'দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের' এই উক্তির সমার্থ আরবী ভাষার বাগধারা অনুযায়ী সমস্ত দেশকে বুবায়।

১০৪৩। পবিত্র ভূমি, যা হ্যরত ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধরদের জন্য প্রতিশ্রুত ছিল(৫৪২২)। এ ভূমিকে বরকতমণ্ডিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কারণ এটাই সেই ভূমি যেখানে ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠালাভ ও সমৃদ্ধ হওয়া এবং এক বিরাট জাতিতে পরিণত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَّةٍ
لَتَسْحَرَنَا بِهَا، فَمَا تَحْنَ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ^(১১)

فَأَزْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَ
الْقُمَلَ وَالضَّفَادَ وَ الدَّمَ أَيْتَ
مُفَصَّلٍ تَفَسَّرْتَ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا
قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ^(১২)

وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَمْوُسَى اذْءُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ
عَنْدَكَ، لَيْسَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
كَنُؤْمَنْ لَكَ وَ لَنْزِلْنَ مَعَكَ
بَيْنِ إِشْرَاءِ يَلَ ^(১৩)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى آجَيلٍ
هُمْ بِالْغَوْهَرَادَأْ هُمْ يَئْكُثُونَ ^(১৪)

فَأَنْتَقْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي
الْبَيْمَ يَا نَهْمَ كَذَبُوا بِإِيمَنِنَا وَ
كَانُوا عَنْهَا غَفِيلِينَ ^(১৫)

وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُشَتَّضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَرَخْنَا فِيهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَيْنِ إِشْرَاءِ يَلَ ^(১৬)

চতুর্থ

কারণে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সব কল্যাণবাণী পূর্ণ হলো।
আর ফেরাউন ও তার জাতি যে (সব) স্থাপনা গড়ে তুলেছিল
এবং উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল আমরা তা ধ্বংস করে
দিলাম।

১৩৯। আর আমরা বনী ইস্রাইলকে সাগর পার করিয়ে
দিলাম। তখন তারা এমন এক জাতির কাছে এল যারা তাদের
প্রতিমাণলোর সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসা ছিল। তারা বললো,
'হে মূসা! তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের
জন্যও তেমনি একটি উপাস্য বানিয়ে দাও।' সে বললো,
'নিশ্চয় তোমরা এক বড় অজ্ঞ জাতি।'

১৪০। নিশ্চয় এসব লোক যা নিয়ে পড়ে রয়েছে তা অবশ্যই
ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তারা যেসব কার্যকলাপ করছে তা
বৃথা যাবে।'

১৪১। ক্ষে (আরো) বললো, 'আমি কি তোমাদের জন্য
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য চাইতে পারি, অথচ তিনিই
(সমসাময়িক) বিশ্বজগতের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব
দিয়েছেন?'

১৪২। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) আমরা^g তোমাদেরকে
যখন ফেরাউনের জাতির কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম।
তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তি দিত। তারা
তোমাদের পুত্রদের নির্দয়ভাবে হত্যা করতো এবং তোমাদের
নারীদের জীবিত রাখতো। আর এতে তোমাদের প্রভু-
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছিল এক মহা
পরীক্ষা।

১৪৩। আর^h আমরা মূসাকে ত্রিশ রাতের প্রতিশ্রূতি
দিয়েছিলাম এবং সেই (রাত) গুলোকে আমরা (আরো) দশ
দিয়ে পূর্ণ করেছিলাম^{১০৪৪}। এভাবে তার প্রভু-প্রতিপালকের
নির্ধারিত সময় চলিশ রাতে পূর্ণ হলো। আর মূসা তার ভাই
হারুনকে বললো, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির
মাঝে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ^{১০৪৫} (তাদের) সংশোধন
করবে এবং বিশ্বজগতের পথ অনুসরণ করবে না।'

দেখুন : ক. ৬৪১৫, ১৬৫; খ. ২৪৪৮; ৩৪৩৪; গ. ২৪৫০; ৭৪১২৮; ১৪৪৭; ২৪৪৫; ঘ. ২৪৫২।

১০৪৪। আল্লাহ তাআলার সাথে হ্যরত মূসা (আঃ) এর বাক্যালাপ প্রতিশ্রূত ত্রিশ রাত্রিতে শেষ হয়েছিল। বর্দিত দশ রাত্রি প্রতিশ্রূতির
অংশ নয়, অতিরিক্ত অনুগ্রহ।

১০৪৫। এ উক্তিতে প্রতীয়মান হয়, হারুন (আঃ) হ্যরত মূসা(আঃ) এর অধীনে ছিলেন। মূসা(আঃ) ইহুদীদেরকে 'আমার জাতি' বলে
ডাকলেন এবং হারুন (আঃ)কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ তিনি (হারুন) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভারপ্রাপ্ত
কার্য-নির্বাহী হবেন।

صَبَرُوا وَ دَمِّنَ مَا كَانَ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَ قَوْمَهُ وَ مَا كَانُوا
يَعْرِشُونَⁱ

وَ جَاءَ وَزْنًا يَبْيَنِي إِشْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتَاهُو أَعْلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى آصْنَامِ
لَهُمْ ۖ قَاتُوا يَمْوَسَى أَجْعَلَ لَنَّا إِلَهًا
كَمَا لَهُمْ أَلْهَمَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ^j

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّئِينَ مِنْهُمْ فِيهِ وَ بِطْلٌ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^k

قَالَ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِيْكُمْ رَالْهَا وَ هُوَ
فَضْلُكُمْ عَلَى الْغَلَمِينَ^l

وَ إِذَا أَتْجَيْنَكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتَلُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيِيْنَ نِسَاءَكُمْ
وَ فِي ذِرْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ^m

وَ دَعَذْنَا مُؤْسِي شَلَّيْنَ لَيْلَةً وَ
آثَمَهُنَّاهَا يَعْشِرُ فَتَمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۖ وَ قَالَ مُؤْسِي لَأَخْبِي
هُرُونَ أَخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحُ وَلَا
تَتَّقِعُ سَيِّئَ الْمُفْسِدِينَⁿ

১৪৪। আর ‘মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে (নির্ধারিত স্থানে) এল এবং তার প্রভু-প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার কাছে ধরা দাও যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই।’ তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না’^{১০৪৬}। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, এরপর তা যদি নিজ জায়গায় স্থির থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।’ এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক যখন (সেই) পাহাড়ে নিজ জ্যোতির্বিকাশ ঘটালেন এবং তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন^{১০৪৭} তখন মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এরপর সে যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল সে বললো, ‘তুমি পরম পবিত্র। আমি অনুত্পন্ন হয়ে তোমার দিকেই ফিরে এলাম এবং আমি মুমিনদের মাঝে প্রথম’।

দেখুন : ক. ২৪২৫৪; ৪১৬৫।

১০৪৬। এ আয়াত ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করেছে। জাগতিক চর্ম চক্ষের পক্ষে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। উক্ত আয়াত থেকে এ ধরনের মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না যে জড় চক্ষুতে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টিগোচর হন (৬:১০৪)। আল্লাহকে দেখাতো দূরের কথা, ভৌতিক চোখে ফিরিশ্তাদেরকেও দেখা যায় না। আমরা কেবল প্রকাশিত বিষয়াদির মাঝে তাদের প্রকাশ দেখতে পাই। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রকাশিত গুণাবলী দেখা যায়, স্বয়ং আল্লাহকে নয়। অতএব মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহর এক মহান নবী আল্লাহ্ তাআলার সিফ্ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অসম্ভব বা অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এটা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। মূসা (আঃ) জানতেন, তিনি শুধু আল্লাহর নির্দর্শন দেখতে পারেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্দর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মূসা (আঃ) যে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখার জন্য আবদার করেছিলেন এ বলে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার কাছে ধরা দাও’ তা দিয়ে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? এ প্রার্থনা মনে হয় আল্লাহ্ তাআলার সিফ্তের পূর্ণ প্রকাশ যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এর সভার মাঝে প্রকাশিত হওয়ার ছিল, সে দিকে ইঙ্গিত করছে। হ্যরত মূসা (আঃ)কে পূর্বেই প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছিল যে ইসরাইলীদের ভাইদের মধ্য থেকে এক মহান নবীর অবির্ভাব হবে যার মুখে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বাণী দিবেন (দ্বিতীয় বিবরণ - ১৮:১৮-২২)। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে মূসা (আঃ) এর নিকট আল্লাহ্ তাআলার যে রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে অধিক ও পূর্ণতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রূতি নিহিত ছিল। এ কারণে স্বত্বাবতই মূসা (আঃ) দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে কেমন সেই প্রতিশ্রূত মহিমাময় ও সুন্দর জ্যোতি, যে রূপে আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবেন। হ্যরত মূসা (আঃ) সেই গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমাময় রূপের এক ঝলক দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার সেই গৌরবোদ্দীপ্ত মহান রূপের প্রকাশ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তাঁর হস্তয় তা গ্রহণ বা সহ্য করতে পারবে না এবং এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রকাশের জন্য পাহাড়কে পছন্দ করেছিলেন। পাহাড় প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠেলো এবং এরপ মনে হয়েছিল যেন খন্দ-বিখন্দ হয়ে ভেঙ্গে পড়লো এবং হ্যরত মূসা (আঃ) কম্পনের প্রভাবে অভিভূত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করান হয়েছিল যে তিনি এত উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব অর্জন করেন নি যার ফলে তিনি সেই ঐশ্বী-নির্দর্শনের প্রকাশস্থলে পরিণত হতে পারেন, যা দেখার জন্য তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ বিশেষ অধিকার একমাত্র একজনের জন্য রাক্ষিত ছিল যিনি হ্যরত মূসা(আঃ) অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সেরা মানবকূল শিরোমণি মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)। হ্যরত মূসা (আঃ) এর আবেদন এ প্রেক্ষিতেও হতে পারে যে ইহুদী প্রধানগণ নগচোখে আল্লাহকে দেখবার জন্য দাবী জানিয়ে চাপ দিচ্ছিল(২৪৫৬)। তাঁর উক্ত অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হতে মূসা (আঃ) উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর আবেদন সময়োপযোগী ছিল না। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বতৎক্ষর্তভাবে উচ্চংবরে ঘোষণা করেছিলেন ‘আমি অনুত্পন্ন হয়ে তোমার দিকেই ফিরে এলাম এবং আমি মুমিনদের মাঝে প্রথম’, যার মর্ম হলো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মহান ঐশ্বী মর্যাদাপূর্ণ গৌরবময় গুণের বিকাশস্থল যা প্রতিশ্রূত মহানবী (সাঃ) এর হস্তয় হওয়ার ছিল তা ধারণ করার মত ক্ষমতা মূসা (আঃ) এর ছিল না এবং তিনিই প্রথম সৈয়দ এনেছিলেন সেই মহানবীর উচ্চতম আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি, যে উচ্চ মাকামে তাঁর (সাঃ) পৌঁছা অবধারিত ছিল। হ্যরত মহানবী (সাঃ) এর প্রতি মূসা (আঃ) এর এ বিশ্বাস সম্বন্ধে ৪৬:১ আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

১০৪৭। উক্ত পাহাড় বাস্তবে খন্দ-বিখন্দ হয়নি। ভূমিকম্পের প্রচন্ডতা প্রকাশের জন্য শব্দগুলো আলঞ্চারিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, যাত্রাপুস্তক-২৪:১৮)।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَةً
رَبِّهِ قَالَ رَبِّي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
قَالَ لَئِنْ تَرَسِّنِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنْ أَشْتَرَرَ مَحَانَةً فَسَوْفَ تَرَسِّنِي
فَلَمَّا تَجَلَّ رَبِّهِ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَعْيَّا
وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ
سُبْحَنَكَ تُبَثُّ إِلَيْكَ وَآتَا أَوْلَى
الْمُؤْمِنِينَ

১৪৫। তিনি বললেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার রিসালাত ও বাণীর মাধ্যমে তোমাকে (সমকালীন) মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অতএব আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা আঁকড়ে ধর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও^{১০৪৮}।'

১৪৬। আর ^{*}আমরা ফলকে তার জন্য সব কিছু লিখে রেখেছিলাম, (যা ছিল) উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুর^{১০৪৯} ব্যাখ্যা^{১০৫০}। আর (আমরা বলেছিলাম), এ (উপদেশ)গুলোকে আঁকড়ে ধর এবং তোমার জাতিকে (এর) সর্বোত্তম দিকগুলো^{১০৫১} অবলম্বন করার আদেশ দাও। অচিরেই আমি দুর্কর্মকারীদের বাসস্থান^{১০৫২} তোমাদের দেখিয়ে দিব।'

১৪৭। যারা অন্যায়ভাবে প্রথিবীতে অহংকার করে বেড়ায় আমি অচিরেই তাদের (দৃষ্টি) আমার নির্দর্শনাবলী থেকে সরিয়ে দিব। আর ^{*}তারা সব নির্দর্শন দেখলেও সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না। আর তারা সোজা সঠিক পথ দেখলেও তারা তা পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা বিপথগামিতার পথ দেখলে তা পথ হিসাবে অবলম্বন করবে। এর কারণ হলো, তারা আমাদের নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তারা ছিল এ ব্যাপারে উদাসীন।

দেখুন : ক. ৬৪১৫৫; খ. ৬৪২৬।

১০৪৮। আয়তে প্রতিপন্ন হয় যে হ্যরত ইসমাইলের বৎশে আবির্ভূত হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর জন্য অবধারিত উচ্চ আধ্যাত্মিক মাকাম ও শান যে স্থানে হ্যরত মূসা(আঃ) এর উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না, তা উপলব্ধি করাবার পর আল্লাহ তাআলা হ্যরত মূসা (আঃ) কে সান্ত্বনা দান করেছিলেন। সেই 'মহান নবীর' জন্য সংরক্ষিত সর্বোচ্চ ঘর্যাদাপূর্ণ মাকাম এর প্রতি লোলুপ না হওয়ার জন্য মূসা (আঃ) নির্দেশিত হয়েছিলেন বরং যে মাকাম তাঁকে আগে দান করা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁর উচিত।

১০৪৯। 'কাতাবনা' শব্দের অর্থ—আমরা লিখেছিলাম, ধার্য করেছিলাম, ভাগ্য স্থির করে দিয়েছিলাম বা বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ করে দিয়েছিলাম (লেইন)।

১০৫০। ইসরাইলীদের প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১০৫১। এখানে হ্যরত মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁর জাতিকে উচ্চতর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে উদ্বৃদ্ধ করার জন্য এবং দুর্বল ঈমানের লোকদের উদ্দেশ্যে দেয়া আদেশ পালন করেই তারা যেন সন্তুষ্ট না থাকে।

১০৫২। 'দার' শব্দের অর্থ এখানে আবাসস্থল বা স্বাভাবিক আবাস বা বিচরণস্থল। এ উক্তি 'অচিরেই আমি দুর্কর্মকারীদের বাসস্থান তোমাদের দেখিয়ে দিব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে শীঘ্রই বিশ্বাসীদেরকে অবাধ্য লোকদের নিকট থেকে পৃথক করে দেখানো হবে।

فَإِنَّ يُمُوسَى لِيَقِنَّ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِّ سُلْطَنِي وَبِكَلَّاجِينِ فَخُذْ مَا أَتَيْتَكَ
وَكُنْ مِّنَ الشَّكِيرِينَ^②

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ مَا
يُقْوَةٌ وَأَمْزِقْ تَوْمَكَ يَا حُذْدَهَا
إِنَّ حَسِنَهَا سَأُورِيَّغَمَدَادَ الْفِسِيقَيْنَ^③

سَاصِرِفْ عَنِ الْيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ
أَيْةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا جَوَانِيَّرَوَا سِيَّيلَ
الرُّشِيدِ لَا يَتَخَذِّدُهُ سِيَّيلَاجَ وَإِنْ يَرَوْا
سِيَّيلَ الْغَيِّيَّ يَتَخَذِّدُهُ سِيَّيلَادَ دَلِيلَ
إِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاِيَّتَنَا وَكَانُوا
عَنْهُمَا غَفِيلِيَّنَ^④

[৬]
৭

১৪৮। আর *ঘারা আমাদের নির্দশনাবলী ও পরকালের সাক্ষাতের (বিষয়টি) প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্ম নিষ্কল হয়েছে। তাদেরকে কেবল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেয়া হবে।

১৪৯। আর *মুসার জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে (উপাস্যরূপে) এমন একটি বাচ্ছুর তৈরী করলো যা ছিল কেবল এক (নিজীব) দেহবিশেষ। এর থেকে বাচ্ছুরের (মত) শব্দ বের হতো। *তারা কি ভেবে দেখেনি, এটা তাদের সাথে কোন কথাও বলে না^{১০৫০} এবং তাদের কোন (সৎ) পথও দেখায় না? তারা এটাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল। আর তারা ছিল যালেম।

১৫০। আর তারা যখন লজ্জিত হলো^{১০৫৪} এবং দেখতে পেল নিশ্চয় তারা পথভূষ্ট হয়ে গেছে তারা বললো, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি কৃপা না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’

১৫১। আর *মুসা যখন রাগার্বিত অবস্থায় আক্ষেপ করতে করতে তার জাতির কাছে ফিরে এল তখন সে বললো, ‘তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে অতি জবন্য প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমরা কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করলে?’ আর সে ফলকগুলো (নিচে) রেখে দিল এবং *তার ভাইয়ের মাথার (চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টানতে লাগলো^{১০৫৫}। সে (মুসাকে) বললো, ‘হে আমার মায়ের ছেলে^{১০৫৬}! নিশ্চয় এ জাতি

দেখুন : ক. ৩১১২; ৫১১; ৭১৩৭; ২১৪৭৮; খ. ২১৫২, ৯৩; ৪১৫৪; ৭১৫৩; ২০৪৮৯; গ. ২০৪৯০; ঘ. ২০৪৮৭; ঙ. ২০৪৯৫।

১০৫৫। আল্লাহ কেবল তখনই এক জীবন্ত খোদা প্রমাণিত হন, তিনি যদি তাঁর বান্দাদের সাথে কথা বলতেন, কিন্তু এখন তিনি মূক হয়ে গেছেন, এটা কোন যুক্তিতে ঢিকে না। আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর কোন একটি বাতিল হয়ে যেতে পারে এমন ধারণাও করা যায় না। অতীতে যেমন ঐশীবাণী লাভ হতো, এখনো আল্লাহ তাআলার ওহী-ইলাহাম প্রাপ্তির অনুগ্রহ অর্জন তেমনি সম্ভব। ঐশীবাণী শুধু বিধানই বহন করে এমন নয়, এটি আধ্যাত্মিক জীবনে সজীবতা সঞ্চারিত করে এবং মানবকে তার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।

১০৫৬। আয়াতের আরবী বাগ্বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ‘সুকিতা ফি আইদিহীম’—এ উক্তির অর্থ—তাদেরকে নিজ হাতে ফেলে দেয়া হলো, তারা অনুতপ্ত হয়েছিল, অনুত্তাপে নিজেদের হাত কচলাতে লাগলো। আরবরা অনুত্পকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘সুকিতা ফি ইয়াদিহী’ বলে থাকে (লেইন)।

১০৫৫। হ্যরত মুসা(আঃ) তাঁর ভাই হারুন (আঃ)কে মাথা ধরে টেনেছিলেন সেভাবে নয়, যেভাবে বাইবেলে এ সংবন্ধে উল্লেখ রয়েছে (যাত্রা পুস্তক-৩২:২৪) যে তিনি গো-শাবকের পূজা করা সমর্থন করেছিলেন, বরং এ জন্য যে তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে উক্ত পূজা থেকে সফলতার সঙ্গে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মুসা(আঃ) এর পক্ষে ত্রুদ্ধ হওয়া ন্যায় ছিল, কোন ধর্মীয় নিয়ম বা বিধান পরিপন্থী অপরাধ হারুন(আঃ) কর্তৃক হয়েছিল বলে নয়, হ্যরত মুসা (আঃ) এর অনুপস্থিতিতে যথাযথরূপে কর্তব্য সম্পাদনে অপারগতার কারণে। তাঁর ক্রোধ ন্যায়সংগত ছিল। কারণ এক জবন্য অপবিত্রকরণ ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছিল এবং মুসা (আঃ) এর জীবনের সম্পূর্ণ কর্মসূচী বুকির সম্মুখীন হয়েছিল।

১০৫৬। হ্যরত হারুন (আঃ) মুসা (আঃ) এর ভাস্তুবাসল্য ও কোমল অনুভূতিতে মর্মস্পর্শী আবেদন করেছিলেন।

وَالَّذِينَ حَذَّبُوا بِأَيْتِنَا وَلَقَاءَ
الْآخِرَةِ حَيْطَثُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجَزِّدُنَا لَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑥

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ
حُلِيلِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوازٌ أَلْمَ
يَرَوَا أَنَّهُ كَمَا يُحَلِّمُهُمْ وَلَا يَمْهُدُهُمْ
سَمِينِلًا مِنْ تَخْذُوهُ وَكَانُوا ظَلِيمِينَ ⑦

وَلَمَّا سُقطَ فِي آيَتِهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ
قُدْصَلُونَ لَقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا
رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑧

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَ كَانَ
آسِفًا । قَالَ إِنْسَمَا حَلَفْتُمُونِي مِنْ
بَعْدِي । أَعْجَلْتُمْ أَمْرَرَ تَكْمِهِ । وَالْقَيْ
الْأَلْوَاهَ وَأَخْذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَمْرُّهُ
إِلَيْهِ । قَالَ ابْنُ أَمْرَ رَأَنَّ الْقَوْمَ

আমাকে অসহায় করে দিয়েছিল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে শক্রদের কাছে হাসির পাত্র বানিও না এবং আমাকে যালেম লোকদের একজন বলে গণ্য করো না।'

১৫২। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের [৪] উভয়কে তোমার কৃপার গভীভুক্ত কর। কেননা তুমি দয়ালুদের [৮] মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১৫৩। নিশ্চয় যারা বাচ্চুরকে^{১০৫৭} (উপাস্য) বানিয়ে বসেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপর অবশ্যই ক্রোধ নেমে আসবে এবং ইহকালে (তাদের জন্য) রয়েছে লাঞ্ছন। আর মিথ্যা উদ্ভাবনকারীদেরকে এভাবেই আমরা প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫৪। আর যারা মন্দ কাজ করার পর তওবা করে (ফিরে আসে) এবং দ্টমান আনে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ (তওবার) পর অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৫৫। আর মূসার রাগ যখন প্রশংসিত হলো সে ফলকগুলো তুলে নিল। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে 'তাদের জন্য এ (ফলকে) লিপিবদ্ধ বিষয়াবলীতে ছিল হেদয়াত ও কৃপা।

১৫৬। আর মূসা আমাদের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাবার জন্য তার জাতির সত্ত্বরজন লোককে বেছে নিল। এরপর ভূমিকম্প যখন তাদের আঘাত হানলো^{১০৫৭-ক} সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি চাইলে এদেরকে এবং আমাকে পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের নির্বোধদের কৃতকর্মের জন্য তুমি কি আমাদের ধ্বংস করে দিবে? এ যে তোমার পক্ষ থেকে কেবল এক পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও

দেখুন : ক. ২৪৫২, ৯৩; ৪৪১৫৪; ৭৪১৪৯; ২০৪৯; খ. ৫৪৪০; ১৬৪১২০; গ. ৫৪৪৫; ৬৪৯২; ঘ. ১৩৪২৮।

১০৫৭। বাচ্চুরের পূজা করার মত দুর্কর্মে হারুন (আঃ) এর সহযোগিতার দোষারোপজনিত বাইবেলের বিবরণ নিচয় বিভ্রান্তিকর (এনসাইক্লো বিব-১ম-কলঃ২)।

১০৫৭-ক। ভূকম্পন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার। হ্যরত মূসা (আঃ) ত্য করেছিলেন যে তাঁর জাতির পাপাচারের কারণে এটা ঐশ্বী-শান্তি ছিল।

اَسْتَضْعِفُنِي وَكَاهْدَا يَقْتَلُونِي ۝
فَلَا تُشِيدُ بِي اَلْعَذَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الظَّالِمِينَ^(১)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَلَا كَاهْنِي وَأَذْخِلْنِي فِي
الْحَمِّيلَ ۝ وَأَنْتَ أَذْهَمُ الْمُجْمِيْنَ^(২)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِعْجَدَ سَيِّئَاتٍ لَهُمْ
عَصَبَ ۝ مَنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا ۝ وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ^(৩)

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
مُثْبِعِهِمَا ۝ اَمْنُوا ۝ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهِمَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ^(৪)

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ اَخَذَ
اَلْأَلْوَاحَ ۝ وَفِي نُسْخَتِهَا هَذَيْ ۝ وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ^(৫)

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا
لِّمِيقَاتِنَا ۝ فَلَمَّا آتَهُمْ الرَّجْفَةَ
قَالَ رَبِّ لَوْشِئَتَ آهْلَكْتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ
رَأَيَّا يَدَاهُمْ لِعْنَانًا ۝ مَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنْ
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۝ مُتُضَلِّلٍ بِهَا مَنْ تَشَاءُ^(৬)

পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাকে চাও পথ দেখাও। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি কৃপা কর। আর তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

১৫৭। আর [‘]তুমি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে এবং পরকালেও কল্যাণ নির্ধারিত কর। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (তওবা করে) এসে গেছি।’ তিনি বললেন, [‘]আমি যাকে চাই আমার আয়াবে জর্জরিত করি। কিন্তু [‘]আমার কৃপা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অতএব আমি এ (কৃপা) অবশ্যই তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে,

★ ১৫৮। যারা এ রসূলকে (তথা) এ [‘]উম্মী নবীকে^{১০৫৮}

করে, ([‘]যার উল্লেখ) তারা তাদের কাছে বিদ্যমান

দেখুন : ক. ২৪২০২; খ. ২৪২৮৫; ৫৪১; গ. ৪০৪৮; ঘ. ২৯৪৪৯; ৪২৪৫৩; ৬২৪৩।

১০৫৮। উম্মী অর্থ-মাতার অংশস্বরূপ বা অঙ্গীভূত হওয়া বা অধিকারভূত হওয়া অর্থাৎ মায়ের বুকের শিশু যেমন নির্দোষ নিষ্পাপ। এমন ব্যক্তি যে ঐশ্বী প্রাত্মের অধিকারী নয়, বিশেষভাবে একজন আরববাসী। এমন ব্যক্তি যে লিখতে বা পড়তে জানে না, যারা উম্মুল-কুরা অর্থাৎ জনপদ-জননী মক্কার অধিবাসী হিসাবে পরিচিত।

“উম্মী” শব্দ যদি নিরক্ষর (অর্থাৎ যে লেখাপড়া জানে না) অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় যে যদিও মহানবী (সা:) কোন প্রকারের লেখা-পড়াই করেন নি এবং নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি আল্লাহ তাআলা তাকে অনুগ্রহপূর্বক এমন জ্ঞান প্রদান করেছিলেন যা দিয়ে আঁ হ্যরত (সা:) অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানী, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থার লোকদেরকেও পথনির্দেশ ও আলোর সন্ধান দিতে পারতেন। কিছু কিছু খৃষ্টান লেখক নবী করীম (সা:) এর নিরক্ষর হওয়ার বাস্তব ঘটনাকে সন্দেহ করার ভাব করেছেন। রেভারেন্ড হোয়েরী তার রচি- (কুরআন মজীদ এর) ভাষ্যে মন্তব্য করেছেনঃ-

“ইহা কি সম্ভব ছিল যে আলীর সাথে অভিন্ন পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে আলী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন, কিন্তু তিনি অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই? বছরের পর বছর ধরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সওদাগরী ব্যবসায় দক্ষতার সহিত তিনি কি অক্ষর-জ্ঞান ছাড়াই পরিচালনা করিয়াছিলেন? তিনি যে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন ইহা তাঁহার শেষ বছরগুলিতে প্রমাণিত। হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি তাঁহার সাহাৰা এবং অন্যতম সচীয় মুয়াবিয়াকে বলিয়াছিলেনঃ ‘বা’কে সৱলভাবে টান এবং ‘সীন’কে স্পষ্টরূপে বিভক্ত কর ইত্যাদি এবং তাঁহার বিদ্যায় মুহূর্তে তিনি লেখার সরঞ্জামাদি চাহিয়াছিলেন। কাতেব বা শ্রতিলেখকদিগুকে ব্যবহার তাঁহার লিখিতে জানার বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী যুক্তি নহে। কারণ অনুরূপভাবে কাতেবের ব্যবহার সেই যুগে সাধারণ ছিল, এমনকি জ্ঞানী প্রতিদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।” কিন্তু এটা একটা দুর্বল যুক্তির অবতারণা যে যেহেতু নবী করীম (সা:) “আলী (রাঃ) এর সাথে একই পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন সেহেতু তিনি পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন,” বা সেই কারণে তাঁরও পড়া লেখা জানা সম্ভব ছিল। ইহা কেবল রেভারেন্ড অন্দলোকের পক্ষে মহানবী (সা:) এর জীবনের প্রাথমিক ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। হ্যরত আলী (রাঃ) এবং নবী করীম (সা:) তাঁদের বয়সের অনেক বছর ব্যবধান হওয়ার কারণে একত্রে লালিত-পালিত হতে পারেন না। আলী (রাঃ) থেকে আঁ হ্যরত (সা:) উনত্রিশ বছরের বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। হ্যরত নবী করীম (সা:) এবং হ্যরত আলী (রাঃ) এর এক সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার যুক্তিতে হস্তক্ষেপ না করলে তাঁদের দু’জনের বয়সের বিরাট পার্থক্য দ্বারা স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে নাকচ হয়ে যায়, হ্যরত আলীই বরং হ্যরত নবী আকরম (সা:) এর গৃহে এবং তাঁরই নিজের লালনে ও তদ্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (হিশাম)। আঁ হ্যরত (সা:) তাঁর চাচা আবু তালেবের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তখন, যখন তিনি অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক ছিলেন। আবু তালেব শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য উপলক্ষ্মি করতেন না এবং তাঁর সময়ে তাঁদের অধিকারভূত সম্পত্তি খুব একটা সোপার্জিত সম্পদরূপে বিবেচিত হতো না। অতএব পরিত্র মহানবী (সা:) আবু তালেবের গৃহে নিরক্ষরই রয়ে গেলেন। কিন্তু হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর গৃহে হ্যরত আলী প্রতিপালিত হয়েছিলেন। খ্যাতনামা ধনী মহিলা খদীজা (রাঃ) এর সাথে তাঁর (সা:) বিয়ে হওয়ার কারণে প্রচুর সম্পদ তাঁর হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনিও বুঝেছিলেন সুশিক্ষা কীরুপ অমূল্য বস্তু। সুতরাং তাঁর প্রয়োগে ও মহান প্রভাবাধীনে আলী সেই যুগের বিবেচনা মতে স্বাভাবিকরূপে সুশিক্ষিত যুবকে পরিণত হলেন।

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ مَا أَنْتَ وَلِيْئَنْ
فَاغْفِرْلَنَا وَأَذْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْعَافِرِينَ^(১)

وَأَكْتَبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ رَأَى هَذِهِ إِلَيْكَ مَقَالَ
عَذَّابِيْ أَصِيبَ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِيْ
وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَفْسَادَهَا
لِلَّذِينَ يَتَّقْوَنَ وَمُؤْتَوْنَ الرَّزْكَوَةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِهِ مُنْوَنَ^(২)

آلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ التَّيِّ

তওরাত ও ইন্জীলে ১০৫৯ লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। খ্সে
তাদের সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে তাদের
নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল ঘোষণা
করে, অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে,
তাদের ওপর চেপে থাকা বোৰা এবং তাদের গলার বেড়ি
থেকে তাদের মুক্তি দেয়। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান
আনে, তাকে সম্মান দেয় ও সাহায্য করে এবং যে নূর তার
[৬] ১৯ সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে এর অনুসরণ করে, এরাই সফল
হবে'।

أَلْرَجِيَّ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْهُمْ فِي التَّوْزِيَةِ وَالْأَنْجِيلِ؛
يَا مُرْسِلُهُمْ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّبِيتَ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْغَبَيْثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَأَلْعَلِّ الَّتِي گান্থ
عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ أَمْنَوْا إِيمَانَهُمْ وَعَزَّزُوا
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، لَذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

দেখুন : ক. ৪৮:৩০; খ. ৩:১০৫।

হোয়েরী সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নিরক্ষর হতেন অর্থাৎ লিখতে এবং পড়তে না জানতেন তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে একপ খ্যাতিসম্পন্ন ও সফল ব্যবসায়ী হ'তে পারতেন না। তার এ ধারণার জন্ম হয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর যুগের উন্নত কৃতকার্য ব্যবসায়ী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাহেতু। হোয়েরী সাহেব একপ আপত্তি উত্থাপন করতেন না, তিনি যদি জানতেন যে এ বিংশ-শতাব্দীতেও এশিয়ায় এমন অনেক উচ্চ স্তরের অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী রয়েছে যারা এমন কি প্রাথমিক শিক্ষাও পাননি। মহানবী (সাঃ) এর সময়ে মুক্তাতে বিদ্যাশিক্ষা খুব একটা সুনজরে দেখা হতো না। অল্পসংখ্যক লোকেই লিখতে ও পড়তে জানতো। কিন্তু অনেক লোকই জাঁকালো ও সমৃদ্ধ ব্যবসা সফল ও সার্থকভাবে পরিচালনা করতো। আরবে সেই যুগে ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বিদ্যা শিক্ষা অপরিহার্য শর্ত বা যোগ্যতারূপে বিবেচিত হতো না। অধিকন্তু খনীজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে মাইসারাহ নামের এক কৃতদাস দিয়েছিলেন, যে সকল সওদাগরী সফরে তাঁর সঙ্গে থাকতো আর সে পড়ালেখাও জানতো। এ বাস্তব ঘটনা হোয়েরী সাহেবের মন্তব্যের ভিত্তিকে ভূমিকাও করে দেয়।

নবী করীম (সাঃ) মুয়াবিয়াকে 'বা' এবং 'সীন' সঠিকভাবে লিখতে যে আদেশ দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হাদীসটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। আরবাসীয়দের শাসন আমলে উমাইয়াদেরকে হেয় ও খাটো করার জন্য অনেক বর্ণনা হাদীস শরীফে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। উচ্চ হাদীসে এটা দেখাবার প্রচেষ্টা হয়েছে যে খ্যাতিমান উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট এক প্রধান ব্যক্তি মুয়াবিয়ার মত লোকও নেহায়েত অল্প শিক্ষার মানুষ ছিল, যে নাকি 'বে' এবং 'সীন' এর মত সহজ অক্ষরকেও শুন্দরভাবে লিখতে পারতো না। যা হোক বর্ণিত হাদীসটি যদি নির্ভরযোগ্য বলেও প্রমাণিত হয় তাতেও প্রতিপন্থ হয় না যে আঁ হ্যরত (সাঃ) লিখা-পড়া জানতেন। কেননা অপরের দ্বারা কুরআন লেখাতে লেখাতে তিনি এত বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন যে আরবী বর্ণের সাধারণ গঠনপ্রণালীর সাথে পরিচিত হয়ে যাওয়া এবং কোন শব্দ সঠিকভাবে লিখিবার নির্দেশ দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে কাগজ-কলম আনতে বলেছিলেন, এ বাস্তব ঘটনাও হোয়েরী সাহেবের অনুমানকে সমর্থন করে না। ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে যখনই আঁ হ্যরত (সাঃ) এর নিকট কোন আয়ত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি কাগজ-কলম আনতে বলতেন এবং তাঁর লেখকদের মাঝে একজনকে অবতীর্ণ হওয়া আয়ত লিখে নিতে নির্দেশ দিতেন। অতএব হ্যুর (সাঃ) কেবল কাগজ-কলম আনতে বলার কারণে প্রমাণিত হয় না যে তিনি নিজে লিখতে-পড়তে জানতেন। তার তর্কের সমর্থনে উত্থাপিত উক্তিটি অর্থাৎ 'পড় তোমার প্রভুর নামে' তার পক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করে না। ১৯:২ আয়তে ব্যবহৃত আরবী 'ইক্রা' (অর্থাৎ পড়) শব্দের অর্থ লিখিত কোন বিষয়কে কেবল পড়া বুঝায় না। এর অর্থ এও হয় যে অন্যের নিকট থেকে শুনে পুনরাবৃত্তি করা, পুনঃ পুনঃ উচ্চ কর্তৃত বলা বা পড়া। এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফ থেকে এ ঘটনার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হলো, প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় জিবরাইল ফিরিশ্তা 'ইক্রা' শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, কোন লিখা বস্তু নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে পড়ার জন্য এটা উপস্থাপন করেননি। তাঁকে শুধু বলা হয়েছিল মৌখিক পুনরাবৃত্তি করতে যা ফিরিশ্তা তাঁর নিকট আবৃত্তি করেছিলেন। অধিকন্তু কোন কোন খন্তান লেখকের দাবী হলো, নবী করীম (সাঃ) পড়ালেখা জানতেন না, এ ধারণার সূচনা হয়েছিল তাঁর পুনঃ পুনঃ এ দাবীর মাধ্যমে যে তিনি 'নিরক্ষর নবী' (অর্থাৎ উক্তি নবী)। এ দাবী যেমন বিশ্বাস্যকর তেমনি দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে তিনি যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর দিবা-

১৫৯। তুমি বল, ‘তে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য^{১০৩০} আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর রসূল। তিনি ছাড়া কেন উপাস্য নেই।’ তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর এ রসূল উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহতে ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে। আর তোমরা তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।’

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ رَبِّنِي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْكِمُ
وَيُمِيَّتُ مَا قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَّذِي الْأُمَّةِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
كَلِمَتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ^(১)

★ ১৬০। আর ‘মূসার জাতিতে (এমন) একদল ছিল যারা সত্যের মাধ্যমে পথ দেখাতো এবং এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার করতো^{১০৬১}।

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْدِلُونَ^(২)

১৬১। আর ‘আমরা তাদেরকে বারটি গোত্রে (তথা) জাতিতে বিভক্ত করেছি। আর মূসার কাছে ‘তার জাতি যখন পানি চাইলো তখন আমরা তার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, ‘তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরটিতে আঘাত কর^{১০৬১-ক}।

وَقَطَّعْنَاهُمْ أَثْنَتِي عَشْرَةَ آشِبَّاً طَّا
أُمَّمًا، وَآذَ حَيَّنَا رَأْلِي مُوسَىٰ إِذْ
اَشَّتَشَقَّهُ قَوْمَهُ آنَ ضَرِبَ بِعَصَاكَ

দেখুনঃ ক. ২১৪১০৮; ২৫৪২; ৩৪৪২৯; খ. ২৪২৫৯; ২৩৪১; ৪৪৪৯; ৫৭৪৩; গ. ৭৪৮২; ঘ. ৫৪১৩; ঙ. ২৪৬১।

রাত্রি বসবাস করতেন এবং যারা প্রতিদিন তাঁর (উক্ত দাবী মতে) পড়তে ও লিখতে দেখেছিল, তারা আবিষ্কার করতে পারলো না যে তিনি ‘উম্মী’ (নিরক্ষর) ছিলেন কি-না এবং তারা এ অন্ত বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েছিল শুধু তাঁর পুনঃ পুনঃ এ যোষণা বা দাবীর কারণে যে তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন! ‘হ্যরত রসূল করীম (সাঃ) এর শৃঙ্খলেখকের ব্যবহার দ্বারা তাঁর লিখন-বিদ্যা না জানা প্রমাণিত হয় না। কারণ কাতেব ব্যবহারের এরূপ রীতি সেই যুগে প্রচলিত ছিল, এমনকি সর্বাধিক বিদ্঵ান লোকদিগের মাঝেও ছিল’ হোয়েরী সাহেবের এ যুক্তির্ক আরব এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অঙ্গতার পরিচায়ক। প্রকৃত ঘটনা হলো, রসূলে করীম (সাঃ) এর যামানায় আরবদের মাঝে ‘ওলামা’ অথবা বিদ্঵ান পভিত ব্যক্তিবর্গ এ অর্থে ছিল না, যে অর্থে এ যুগে উক্ত শব্দ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তারা শৃঙ্খলেখক এবং কারণিক রাখতেও অভ্যন্ত ছিল না। এমন কোন দৃষ্টিক্ষণ নেই যে কোন একজন আরববাসী কাতেব নিযুক্ত করেছিল। বিদ্঵ান-পভিত ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মত পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত এক্যমত এটাই যে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত পড়তে এবং লিখতে জানতেন না। এ বিষয়ে কুরআন করীমে আছে যে এ নবী (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, অন্তত আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীরূপে দাবী অবধি (২৯৪৯)। যা হোক জীবনের শেষ দিকে তিনি কয়েকটি শব্দের পাঠোদ্ধার করতে শিখেছিলেন মাত্র।

১০৫৯। নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্কে বাইবেলের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখুনঃ- মথি-২৩৪৯; যোহন-১৪৪১৬, ২৬, ১৬৪৭-১৪, দ্বিতীয় বিবরণ- ১৮৪১৮; ৩৩৪২, যিশাইয়-২১৪১৩-১৭; ও ২০৪৬২, সলোমন-এর পরমগীত-১৪৫-৬, হবক্কুক-৩৪৭।

১০৬০। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ তাআলার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা যে জাতির নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন সে জাতির উদ্দেশ্যে ছিল এবং সেই বিশেষ কালের জন্য যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। মানবেতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই আত্মবন্ধনে আবদ্ধ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে।

১০৬১। হ্যরত মূসা (আঃ) এর উচ্চতের মাঝে সকলেই অসাধু ছিল না। তাদের একদল শুধু নিজেরাই ভাল ছিল না, অধিকস্তু অন্যদেরকেও সত্যের পথে পরিচালিত করতো এবং ন্যায় কাজ করতো। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন কথনো কোন জাতিকে ঢালাওভাবে নির্বিচারে নিন্দা করে না।

১০৬১ক। টীকা ১০১ দ্রষ্টব্য।

তখন তা থেকে বারটি বারণা উৎসাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের পানি পান করার স্থান চিনে নিল। আর ‘আমরা তাদের ওপর মেঘ দিয়ে ছায়া করে দিলাম। আর আমরা তাদের জন্য ‘মান’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করলাম (এবং বললাম,) ‘আমরা তোমাদের যে রিয়্ক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও’। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম^{১০২} করেনি বরং নিজেদেরই প্রতি যুলুম করছিল।

الْمَعْجَرَجَ فَإِنَّبْجَسَتْ مِنْهُ أَشْتَقَى عَشْرَةَ
عَيْنَيْنَا دَقَّدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا إِنْ مَشَرَّبَهُمْ
وَظَلَّلَنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُّوْا مِنْ طَبِيبَتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^(١)

১৬২। আর (শ্মরণ কর) তাদের যখন বলা হয়েছিল, “তোমরা এ শহরে বসবাস কর, এতে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও এবং বল, (হে আল্লাহ!) ‘ক্ষমা চাই’ এবং এ (শহরের) সদর দরজা দিয়ে অনুগত হয়ে প্রবেশ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিব এবং আমরা সৎকর্মপরায়ণদেরকে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি দান করবো।”

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَشْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَكُلُّوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا
حَطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَغْفِرُ
لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَرِيْدُ الْمُحْسِنِينَ^(٢)

১৬৩। কিন্তু তাদের মাঝে ‘সীমালংঘনকারীরা’ (উপরোক্ত কথাকে) এমন এক কথায় পরিবর্তন করে দিল যা ‘তাদের বলা হয়নি। অতএব আমরা তাদের ক্রমাগত সীমালংঘনের ২০ [৫] ১০ কারণে আকাশ থেকে তাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ করলাম।

فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا
عَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ^(٣)

১৬৪। আর তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) সাগর-তীরে অবস্থিত সেই জনপদ^{১০৩} সমষ্টি জিজেস কর যেখানে তারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) সাবাতের বিধান লংঘন করতো। তাদের (জন্য নির্ধারিত) সাবাতের দিনে তাদের মাছ তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে^{১০৪} আসতো। আর যেদিন তারা সাবাত^{১০৪-ক} পালন করতো না তাদের কাছে সেগুলো আসতো না। এভাবেই তাদের ক্রমাগত দুর্কর্মের দরজন আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম।

وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
حَاضِرَةً الْبَحْرِ أَذْيَعُهُونَ فِي السَّبَبِتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَبِتِهِمْ
شُرَّعَادَ يَوْمًا لَا يَشِتُّونَ كَمَا تَأْتِيهِمْ
كَذِيلَكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ^(৪)

দেখুন ৪ ক. ২৪৫৮; ২০৪১; খ. ২৪৫৯; গ. ২৪৬০; ঘ. ২৪৬৬; ৪৪১৫৫; ঙ. ৭৪১৬৯।

১০৬২। তারা (ইহুদী জাতি) নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছিল এবং সত্যের সংগ্রামের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। ১০৬৩। এ আয়াতে উল্লেখিত ‘আল্কারিয়াহ’ (শহরটি) লোহিত সাগরের তীরবর্তী ‘আইলা’(Elath) বলে কথিত শহরকে বুঝায়। এটি লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখায় ‘অ্যায়েলো-নিটিক’ উপসাগরের তীরে অবস্থিত (যার নাম স্থানের নামানুসারে হয়েছে) এবং ইসরাইল জাতির উদ্দেশ্যান্বিতভাবে ঘুরে বেড়াবার এটাই শেষ সীমা বলে উল্লেখিত হয়েছে (১-রাজাবলী-৯:২৬ এবং ২-বংশাবলী-৮:১৭)। হ্যরত সুলায়মান (আঃ) এর সময়ে এ শহর ইসরাইলীদের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সংষ্টবত তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে ‘উফিয়াহ’ (Uzziah) তা পুনর্বিজয় করেছিল এবং ‘আহায়ের’ সময় আবার তারা তা হারায় (এনসাই ক্লোঃ)। ১০৬৪। ‘শুরাআন’ (পানির উপর দিয়ে) এর আর এক অর্থ তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল।

১০৬৪-ক। সাবাত (সাংগ্রহিক কর্ম বিরতি) এর দিন যখন কোন মাছ ধরা হতো না তখন তারা সহজাত প্রবণতার দরজন বুঝাতে পারতো, তাদের জন্য নিরাপদ সময় কোন্টি। এ কারণে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে পানির ওপরে ভেসে সাবাতের দিনে উপকূলের নিকটবর্তী হতো। এ

★ ১৬৫। আর (শ্বরণ কর) তাদের একদল যখন বললো, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ্ ধৰ্ষণ করতে অথবা কঠোর আয়ার দিতে যাচ্ছেন?' তারা বললো, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে দায়মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে (উপদেশ দিচ্ছ) যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে'।

★ ১৬৬। অতএব যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন মন্দ কাজ থেকে বারণকারীদের আমরা উদ্ধার করলাম এবং যারা অন্যায় করেছিল তাদের ক্রমাগত দুর্কর্মের দরুন আমরা তাদেরকে এক কঠোর আয়াবে জর্জরিত করলাম।

১৬৭। যে বিষয়ে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এরপরও তারা যখন ওন্দ্রত্যের সাথে তা অমান্য করলো তখন আমরা তাদের বললাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও^{১০৬৫}'।

১৬৮। আর (শ্বরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন, "নিশ্চয় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এমন লোকদের উত্থান ঘটাতে থাকবেন^{১০৬৬} যারা তাদের ভীষণ শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা^{১০৬৬-ক}। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৬৯। আর আমরা বিভিন্ন জাতিতে তাদের বিভক্ত করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলাম। তাদের মাঝে কিছু পুণ্যবানও ছিল এবং তাদের মাঝে এর ব্যতিক্রমও ছিল। আর আমরা তাদের ভাল এবং মন্দ অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যেন তারা (হেদায়াতের দিকে) ফিরে আসে।

দেখুন : ক. ৬৪৪৫ ; খ. ২৯৬৬; ৫৪৬১ ; গ. ২৯৬২; ৩৪১১৩ ; ঘ. ৭৪১৬৪।

ঘটনায় ইহুদীরা লোভ সংবরণ করতে পারেনি এবং তারা মাছ ধরবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে তারা পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করেছিল।

১০৬৫। ১০৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৬৬। তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী আয়াতে যে লোকদেরকে লাঞ্ছিত বানর বলা হয়েছে বাস্তবে তারা বানরে রূপান্বিত হয়নি, বরং মানুষের আকৃতিতেই ছিল, যদিও তারা যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত এবং হীন জীবন যাপন করতো এবং অন্যান্য লোকেরা তাদেরকে অত্যন্ত তাচ্ছল্যভরে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো।

১০৬৬-ক। কুরআন কর্মের অনেকগুলো আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বুবা যায়, আল্লাহ্ তাআলা পাপীদেরকে শাস্তি প্রদানে অতি মন্তব্য। তিনি বার বার তাদেরকে সাময়িক অবকাশ প্রদান করে অনুগ্রহ করে থাকেন। শব্দগুলোর মর্মার্থ হলো, যখন কোন জাতির প্রতি আয়াব আসা চূড়ান্ত হয়ে যায় তখন দ্রুত শাস্তি নেমে আসে। তখন কোন শক্তি তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

১০৬৭। 'আরায়া' অর্থ ধন-সম্পদ যা স্থায়ী নয়, জগতের নগণ্য বস্তুসমূহ, পার্থিব বস্তু বা পণ্ড্যব্যসমূহ, লক্ষ্য-বস্তু (লেইন)।

وَإِذَا كَاتَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْظُونَ
قَوْمًا إِلَّا هُمْ كُفَّارٌ وَمَعْذِلَةٌ
عَدَّا بَأْ شَوِيدَاءَ قَالُوا مَغْزَرَةً إِلَى
رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^(১৫)

فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكَرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا^(১৬)
الَّذِينَ يَنْهَا عَنِ السُّوءِ وَأَخْذَنَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَّا بِئْرَيْسِ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ

فَلَمَّا عَتَوا عَنْ مَكْنُهُوا عَنْهُ قُلْنَا^(১৭)
لَهُمْ كُوْنُوا قَرَدَةً خَاسِيَنَ

وَإِذَا ذَنَ رَبِّكَ لَيَهْتَشَ عَلَيْهِمْ
إِلَيْوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ
سُوءَ الْعَدَابِ إِلَّا رَبِّكَ لَسْرِيَهُ
الْعَقَابِ بِهِ وَرَانَةَ لَغْفُورَ رَحِيمَ^(১৮)

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا جِمِنْهُمْ
الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذِلْكَ زَوْ
بَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَهُمْ
يَزْجِعُونَ^(১৯)

১৭০। কিন্তু ^কতাদের পরে এমন এক প্রজন্ম তাদের
স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েও
সাময়িক পার্থিব ধনসম্পদকে^{১০৭} আঁকড়ে ধরলো। আর তারা
বলতো, ‘নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ অনুরূপ
(আরো) ধনসম্পদ যদি তাদের কাছে আসতো তবে তারা তা-
ও নিয়ে নিত। তারা যে আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু
বলবে না তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের এ দৃঢ় অঙ্গীকার
নেয়া হয়নি? অথচ এতে যা ছিল তা তারা ভালভাবেই
পড়েছিল^{১০৮}। আর ^খযারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের
জন্য পরকালীন আবাস উত্তম। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি
খাটাবে না?

୧୭୧ । ଆର ଗ୍ୟାରା କିତାବକେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ଆଁକଡ଼େ ଧରେ ଏବଂ
ନାମାୟ କାଯୋମ କରେ ନିଶ୍ଚୟ (ଏମନ ଆତ୍ମ) ସଂଶୋଧନକାରୀଦେର
ପୁରସ୍କାର ଆମରା କଥିନୋ ବିନଷ୍ଟ କରି ନା ।

★ ১৭২। আর (শ্বরণ কর) আমরা যখন তাদের ওপর ^ষপাহাড় উঁচু করেছিলাম যেন তা ছিল এক সামিয়ানা। আর তাদের ওপর তা ভেঙ্গে পড়বে বলে তারা মনে করেছিল^{১০৬৫}। (হে বনী ইস্রাইল!) ‘আমরা তোমাদের যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে অঁকড়ে ধর এবং এতে যা আছে তা শ্বরণ রাখ যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।’

১৭৩। আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন আদম
সন্তানের কঢ়িদেশ থেকে তাদের বৎশধরদের গ্রহণ করলেন
এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের বিষয়ে সাক্ষী বানিয়ে
দিলেন^{১০৭০} এবং (জিজ্ঞেস করলেন) ‘আমি কি তোমাদের
প্রভু-প্রতিপালক নই?’ তারা বললো, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা
সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ (এর উদ্দেশ্য হলো,) কিয়ামত দিবসে তোমরা
যেন বলে না বস, ‘আমরা যে এ সম্বন্ধে জানতামই না।’

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا
الْكِتَبَ يَا حَذْوَنَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنِي
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَاجَ وَرَانَ يَأْتِهِمْ
عَرَضٌ مِثْلُهُ يَا حَذْوَهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ مِيَثَاقُ الْكِتَبِ أَنَّ لَا يَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝

وَ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا لَا تُضِيقُهُمْ أَجْرًا
الْمُضْلِّيْنَ ⑯

وَإِذْ نَتَّقَنَا الْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَانَةً
ظُلَّةً وَظَبْوَآتَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ جَحْذِدًا
مَا أَتَيْشُكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُدُوا مَا فِيهِ
لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ (٤٧)

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِيْ أَدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى
آنفُسِهِمْ إِلَّا شَتَّى بَرِيَّتَكُمْ قَالُوا بَلَى
شَهِدْنَا إِنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٤٤﴾

ଦେଖୁନ : କ. ୧୯୯୬୦; ଖ. ୬୯୩୩; ୧୨୯୧୧୦; ଗ. ୩୧୯୨୩; ଘ. ୨୯୬୪; ଙ. ୪୩୯୪୮ ।

১০৬৮। 'দারাসা' শব্দের অর্থ : (১) সে একটি পুস্তক পড়েছিল, (২) সে মুছে ফেল্লো, ঘষে তুলে ফেল্লো, নিশ্চিহ্ন করলো বা কোনকিছু বিলোপ করে দিল (নেইন)।

୧୦୬୯ । ଇସରାଞ୍ଜିଲିଦେର ପ୍ରଧାନଗଣକେ ପର୍ବତେର ପାଦଦେଶ ଆନା ହେଁଛିଲ (ୟାତ୍ରା ପୁଷ୍ଟକ-୧୯୯୧) । ତାଦେର ନିକଟ ଅନୁଭୂତ ହେଁଛିଲ ଯେ ତା ସାମୀଯାନାର ବା ଚାଁଦୋଯାର ମତ ମାଥାର ଓପରେଇ ଆଛେ ଏବଂ ତା ଯେ କୋନ ସମୟ ତାଦେର ଓପର ଭେଙ୍ଗେ ପଡ଼ତେ ପାରେ ।

১০৭০। এ আয়াতে আল্লাহু তাআলা যিনি এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাঁর অস্তিত্ব সবকে দৃঢ় প্রমাণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (৩০৯৩১)। অথবা এও হতে পারে, এ ইংগিত আল্লাহু তাআলার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবর্ত্তার সম্পর্কে, যাঁরা আল্লাহু তাআলার দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। ‘আদম সন্তান’ বলতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝানা হয়েছে যাদের নিকট আল্লাহু

১৭৪। অথবা তোমরা একথা বলে না বস, ‘ইতোপূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরাই শিরক করেছে এবং আমরা যে তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম। তবে কি মিথ্যাবাদীদের কৃতকর্মের দরং তুমি আমাদের ধৰ্মস করবে?’

১৭৫। আর এভাবেই আমরা নির্দশনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি^{১০৭১} এবং তারা (সত্যের দিকে) ফিরে আসবে বলে আশা রাখি।

১৭৬। তুমি এদের কাছে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমরা আমাদের নির্দশনাবলী দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে (পদশ্বালিত হয়ে) দূরে সরে পড়লো। তখন শয়তান তার পিছু নিল এবং সে বিপথগামীদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেল^{১০৭২}।

- ★ ১৭৭। আর আমরা যদি চাইতাম এসব (নির্দশনাবলীর) মাধ্যমে আমরা তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার^{১০৭৩} প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। তার দৃষ্টান্ত সেই কুকুরের ন্যায় যাকে তুমি তাড়া করলেও সে জিব বের করে হাঁপায়, অথবা তুমি এটাকে (তাড়া না করে) ছেড়ে দিলে (তোমাকে তাড়া করে) সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে^{১০৭৪}। এটা হলো

দেখুন : ক. ৭৩০৯।

নবীগণ আবির্ভূত হন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নৃতন নবীর আগমনই এ ঐশ্বী-জিজ্ঞাসা তুলে ধরে, ‘আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই?’ এতে এ সত্যই প্রকাশ করা হয় যে আল্লাহ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং একইরূপে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করেছেন তখন সে কৌরাপে আল্লাহর প্রভুত্বকে অঙ্গীকার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে। কারণ এমতাবস্থায় তারা এ বলে নিষ্ক্রিয় পেতে পারে না যে তারা আল্লাহ তাআলাকে বা তাঁর বিধানকে অথবা বিচার দিবস সম্বন্ধে জানতো না।

১০৭১। নবীর আবির্ভাব তাঁর যুগের মানুষকে ১৭৩ নং আয়াতে উল্লেখিত অজুহাত উৎপান করার সুযোগ দেয় না। কারণ তখন সত্যকে মিথ্যা হতে শ্পষ্ট করে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রতিমা পূজা প্রকাশে প্রত্যাখ্যাত এবং নিন্দিত হয়।

১০৭২। বিশেষ কোন এক ব্যক্তির প্রতি এ ইঁগিত নয়, বরং সেই সব লোকের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে নির্দশন প্রদর্শন করে থাকেন এবং যারা সেই নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ উক্তি কুরআন কর্মামের অন্যত্র (২৪:১৮) পাওয়া যায়। বর্তমান আয়াত বিশেষভাবে বালা'ম বিন-বা'উর এর সংগেও সম্পৃক্ত বলা যায়। সে হ্যরত মুসা (আশ) এর যুগে বাস করতো এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিল। অহংকার তার মাথায় চেপেছিল, ফলে অপমানজনক অবস্থায় তার জীবনাবসান হয়েছিল। আবু জাহল বা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল বা অনুরূপ প্রত্যেক কুখ্যাত কাফির ও মুনাফিক সর্দারের প্রতিও এ আয়াত প্রযোজ্য।

১০৭৩। পার্থিব বিষয়াদি, বিশেষতঃ অর্থের প্রতি আসক্তি।

১০৭৪। ‘ইয়ালহাস’ (লাহাস হতে উদ্ভূত যার অর্থ ক্লান্ত অথবা শ্রান্ত হয়ে তার উর্দ্ধশাস শুরু হয়েছিল) শব্দের মর্মার্থ হলো, এরূপ ব্যক্তি যাকে ধর্মের কাজে কুরবানী করতে বলা হোক বা না-ই হোক, মনে হয় সর্বদাই সে যেন ত্রুট্য কুকুরের মত হাঁপাতে থাকে, ক্রমবর্ধিত কুরবানীর বোঝা তাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করে ফেলেছে।

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُلُّنَا ذُرِّيَّةٌ مِنْ بَعْدِ هُنُّمْ ۚ
آفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ⑭

وَكَذِيلَكَ نَفَصِلُ الْأَبْيَتِ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⑮

وَأَشْلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَلْذِي أَتَيْنَاهُ أَيْتَنَا فَإِنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَوَّابِنَ ⑯

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ رَأْيَ الْأَزْفَضِ وَأَشْبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَشْرُكْهُ يَلْهَثْ ۖ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

সেইসব লোকের দ্রষ্টান্ত যারা আমাদের নির্দশনাবলী অঙ্গীকার করেছে। সুতরাং তুমি এসব (ঐতিহাসিক) ঘটনা বর্ণনা কর যাতে (এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য) তারা চিন্তাভাবনা করে।

১৭৮। ^৪সেই জাতির দ্রষ্টান্ত অতি মন্দ যারা আমাদের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তারা নিজেদেরই ওপর অবিচার করতো।

১৭৯। ^৫যাকে আল্লাহ্ হেদয়াত দেন সে-ই হেদয়াতপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাদের পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তারাই ক্ষতিহস্ত হয়।

১৮০। আর নিচয় আমরা জাহান্নামের^{১০৭৫} জন্য জিন ও সাধারণ মানুষের এক বড় অংশকে সৃষ্টি করেছি। ^৬তাদের হাদয় থাকতেও তা দিয়ে তারা উপলক্ষি করে না। তাদের চোখ থাকতেও তা দিয়ে তারা অবলোকন করে না। আর তাদের কান থাকতেও তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। ^৭এরাই পশুত্ত্ব, বরং এরা (এর চেয়েও) নিকৃষ্ট। এরাই প্রকৃত অর্থে অজ্ঞ।

১৮১। আর সব সুন্দরতম নাম (অর্থাৎ গুণাবলী) ^৮আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা তাঁকে এসব (নাম) ধরে ডাক^{১০৭৬}। আর যারা তাঁর নামের ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন করে তোমরা তাদের পরিত্যাগ কর^{১০৭৭}। অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তাদের দেয়া হবে।

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتِنَا جَ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ^(১)

سَاءَ مَثَلًا لِّقَوْمٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَمَا تُؤْمِنُونَ^(২)

مَن يَهْدِ اِلَّهُ فَهُوَ اَنْعَمْتَهُ بِي جَ وَمَن
يُضْلِلْ فَإِلَيْكَ هُمُ الْغَيْرُونَ^(৩)

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ
الْجِنِّ وَ اَنْلَاثِنِسْ زَلَّهُمْ قُلُوبُهُ
يَفْقَهُمُونَ بِهَا زَوْلَهُمْ اَعْيُنُهُ لَا يُبْنِصِرُونَ
بِهَا زَوْلَهُمْ اَذَانُهُ لَا يَشْمَعُونَ بِهَا
أُولَئِكَ كَمَا لَأَنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أُولَئِكَ هُمُ الْغَيْلُونَ^(৪)

وَرِيلُو الْأَشْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آشْمَائِهِ
سَيْجَرَوْنَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ^(৫)

দেখুন : ক. ৩৪১২; ৭৪১৮৩; ৮৪৫৫; খ. ১৭৪৯৮; ১৮৪১৮; গ. ২৪৮; ২২৪৪৭; ৪৫৪২৪; ঘ. ২৫৪৪৫; ঙ. ১৭৪১১।

১০৭৫। এখানে 'লেজাহান্নামা' শব্দের 'লাম'কে 'লামে আকেবা' বলা হয় যা দ্বারা পরিণতি বা লক্ষ ফল বুঝায়। কাজেই এ আয়াত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য বলা হয়নি, বরং তা এখানে কেবল বহু মানুষ এবং জিন এর তুচ্ছ জীবনের মন্দ পরিণতির জন্য দুঃখ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (শেষোক্ত শব্দ 'জিন' এর অর্থ বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, যেমনঃ শাসনকর্তা বা প্রধান বা বড় লোক)। এরা যেরূপ পাপ এবং পাপাচারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে থাকে তাতে মনে হয় এরা যেন জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

১০৭৬। আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব নামবাচক শব্দ (Proper name) 'আল্লাহ্'। আর সবই তাঁর গুণবাচক নাম। দোয়া করার সময় প্রার্থনাকারীর আল্লাহ্ তাআলার সেই পবিত্র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করা উচিত যা তার দোয়ার বিষয়বস্তুর সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

১০৭৭। আল্লাহ্ তাআলার মহান সীফ্ত তথা গুণাবলীর ব্যাপারে সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, কুরআন অথবা হাদীসে উল্লেখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাআলার এমন কোন সিফতের কল্পনা করার প্রয়োজন নেই যেগুলো তাঁর মহিমা, মর্যাদা এবং সর্ব-ব্যাপক রহমতের বিরোধী।

১৮২। আর আমাদের ^{ক্ষ}সৃষ্টির মাঝে এমন এক দল আছে যারা
২২ (লোকদেরকে) সত্ত্বের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দান করে এবং
[১০] ১২ এরই মাধ্যমে সুবিচার করে।

وَمَنْ خَلَقْنَا أَمْةً بِهُدُونَ بِالْحَقِّ
وَيُهِيَّغُ لُؤْنَ^(۱۴۷)

১৮৩। আর ^যারা আমাদের নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে
আমরা ক্রমে ক্রমে এমন দিক থেকে তাদের ধরে ফেলবো যা
তারা জানে না।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيْنِتَنَا سَنَشْتَرِجْهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ^(۱۴۸)

১৮৪। আর ^যামি তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়
আমার কৌশল অতি শক্তিশালী।

وَأَمْلِي لَهُمْ تِرَانَ كَيْدِي مَتِينَ^(۱۴۹)

১৮৫। তারা কি ভেবে দেখে না ^যতাদের সাথীর (অর্থাৎ এ
রসূলের)^{১০৭৮} মাঝে কোন পাগলামী নেই? সে কেবল এক
প্রকাশ্য সতর্ককারী।

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا عَنْ مَا يَصَاغِبُهُمْ مِنْ
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ^(۱۵۰)

১৮৬। তারা কি ^যআকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং
আল্লাহর^{১০৭৯} প্রতিটি সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে দেখে না?
আর তাদের নির্ধারিত কাল যে সম্ভবত ঘনিয়ে এসেছে (সে
ব্যাপারেও কি তারা চিন্তাভাবনা করে দেখে না)? ^যঅতএব
এরপর আর কোন্ কথায় তারা ঈমান আনবে^{১০৮০}?

أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَوْافِرَ بَعْدَ أَجْلِهِمْ
فَيَا يَارَبِّ حَدِيثٌ بَعْدَ كُلِّ يُؤْمِنُونَ^(۱۵۱)

১৮৭। ^যআল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাকে হেদায়াত
দেয়ার কেউ নেই। আর ^জতিনি তাদের ওপরতে দিশেহারা
অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেন।

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ
يَذْهُمْ فِي طُغْيَايَهُمْ يَعْمَلُونَ^(۱۵۲)

দেখুন ৪ ক. ৭৪১৬০; খ. ৩৪১২; ৭৪১৮৩; ৮৪৫৫; গ. ৩৪১৭৯; ৬৪৪৪৬; ঘ. ২৩৪২৬; ৩৪৪৪৭; ৫২৪৩০; ৮১৪২৩; ঙ. ৬৪৭৬; ১০৪১০২; চ. ৪৫৪৭;
৭৭৪৫১; ছ. ৭৪১৭৯; ১৭৪১৮; ১৮৪১৮; জ. ২৪১৬; ৬৪১১।

১০৭৮। 'সাহিব' (অর্থ সংগী, সাথী) শব্দের মধ্যে যেমন রসূলে করীম (সা:) এর বিরুদ্ধে আনীত পাগলামীর অভিযোগ খড়ন করা হয়েছে,
তেমনি এতে মক্কাবাসীদের প্রতিও প্রচন্ড তিরক্ষার নিহিত রয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা:) তাদের সহচর। তিনি তাদের
মাঝে বসবাস করেছেন, তাদের মাঝেই চলা-ফেরা করেছেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তারা তাঁর সঙ্গে অবহিত। কাজেই সেরূপ কিছু হলে
তারা সহজেই বুঝতে পারতো। কিন্তু তারাতো তাদের অস্তরের অস্তরে স্থির নিশ্চিত যে নবী করীম (সা:) এর মাঝে পাগলামীর কোন
কিছুই নেই।

১০৭৯। মক্কাবাসীরা কি দেখছে না, তাদের চতুর্দিকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে যা এক নৃতন যুগের আগমনের
প্রতি নির্দেশ করছে? সমস্ত নির্দেশন বাস্তব ঘটনার প্রতি ইঁগিত করছে যে প্রতিমা উপাসনা দেশ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে এবং তা
ইসলামের জন্য নিজ স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। 'মালাকুত' (কর্তৃত্ব) শব্দ আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণকে বুঝায় যার মাধ্যমে তিনি আকাশমন্ডল ও
পৃথিবী পরিচালনা করেন।

১০৮০। কুরআন করীমের মত পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও পূর্ণাংগ বিধানকেই যখন অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করছে তখন তাদের জন্য আর কি
অবশিষ্ট আছে যার ওপর তারা ঈমান আনতে পারে?

১৮৮। কিয়ামত সম্বন্ধে তারা জিজ্ঞেস করে, ‘কবে তা সংঘটিত হবে^{১০৮১}?’ তুমি বল, ‘এর জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে এর প্রকাশ ঘটাবেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবী (এর ভাবে) ভারাক্রান্ত^{১০৮২} হবে। এটা তোমাদের ওপর অক্ষমাঙ্গ এসে পড়বে।’ তারা তোমাকে (এ ব্যাপারে) এভাবে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে সবই জান^{১০৮৩}। তুমি বল, ‘এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।’

১৮৯। তুমি বল, ‘আমি আমার নিজের ভালো মন্দের মালিক নই। তবে আল্লাহ যা চাইবেন (তা-ই আমার হবে)। আর আমি যদি অদ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রচুর ধনসম্পদ জড় করে নিতাম এবং আমাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শও করতো না। ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্য আমি যে কেবল এক সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।’

২৩
[৭]
১৩

★ ১৯০। তিনিই তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জীবনসঙ্গনী বানিয়েছেন যেন সে তার মাঝে প্রশান্ত^{১০৮৪} খুঁজে পায়। এরপর সে যখন তাকে ঢেকে দেয় তখন সে গর্ভবতী হয়ে এক লঘু ভার বহন করে এবং তা নিয়ে চলাফেরা করে। এরপর সে যখন ভারী হয়ে ওঠে তখন তারা উভয়েই তাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, ‘তুমি যদি আমাদেরকে এক সুস্থ পুণ্যবান সন্তান দাও তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব’।

দেখুন : ক. ৩০৮৬; ৭৮২; ৭৯৪৩; খ. ৩১৪৩৫; ৪৩৪৬; গ. ১৬৪৮; ৫৪৪১; ঘ. ১০'৫০; ৭২৪২২; ঙ. ২৪১২০; ৫৪২০; ১১৪৩; চ. ৪৪২; ১৬৪৭৩; ৩৯৪৭; ছ. ৩০৪২২।

১০৮১। ‘মুরসা’ শব্দ অনিদিষ্ট বিশেষ্য পদ বা কালবাচক বিশেষ্য বা স্থানবাচক বিশেষ্য (লেইন)। ‘আইয়ানা মুরসাহা’ অর্থ কখন আসবে সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ বা মুহূর্ত?

১০৮২। শাস্তি পাওয়াটা যেমন মানুষের নিকট যন্ত্রণাদায়ক তেমনি শাস্তি দেয়াটাও আল্লাহ তাআলার নিকট বেদনাদায়ক এবং এটাই হলো ‘আকাশসমূহ ও পৃথিবী এর ভাবে ভারাক্রান্ত হবে’ বাকের মর্মার্থ। ‘আকাশসমূহ’ আল্লাহ এবং ফিরিশ্তার প্রতীক এবং ‘পৃথিবী’ মানবের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৮৩। ‘হাফিউন’ অর্থ অধিক উৎকর্ষ প্রকাশ এবং অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে আনন্দ প্রকাশ, জানার জন্য সীমাত্তিরিক্ত প্রশং করা অথবা সবিশেষ অবহিত (লেইন), পরম দয়ালু (মুফরাদাত)।

১০৮৪। মানুষের বিয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, নারী এবং পুরুষ একে অন্যের জন্য প্রশান্তির কারণ বিশেষ। পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই মিশুক এবং অস্তরণ্গ সাথী পাওয়ার জন্য উপুর্খ। বিয়ের মাধ্যমেই এটা লাভ করা যায়।

يَسْلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَةَ
مُرْسِهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنِ
كَمْ يَجْلِيْهَا لَوْ قَرِئَمَا لَأَهْوَ، ثَقَلَتْ فِي بَعْدِ
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ لَا بَغْتَةً
يَسْلُوْنَكَ كَمْ حَفِيْقٌ عِنْهَا، قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلِكَمْ أَخْتَرَ النَّاسَ
لَا يَعْلَمُونَ^(১)

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَنْفِسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا لَا
مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كَثُرَتْ أَعْلَمُ الْغَيَّبِ
لَا شَكَرْتُهُ مِنَ الْغَيْرِ لِمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ، إِنَّمَا لَا تَذَرِّرُ وَلَا بَشِيرُ
لِقَوْمٍ بِتُؤْمِنُونَ^(২)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَنْفِيسٍ
وَأَجْهَةٍ وَجَعَدَ مِنْهَا ذَوْجَهَا
لِيُشْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَعْشَشَهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا
أَشْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمْ
أَتَيْتَنَا صَارِحًا لَذَكْرَتْنَاهُ
الشَّكِيرِينَ^(৩)

১৯১। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে সুস্থ পুণ্যবান সন্তান দান করলেন তখন তারা তাঁর সে দানে (অন্যদেরকে) তাঁর শরীক সাব্যস্ত করতে লাগলো। অথচ তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ এর অনেক উর্ধ্বে।

১৯২। ^٢তারা কি তাদেরকে (আল্লাহর) শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি?

১৯৩। ^٣আর তারা তাদের (কাউকে) কোন সাহায্য করতেও সম্ভব নয় এবং তারা নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না।

১৯৪। আর তুমি তাদেরকে ^٤হেদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনো তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক বা চুপ থাক (তা) তোমাদের জন্য সমান।

১৯৫। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক নিশ্চয় তারাও তোমাদের মত (সৃষ্টি) বান্দা। ^৫অতএব তোমরা^{১০৮৫} তাদের ডাকতে থাক। আর তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিকতো দেখি!

১৯৬। ^٦তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরতে পারে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখতে পারে, অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক, এরপর ^٧সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ঘৃঢ়যন্ত্র করে দেখ এবং তোমরা আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না'^{১০৮৬}।

১৯৭। ^٨নিশ্চয় আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ্, যিনি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদেরই অভিভাবক হয়ে থাকেন।

দেখুন : ক. ১৬:১১; ২৫:৪; খ. ৭:১৯:৮; ২১:৪৪; ৩৬:৭:৬; গ. ৭:১৯:৯ ঘ. ৩:৫:১:৫; ঙ. ২:৮: ২২:৪:৭; ৮:৫:২:৪; চ. ১০:৭:২; ১১:৫:৬; ছ. ৪:৫:২০।

১০৮৫। এ আয়াত মূর্তি পূজারীদেরকে খোলাখুলিতাবে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে সকল জীবন্ত ও অচেতন বস্তু যাদেরকে এরা উপাস্য বলে ডাকে, কখনই তারা এদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। কারণ প্রতিমাসমূহ এ ক্ষমতাই রাখে না। কিন্তু জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁর ভঙ্গদের দেয়া করুল করে থাকেন।

১০৮৬। পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে কাফিরদেরকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করা হয়েছিল একেই এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে সম্প্রসারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এদের প্রচারাভিযানে এদেরকে সাহায্য করতে এদের প্রতিমাণগুলোকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য, এদের সমস্ত উপায়-উপকরণ কাজে লাগাবার জন্য, এদের যাবতীয় শক্তি জড়ো করে ইসলামের ওপর আক্রমণ করে একে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য, এদের কোন প্রচেষ্টা বা সম্ভাব্য কোন অবলম্বনই বাকী না রেখে আল্লাহর নবীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের তরেও সময় নষ্ট না করে এরা দেখে নিক এদের দৃঢ়-সংকল্প এবং সমবেত প্রচেষ্টা তাঁর কী ক্ষতি সাধন করতে পারে? আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁর মিশনকে সফলতা ও বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন (৫:৬৮ ও ৫৮:২২)।

فَلَمَّا أَتَهُمَا صَارِحًا جَعَلَ لَهُ
شَرَّهَا فِيمَا أَتَهُمَا حَفَّتَعَلَ اللَّهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ^(٤)

أَيُشْرِكُونَ مَا لَمْ يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ
يُخْلَقُونَ ^(٥)

وَ لَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ تَصْرِيًّا وَ لَا
أَنْفَسَهُمْ يَنْصُرُونَ ^(٦)

وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَهُمْ
يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمْهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ^(٧)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُولَتِ اللَّهِ عِبَادَ
أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيْبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ^(٨)

اللَّهُمْ أَذْجِلْ يَمْشِيْونَ بِهَا زَاهِلَهُمْ
أَيْمَهُ يَبْطِشُونَ بِهَا زَاهِلَهُمْ أَغْيَيْنَ
يُبَصِّرُونَ بِهَا زَاهِلَهُمْ أَذْانَ
يَسْمَعُونَ بِهَا مَقْلِ اذْعُوا شَرَّكَاءَ كُمْ
ثُمَّ كَيْنَدُونَ فَلَا تُنْظَرُونَ ^(٩)

إِنَّ وَلِيَّ يَ إِلَهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ
وَهُوَ يَوْمَ الْحِسَابِ ^(١٠)

১৯৮। আর তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা ক্ষয়াদের ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, এমন কি তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না ।'

১৯৯। ^ষআর তোমরা তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকলে তারা শুনে না । আর যদিও ^শতুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে কিন্তু তারা দেখে না^{১০৮৭} ।

২০০। ^ষতুমি মার্জনার পথ অবলম্বন কর এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দাও^{১০৮৭-ক} আর অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল ।

২০১। আর ^শশয়তানের পক্ষ থেকে তুমি প্ররোচিত হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর । নিচয় তিনি সর্বশোতা (ও) সর্বজ্ঞ ।

২০২। সেইসব লোক, যাদেরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে প্রতারিত করলে^{১০৮৮} তারা আল্লাহর ^৪তাকওয়া অবলম্বন করে, সচেতন হয়ে উঠে এবং তাদের চোখ খুলে যায়, নিচয় (তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়) ।

২০৩। আর এ (কাফিরদের) ভায়েরা তাদের বিপথে টানে । আর তারা (এতে) কোন ক্রটি করে না ।

★ ২০৪। আর তুমি তাদের কাছে কোন (প্রকাশ্য) নির্দর্শন নিয়ে না এলে তারা বলে, 'তুমি কেন তা বানিয়ে আন নাঃ?' তুমি বল, ^ষ'আমার প্রতি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি । তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ^জএগুলো হলো আলো দানকারী নির্দর্শন^{১০৮৯} এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত ।

দেখুন : ক. ৭১১৯৩; ২১৪৪; ৩৬৪৭৬; খ. ৭১১৯৪; গ. ১০৪৪৪ ঘ. ৩১১৬০; ৩১৪১৮; ঙ. ৮১৪৩৭; চ. ৩৪১৩৬; ছ. ৬৪৫১; জ. ৬৪১০৫; ১৭৪১০৩

১০৮৭। ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ব্যক্তি সত্য এহণে অঙ্গীকার করে, যদিও তার অসমর্থনযোগ্য অবস্থার প্রমাণকরণে যতই স্পষ্ট এবং ভ্রান্ত নির্দর্শনাবলী তার নিকট প্রদর্শিত হোক না কেন । ইসলাম ধর্ম তাদের চোখের সামনে দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে দেখেও অবিশ্বাসীরা না দেখার ভাব করে এবং একে মেনে নিতে অঙ্গীকার করে ।

১০৮৭-ক। 'উরফ' অর্থ এরূপ কর্ম যা বিমল বা অকলংকিত মানব চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ।

১০৮৮। এ উক্তির তাৎপর্য এটাই যে সাধু ব্যক্তিগণকে যখন শয়তান ক্রোধাভিত করতে প্রৱোচনা দেয় অথবা দুষ্ট লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখন তারা আল্লাহ তালালার শরণাপন্ন হয় ।

১০৮৯। 'বাসিরাতুন' এর বহুবচন 'বাসায়েরুন' যার অর্থ দৃষ্টিশক্তি, বিবেক, বুদ্ধি, মনের উপলক্ষ ক্ষমতা বা বোধশক্তি বা মেধা ও অন্তরের টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِنْ دُونِهِ كَمَا يَشَاءُونَ
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاَنْفَسَهُمْ
يَنْصُرُونَ^{১৪}

وَإِنْ تَذَعُوهُمْ رَأَى الْهُدَى لَا يَشْمَعُوا
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا
يُبَصِّرُونَ^{১৫}

خُذِ الْحَقْوَةَ وَامْزِ بِالْعُزْفِ وَأَغْرِضِ
عَنِ الْجِهَلِيِّنَ^{..}

وَإِنَّمَا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْعٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ^{১৬}

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ
طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبَصِّرُونَ^{১৭}

وَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُوذُهُمْ فِي الْغَيْثِ شَمَّ
لَا يُقْبِصُونَ^{..}

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِأَيْتِهِ قَالُوا لَئِنْ
كَانَ جَنَّبَيْتَهَا قُلْ رَأَيْتَمَا أَتَيْتُهُمْ مَا يُؤْخَذُ
إِنَّمَا مِنْ رَبِّيِّيْهِ هَذَا بَصَارَتِهِ مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{১৮}

২০৫। আর ^ك-যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শনো^{۱۰۹۰} এবং নীরব থেকো যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

২০৬। আর ^ك-তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে, সভয়ে আর অনুচ্ছবে সকাল-সন্ধ্যায় শ্রণ করো এবং তুমি কখনো অমনোযোগী হয়ো না।

^و ২০৭। নিশ্চয় ^ك-যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না। আর [২৪] তারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই [১৮] সিজদা করে^{۱۰۹۱}।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَ
أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿١٠﴾

وَإِذْ كُرِّزَ ذَبَّاكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدْوَةِ
وَالْأَصَابِيلِ وَلَا شُكْنُ مِنَ الْغَفِيلِينَ ﴿١١﴾

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَشْكُرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَيِّحُونَهُ وَ لَهُ
يَسْجُدُونَ ﴿١٢﴾

দেখুন : ক. ১৭৪১০৭; খ. ৬৪৬৪; ৭৪৫৬; গ. ২১৪২০-২১; ৪১৪৩৯

দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়, ধর্মে স্থিরতা বা দৃঢ়তা, প্রমাণিত বিবৃতি বা ঐশ্বী-বিধান, যুক্তি-প্রমাণ বা দলিল, সাক্ষী, দ্রষ্টান্ত যা দিয়ে কাকেও সতর্ক করা হয়, রক্ষক বা ঢাল (মুফরাদাত, লেইন)।

১০৯০। কাফিরদের তাজা নির্দশন দেখার দাবীর উত্তরে এখানে তাদেরকে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এটি প্রচুর নির্দশন এবং যুক্তি-প্রমাণাদি ধারণ করে।

১০৯১। ‘আসা..ল’ শব্দ (^ك‘আসিল’ এর বহুবচন) যার অর্থ সন্ধ্যা। এতে দৈনিক চার ওয়াক্ত অর্থাৎ যুহুর, আস্র, মাগরিব ও ইশা নামায়ের ইঙ্গিত হতে পারে। পক্ষান্তরে ‘বিলগুড়ুয়ে’ ফজর নামায়ের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। এ আয়াত কুরআন শরীফের মাঝে প্রথম সিজদার আয়াত।